# স্মৃতি মৌমাছি

রওশন আরা হাফিজ কাক্কু

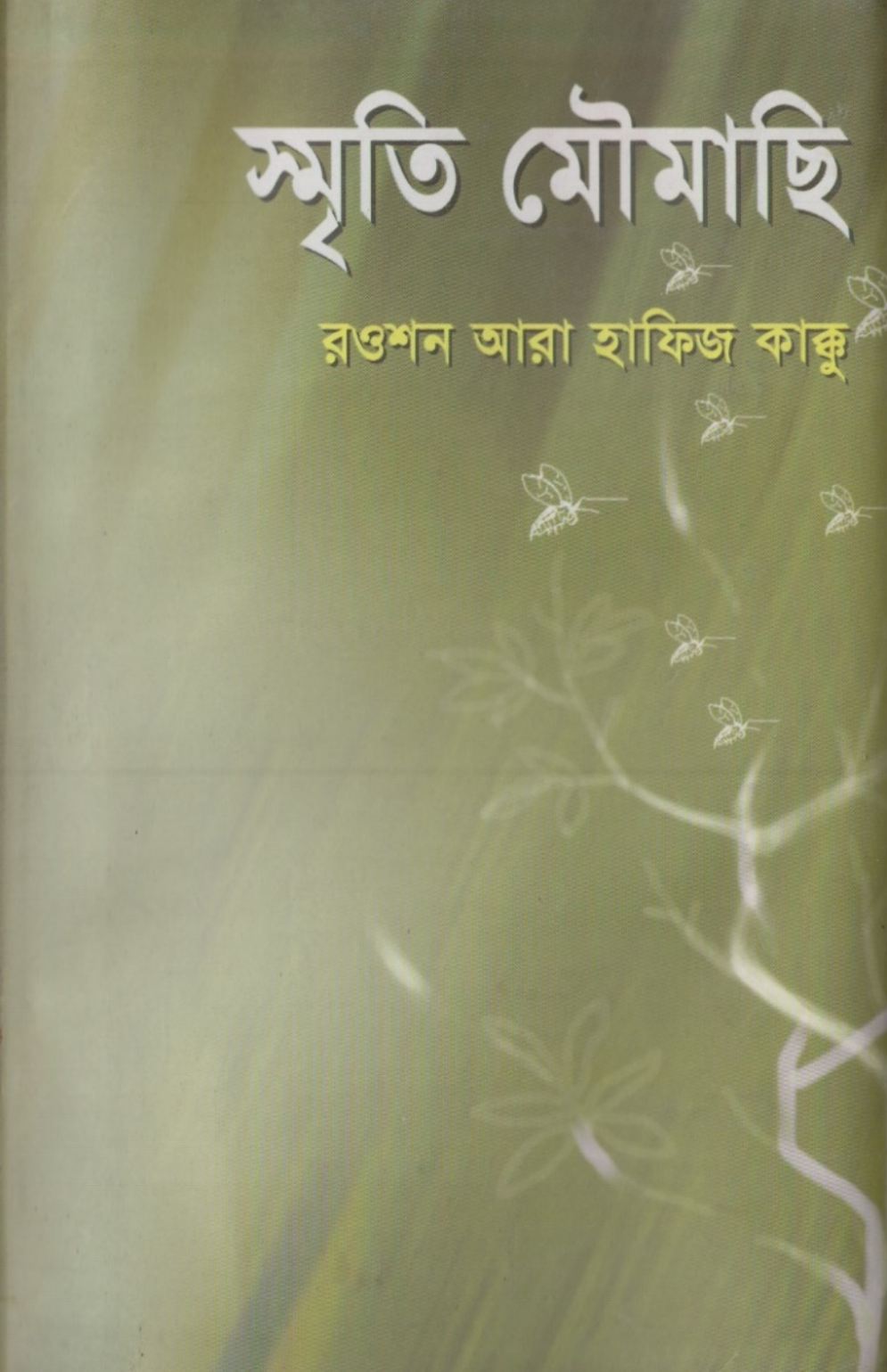

রওশন আরা হাফিজ (প্রাক বৈবাহিক নাম ঃ রওশন আরা বেগম কাকু) এক সময় শাঁওলী সুমন ছদ্মনামে চিত্রালীতে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। ছোট গল্প, উপন্যাস, ছড়া কবিতা সব বিছুতেই সমান দক্ষ।

জন্ম ঃ ২১ আগস্ট, ১৯৫৪, বাংলা ভাদ্র মাসে বরিশালে। পিতা ঃ অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার জনাব এম, এ, হামিদ, মা ঃ রিজিয়া বেগম। পৈত্রিক নিবাস ঃ মুন্সীগঞ্জের লৌহজং-র ভোজগাঁও গ্রামে (ঢাকায় ২৮৪/এ, রায়ের বাজার)। প্রথম লেখা (কবিতা) প্রকাশিত হয় 'বেগম' এর ঈদ সংখ্যায় ১৯৬৬ সালে। প্রথম উপন্যাস 'রাত মোহনায় সূর্য' সাপ্তাহিক চিত্রালীর ঈদ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়ে পাঠক মনে সাড়া জাগায় এবং আগস্ট ১৯৮১ সালে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। লেখা ছাড়াও অভিনয়ে তার অসাধারণ ক্ষমতা ছিলো। রবীন্দ্রনাথের রক্ত করবীসহ বাংলাদেশ বেতার ঢাকার বহু সফল নাটকের নায়িকা ছিলেন। তাঁর অসাধারণ অভিনয় দক্ষতার জন্য প্রখ্যাত পরিচালক সুভাষ দত্ত তাকে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অরুণোদয়ের অগ্নিস্বাক্ষী চলচ্চিত্রের নায়িকা নির্বাচিত করেন কিন্তু তিনি সে অফার ফিরিয়ে দেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় বেনামে তার বেশ কিছু গান স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে প্রচারিত হয়েছে। ১৯৬৯ সালে তিনি যশোর বোর্ডের অধীনস্থ পটুয়াখালি কেন্দ্র থেকে মেয়েদের মাঝে ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করে এসএসসি পাস করেন। ১৯৭২ সালে ইডেন মহাবিদ্যালয় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক এবং ১৯৭৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে বাংলায় সম্মান নিয়ে বিএ পাস করেন। ১৯৭৪ সালের ১৯ শে ডিসেম্বর সু-সাহিত্যিক ও শল্যবিদ (বর্তমানে জয়নুল হক সিকদার মহিলা চিকিৎসা মহবিদ্যালয়ের অধ্যাপক) ডাঃ হাফিজ উদ্দীন আহমদ এর সঙ্গে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত তিনি স্বামীর সাথে প্রবাসে কাটান এবং উগান্ডা, কেনিয়া, লিবিয়া, সিরিয়া, সৌদি আরব, আরব আমিরাত, ভারত, পাকিস্তানসহ বহুদেশ সফর করেন। ১৯৯২ সালে তার 'ভোরের বকুল' উপন্যাস বাংলা একাডেমীর একুশের বইমেলায় বেস্ট সেলার এর মর্যাদা লাভ করে। ২০০০ সালের ১৮ জুলাই বাংলা একাডেমীর জীবন সদস্য, বনলতা সাহিত্য পরিষদ এবং বাংলাদেশ লেখক সংসদ এর কার্য নির্বাহী কমিটির সদস্য এই অনন্য সাধারণ প্রতিভাময়ী সামান্য জ্বর এবং উদরাময়ে হঠাৎ ইন্তকাল করেন (ইন্না ..... রাজেউন)। দেশের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তুমি সন্ধ্যার মেঘ, তুমি সেই নন্দিতা, স্মৃতি মৌমাছি, রহমা, লিবিয়ার স্মৃতি, স্মৃতির সোনালী পৃষ্ঠা ইত্যাদি উপন্যাস ও ভ্রমণ কাহিনীসহ অসংখ্য ছড়া, কবিতা ও ছোটগল্প ছড়িয়ে আছে।

www.pathagar.com

# স্মৃতি মৌমাছি

রওশন আরা হাফিজ কাক্কু

মিজান পাবলিশার্স

www.pathagar.com

প্রকাশক

লায়ন আ. ন. ম. মিজানুর রহমান পাটওয়ারী

**মিজান পাবলিশার্স**

৩৮/৪ বাংলাবাজার (তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১২৩৯১, ৭১১১৪৩৬, ৭১১১৬৪২
মোবাইল ঃ ০১১-৮৬৪৩২৬, ০১৭১-৪০০২১৮
ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-০২-৭১১২৩৯১

প্রকাশকাল

একুশে বইমেলা ২০০৫

রচনা

ডিসেম্বর ১৯৯১ হতে ৯ জুন ১৯৯২

স্বত্ব

লেখকের

প্রচ্ছদ

মোঃ রফিকুল ইসলাম দুলাল

বর্ণবিন্যাস

লাভলী কম্পিউটার
৩৮ বাংলাবাজার (৪র্থ তলা), ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ

লাভলী প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রাঃ) লিমিটেড
২৪ শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১২৩৯৫

মূল্য

৭৫ টাকা মাত্র

ISBN
984-8613- 48-X

'**Smriti Moumachi** (The Memory Bee –Novel), Written by Rowshan Ara Hafiz Cuckoo
Published By : Lion A. N. M. Mizanur Rahman Patoary
Mizan Publishers, 38/4 Banglabazar (2nd Floor), Dhaka- 1100.
Printed By : Lovely Printers & Packaging Industries (Pvt.) Limited
24 Srish Das Lane, Dhaka- 1100.

www.pathagar.com

উৎসর্গ

বেগম সম্পাদিকা
নূরজাহান বেগম



www.pathagar.com

স্মৃতি পিপীলিকা তাই পুঞ্জিত করে
আমার রন্ধ্রে মৃত মাধুরীর কণা
সে ভোলে ভুলুক  কোটি মন্বন্তরে
আমি ভুলিব না,
আমি কভু ভুলিব না।

– সুধীন্দ্র নাথ দত্ত।



www.pathagar.com

স্মৃতি মৌমাছি

প্রথম শীতের হিমেল উত্তরের এক ঝলক হাওয়া এসে ঝাপ্টা দেয়। সহসা সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত গোলাপের শিথিল কিছু পাপড়ি ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ে। আবছা অন্ধকারের মোহন সুন্দরতায় এই ছাদে মৃদুমন্দ গোলাপ গন্ধী হাওয়া আর আকাশের কোণে ভাঙ্গা চাঁদের টুকরো খশার সঙ্গে সমস্ত রাত জেগে বসে থাকতে ইচ্ছা হয় মৌমিতার।

জোছনার রূপালী জলে চন্দ্র বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে কাটিয়ে দিতে পারত যদি আজকের এই রাত্র বেশ হত। বকা দেবার জন্য নানাজান নেই। তিনি বরিশাল গেছেন নানীকে নিয়ে।



www.pathagar.com

দুটি কথা

স্মৃতি মৌমাছি উপন্যাস সাপ্তাহিক বেগম পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছিলো। আশা করি গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশিত হবার পরও এ জনপ্রিয়তা অটুট থাকবে। রওশন আরা হাফিজ কাক্কু যশস্বী লেখিকা ছিলেন। বাংলা সাহিত্য তাঁর কাছে অনেক সমৃদ্ধ হতে পারতো কিন্তু ২০০০ সালের ১৮ জুলাই তার জীবনের আকস্মিক যবনিকাপাত ঘটে। তার স্বপ্ন দীর্ঘ জীবনেও সাহিত্য ক্ষেত্রে সফলতার পদচিহ্ন তাকে উজ্জ্বল নক্ষত্র করে রাখবে। পরম করুণাময় তাকে বেহেশত নসীব করুন। আমীন।

ডাঃ হাফিজ উদ্দীন আহমদ
ফ্লাট এ– ১
৮ম তলা
আলবারাকা টাওয়ার
২৫২ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা



www.pathagar.com

## ॥ এক ॥

হঠাৎ এক ঝলক ঝড়ো হাওয়ায় শুকনো বিবর্ণ পুরনো জীর্ণ ঝরাপাতা যেমন উড়ে যায়, উঁকি দেয় বৃক্ষের জীবনে নতুন পাতার কচি কিশলয়। মঞ্জুরীত হয়ে ওঠে নব পল্লবে বৃক্ষের আপাত শূন্যতা, এখন ঠিক তেমন লাগে মৌমিতার!

তার জীবনে এই একটুক্ষণ আগে তেমনি সহসা ঝড়ো হাওয়ার একটা ঝাপটা এসে লাগল, তার পুরনো জীবন ছন্দের সুর কেটে গেল তাতে, বিবর্ণ-যাপিত দিন পঞ্জিকার পৃষ্ঠাগুলো ঝরে পড়ল শুকনো ফুলের পাপড়ির মত। এখন বুঝি আবার নতুন করে জীবনের বেঁচে থাকার এক নতুন উন্মাদনা আর অর্থ ফুটে উঠবে প্রাত্যহিকের পরতে পরতে, তেমন মনে হয় মৌমিতার কাছে।

সব কিছু পাল্টে গেল। বদলে গেল। পুরনো তার এতদিনের ধ্যান-ধারণা বিশ্বাস সবকিছু ঝরে গেল শুকনো হলদে পাতার মতন, একুশ বছর বয়েসে মৌমিতার জীবন এখন নতুন মোড়ে বাঁক নেবে, কেমন অবিশ্বাস্য লাগে। নিঝুম হয়ে তাই বুঝি বসে আছে এখনো সে, নিজের জায়গা থেকে একচুল নড়তে পারেনি। ছোট মামী ঐ ঝড় নিয়ে এসেছিল সাথে করে, পুরনো জীবনকে হটিয়ে দেবার জন্য এক কালবৈশাখী যেন।

তার হাতে মলাট ছেঁড়া বিবর্ণ হলদেটে হয়ে আসা ডাইরীটা, কেমন আঁকড়ে আছে মৌমিতা, পৃথিবীর দুর্লভ এন্টিকের চেয়েও এটা এখন মূল্যবান তার কাছে। তার মায়ের ডাইরী।

মৌমিতা বড় হয়েছে তার নানা বাড়িতে, নানা নানীর স্নেহে যত্নে। কেউ কখনো তার বাবা মায়ের অভাব বুঝতে দেয়নি, বিশেষ করে বড় মামা-না চাইতে সবকিছুই পেয়েছে মৌমিতা। তার মামাত ভাইবোনরা নিজের ছোট বোনটির মতো ভালোবাসা দিয়েছে তাকে, এ নিয়ে তার মনে কোন দুঃখবোধ বা ক্ষোভ নেই।

বুদ্ধি হবার পর কতবার জিজ্ঞেস করেছে তার মায়ের কথা, বাবার কথা, কেউ উত্তর দেয়নি। দিয়েছে ভাসা ভাসা এড়িয়ে যাওয়া উত্তর। খুব ছোট্ট বেলায় সে তার বাবা মাকে হারিয়েছে। ব্যস এই টুকুই, মার কথা কেউ মনে করেনা এ বাড়িতে, কবে মা'র জন্ম দিন, কবে মৃত্যুদিন, এই সংবাদটুকুও সঠিক জানত না মৌমিতা। মাকে কেউ ভালোবাসেনা এখানে, মনে মনে এই সরল সত্যটুকু স্বীকার করে নিতে বড় কষ্ট হয় মৌমিতার। মাকে না ভালোবাসলেও তাকে কেউ এ বাড়িতে কখনো অবহেলা করেনি, নানা নানী তাকে বুকে আগলে রাখছেন এখনো পর্যন্ত-শুধু তার মা, না জানি কী ভয়াবহ অপরাধ করেছে যার জন্য মায়ের নাম কেউ ভুলেও উচ্চারণ করেনা এই বাড়িতে। এইত সেদিন ছোট মামার জন্মদিনে নানী খেজুর গুড়ের পায়েস করেছিলেন। মামার পছন্দের পাটিসাপ্টা পিঠা আর পায়েস করেছিলেন। ছোট মামী মামাকে একটা তিনশো টাকা দামের সেন্ট প্রেজেন্ট করলেন, রাজু মামা সেন্ট খুব পছন্দ করেন। তারা সবাই যে যার পছন্দ মতন ছোট ছোট প্রেজেন্ট কিনে রেখেছিলো। মামা অফিস থেকে ফেরার পথে কেক আর আইসক্রীম নিয়ে আসলেন, ঘরোয়াভাবে তারা সবাই মিলে খুব মজা করলো। হঠাৎ যেন ভুল করেই রাজু মামা বলে বসলেন,



www.pathagar.com

– বীনু আপা আমারচে মাত্র এক বছর আগে ঠিক এই দিনে জন্মেছিল, ছোট্ট বেলায় আমরা দুজনে একসাথে কেক কাটতাম তাই না মা?

মৌমিতার গলায় যেন কিছু আটকে গেছে। একটা দলা কঠিন বস্তুর মত, কষ্ট বুকে নিয়ে নিঃশব্দে নানীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে, নানীর দুই চোখ ভেজা, অথচ নানী মুখে কিচ্ছু বললেন না। আলগোছে খাবার টেবিল থেকে এটা সেটা সরিয়ে রাখেন, এমন একটা ভাব যেন রাজু মামা তাকে কিছু জিজ্ঞাসাই করেনি।

মৌমিতা সেদিন তার নোট বুকে ঐ দুর্লভ সংবাদটুকু নোট করে রেখেছিল।

"২২শে অক্টোবর, আজ আমার রাজু মামা আর আমার আম্মুর জন্মদিন। আমার আম্মুর নাম ছিল বীনু-সে রাজু মামার থেকে এক বছরের বড়ো ছিলেন।"

তার মানে বড় মামা আর রাজু মামার মাঝখানে ছিলো তার মা। সবার ছোট অবশ্য নীলু খালা, গত বছর বিয়ের পর একবার মাত্র দেশে এসেছিলেন। নীলু খালা বিয়ের পর থেকেই আমেরিকায় আছেন। গতবার দেশে এসেছিলেন ফুলের মতন দুটা বাচ্চা নিয়ে। পালি আর প্রাচী। দুই মেয়ে নীলু খালার। দুইমাস ছিলো ওরা। নানী নীলু খালাকে বুকে নিয়ে সেকি কান্না, মেয়েকে এতো বছর পর কাছে পেয়ে খুশীর কান্নায় নানী বিভোর।

নানীর মন এমন নরম, এমন সহজ সরল অমায়িক তার ব্যবহার। কাজের মেয়েটাকে পর্যন্ত কঠোর ভাষায় বকা দিতে পারেন না, তাহলে? তাহলে তার অন্য মেয়ে বীনুর বেলায় নানী এমন পাষাণ কেন?

মৌমিতা এই রহস্যের কোন কিনারা এখনও করতে পারলো না।

মা'রতো তবু কিছু ঠিকানা মেলে। মার নাম ছিল বীনু, মা নানা নানীর তৃতীয় সন্তান। বড় মামার আগে নানীর অন্য একজন মেয়ে ছিল, খুব ছোট্ট বেলায় পানিতে ডুবে নাকি মারা গেছে, নানী মাঝে মধ্যে এখনো সেই মেয়ের কথা মনে পড়লে চোখের পানি আটকাতে পারেন না তো বড় মামার পরে মা, তারপর রাজু মামা সবশেষে নীলু খালা।

আর বাবা? সেই প্রশ্নের কোথাও কোন উত্তর নেই। মৌমিতা তার বাবার নামটাই শুধু জানে, জানে যে সেটাও একটা গল্প, এই গল্প কতদূর সত্য মৌমিতা সে সম্পর্কে নিশ্চিত নয় এখানো।

তাঁর মামাত ভাই নীপন বলে, ওর বাবা নাকি কোন ভবঘুরে বিদেশী লোক, কেউ জানেনা সে কোথা থেকে এসেছিল এবং কোথায় গায়েব হয়েছে, তার নাম ছিলো এনথনি রেমাস, সে ছিল শিল্পী, চমৎকার সব ছবি আঁকত। মনে হয় লোকটা ছিলো জার্মান...

তুমি তো সবি জানো দেখছি। এতকথা জানলে কি করে, সে যদি আমার বাবা হয়ে থাকে তাহলে স্কুলের খাতায়, আমার বার্থ সার্টিফিকেটে অন্য নাম কেন?

– শুনেছি যা তাই বলছি, ব্যস।

– কার কাছে শুনেছ, আমাকে বল।

– সেটা সিক্রেট।

নীপন ভাইয়ার কথার কিছু ঠিক নেই। কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক বলা মুস্কিল!


www.pathagar.com

তিনবারে এস, এস, সি'র বেড়া টপকেছে কোনমতে। আই, এ-তেও বার দুয়েক গাড্ডা দিয়ে এখন লেখাপড়ার পাট চুকেবুকে নিয়েছে নীপন। ভাইয়া এখন কবিতা লেখেন, মহাকাব্য নাকি রচনা করবেন। আজকাল কবিদের মধ্যে এ বিষয় উৎসাহী নয়। নীপন ভাইয়ার মহাকাব্য সমাপ্ত হলে এই নিয়ে নাকি কেলেঙ্কারী ঘটে যাবে। বড়মামা অবশ্য নীপন ভাইয়াকে কুপুত্র এবং কুলাঙ্গার ছাড়া আর কোন নামে ডাকেন না। মামী কিছুটা তার হয়ে বলতে গেলে বড়মামা মহা হুলস্থুল লাগিয়ে দেন।

লেখাপড়ায় যারা ভালোনা বড়মামা তাদের দু'চোখে দেখতে পারেন না।

মৌমিতা এবং বড়মামার মেজো মেয়ে মৌটুসী এই দু'জন মামার খুবই পেয়ারের।

মৌটুসী এবার ম্যাট্রিক দেবে। জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষাতে ও সেবার ট্যালেন্ট পুলে বৃত্তি পেয়েছিল। মৌমিতাও বরাবর ভালো ফল করেছে– অনার্সেও স্কলারশীপ পেয়েছে। এইবার এম, এ, ক্লাসে ভর্তি হল। সেশন জট এবং সন্ত্রাসের জন্য কবে নাগাদ বের হতে পারবে তা একমাত্র আল্লাহই জানেন।

বড় মামার তিন মেয়ে, আর সবেধন নীলমনি ঐ নীপন ভাইয়া। কিন্তু নীপন ভাইয়া উড়ক্কু টাইপের ছেলে সংসারের সাতে পাঁচে নেই, আছে নিজের ধান্দায়। খাবারটা টাইম মত পেলেই হল, না পেলেও কোনো হাঙ্গামা নেই। তার এক বাতিক-চা, যখন তখন চা চেয়ে বসবে। তাছাড়া মাঝে মাঝে তার ইয়ার বন্ধুরাও আসে, তাদের সবার জন্য চা চাই। সময় নেই অসময় নেই। বড় মামা অবশ্য থাকেন না বাড়িতে। বেশির ভাগ সময় ধোলাইখালের পারে তার পার্টনারশীপের বন্ধু গ্যারেজ, দেখাশোনা করেন। বড় মামার চারটা স্কুটার আছে। সেগুলো 'ধোলাই খাল' গ্যারেজে থাকে। এইখানে কাজকর্মের হিসাবপত্র রাখেন। সংসারের প্রধান আয়ের উৎস ঐ স্কুটারগুলো। সেই যে সকালে বড় মামা নাস্তা সেরে চলে যান, দৈনিক ইনকামের টাকা নিয়ে ফিরতে রাত দশটা-এগারটা বেজে যায়।

মৌমিতার নানা বাড়িতে জয়েন্ট পরিবারের ট্র্যাডিশান এখনো বেশ সহজ এবং সুন্দরভাবে চালু আছে।

লোনের টাকায় নানার বানানো এক ইউনিটের দোতলা বাড়ি, 'ছায়াকুঞ্জ'। নীচ তলায় তিনটা শোবার ঘর, বড় মামা, রাজু মামা আর নীপন ভাইয়ার শোবার কামরা। একটা রান্নাঘর আর ডাইনিং স্পেসও আছে মাঝখানে, কিন্তু ঐখানে রান্না হয়না। ঐ রান্না ঘর এখন স্টোর হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

দোতালায় ড্রইংরুম। মাঝখানে ডাইনিং স্পেস। তিনটা শোবার ঘরের একটা নানা-নানীর। তার-পরেরটাতে তারা তিন বোন একসাথে থাকে-সে, মৌটুমী আর বড় মামার বড় মেয়ে এষা আপা। অন্য রুমটাতে বড় মামার ছোট মেয়ে ঈষিতা আর রাজু মামার মেয়ে প্রমি থাকে। ওটা দিনের বেলায় সব বোনদের কমনরুম, পড়ার ঘর, আড্ডাবাজি এবং পোশাক পাল্টানোর জায়গা। একটা রঙচটা পুরনো স্টিলম্যান আছে, বিরাট আয়নাওয়ালা, সব বোনদের খুব প্রিয় এই কামরা। নীলু খালা বিয়েতে পাওয়া তার ড্রেসিং টেবিল আর ওয়ার্ডরোবও রেখে গেছে এই ঘরে। এসব কিছুই এখন ঈষিতা, মৌমিতা, এষা আপা, মৌটুসী আর প্রমি সমির সম্মিলিত সম্পত্তি।


www.pathagar.com

এই বাড়ির একমাত্র পুত্রধন নীপন ভাইয়া। কিন্তু তার কাজে-কর্মে এবং ব্যবহারে সবাই নিরাশ। নানা আর বড় মামা এই বাড়িতে নীপন ভাইয়ার প্রধান প্রতিপক্ষ। বড় মামা চান কোনো রকম একটা ব্যবস্থা করে নীপন ভাইয়াকে নীলু খালার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। সেদিকেও হতোশ্মি। নীপন ভাইয়া স্বভাব চরিত্রে একালের নব্য প্রজন্মের মতন একটুও না। তিনি আঁটে শাঁসে সেকালের। আমেরিকা যাবার ব্যাপারে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। তিনি স্বদেশী, দেশকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন। সেই স্বাক্ষর রেখে তবেই তিনি ক্ষান্ত হবেন। আপাতত কবিতায় দেশ বন্দনা চলছে। নীপন ভাইয়ার মহাকাব্যের নাম 'মেঘবতী শ্যামলী কন্যা'-নামটা আমারো বেশ পছন্দ, সেকথা তাকে বলেছিও। নীপন ভাইয়ার একটাই ঝামেলা অপছন্দ করে মৌমিতা, তা হলো কারণে অকারণে দুটো পাতা হবেরে মৌ?

এই পাতা মানে চা পাতা নয়। এই দুটো পাতা মানে দু'খানি দশ টাকার নোট। মৌমিতা দুটো টিউশনি করে, ব্যাগে কিছু থাকে, নীপন ভাইয়ার হাত খরচ যোগাবার সব দায়িত্ব এখন মৌমিতা আর মৌটুসীর! মৌটুসী বাসার কাছে ডে' কেয়ারে কাজ নিয়েছে। পরীক্ষা প্রস্তুতির সাথে সাথে ডে' কেয়ারের পার্ট টাইমটাও সমানে চালু রেখেছে মৌটুসী। এক কথায় সে তুখোড় মেয়ে, দেখতেও মহা সুন্দরী। বড় মামীর তাই অনুযোগের অন্ত নেই... তার ইচ্ছা তার ছেলের মধ্যে এইসব গুণ থাকুক। সে লেখাপড়ার তুখোড় থাকবে, চাকরি করবে তা' নয়, কবিতা লেখা হচ্ছে। কবিতা লেখে কেউ কোনো জনমে ভাত জু'টাতে পারে? কী করবে ভবিষ্যতে তার ছেলে। কীভাবে বিয়ে থা' করবে, সংসার গড়বে মামীর সেই একই চিন্তা।

সারাবাড়িতে একটা মাত্র ছেলে সেটাই কিনা সবকিছুতে অষ্টরম্ভা! এই অষ্টরম্ভা কথাটা বড় মামার।

এষা আপা এম, এ, পাস দিয়ে বসে আছেন। চাকরির চেষ্টা করছেন, বিয়ের কথাও চলছে। কোনোটাই এখনও পাকা হয়নি। মৌমিতা ভাবে, এষা আপা এক অদ্ভুত মেয়ে, এ যুগের বলে মনেই হয় না, সাত চড়েও রা' পাড়বে না এমনি শান্ত নিঃশব্দ মেয়ে। সে যে এই বাড়িতে আছে তাই বোঝা যায়না। একটাই শখ এষা আপার রবীন্দ্র সংগীত। প্রায়ই গুন্‌গুন্ করেন, বেশ মিষ্টি ভরাট গলা। গান যে শেখেননি কোনোদিন তা বোঝাই যায় না। গত বছর নীলু খালা আমেরিকা থেকে এষা আপার জন্য টু ইন ওয়ান এনেছেন, ব্যস হয়ে গেছে, অবসর পেলেই হল এষা আপা রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্যাসেট বাজান। বেশির ভাগই গভীর রাতে এবং খুব নীচুস্বরে। পাশের কামরা নানা-নানীর। নানাতো এই ব্যাপার সহ্যই করতে পারেন না। মৌটুসীও। সে বলে, ঐ শুরু হল কান্নাকাটি, 'আমার সকল দুঃখের প্রদীপ'...। জঘন্য। মাথা ধরে যায়।'

এষা আপার এই ব্যাপার মৌমিতারও ভালোলাগে। মাঝরাতের নিঃশব্দ নির্জনতা রবীন্দ্র সঙ্গীতের মায়াবী স্পর্শে মধুর ঘোর লাগায়। মৌমিতা জানেনা কেন, মাকে মনে পড়ে তার। তার চির জীবনের অদেখা মার কথা বুকের মধ্যে কান্নার মতো দোলে।


www.pathagar.com

## ॥ দুই ॥

মৌমিতার নানী ওঠেন কাক ভোরে। উঠে ফজরের নামাজ সেরেই দু'কাপ চা বানান। চিনি ছাড়া সেই চা নানার এবং নানীর। দু'খানা নোনতা বিসকিট চা খেয়ে নানা হাঁটতে যান। হেঁটে এসে গরম পানিতে গোসল সেরে সকালের নাস্তা করেন। মৌমিতা, মোটুসী আর নানা তিনজন একসাথে ডাইনিং টেবিলে বসে, বরাবর একই নিয়ম। নানীও খানিকবাদে তাদের সঙ্গে যোগ দেন। এই বাড়ির প্রথম পর্ব নাস্তা এইভাবে সমাপ্ত হয়। ঠিক সাড়ে সাতটায় বাজারের থলে হাতে নানা বেরিয়ে যান। এরপর বড় মামা, বড় মামী, রাজু মামা আর মুন্নী মামী আসেন। নানী কিচেন থেকে বের হয়ে আসেন। রুপোর পানের ডাববা বের করে বসেন। বুয়ার হাতে রান্না রুটি ভাজাভুজি ছেড়ে দিয়ে মুহূর্তের ছুটি মেলে বুঝি নানীর চা– খেতে খেতে বড় মামা প্রশ্ন করেন?

বাবা চলে গেছেন বুঝি? হ্যাঁ, নানী জবাব দেন এই তো গেলেন, কেন?

– এত তাড়াতাড়ি করেন কেন বাবা, এত ভোরে কিছু মেলে?

– তুই তো জানিসই তাঁর সময়জ্ঞান, যে সময় যেটা, ঘড়ি ধরে চলেন।

– তা তো বুঝলাম। মামা বিরক্ত হয়ে বলেন, এত সকালে বাজারে জিনিস কম থাকে, দামও সেরকম বেশি। এসে আর কী রাজকার্য করবেন, সেইত কাগজ পড়া।

বড় মামার এই কাঠখাট্টা কথায় নানী ক্ষুব্ধ হন। কিন্তু কিছু বলেন না।

দ্বিতীয় পর্বের নাস্তা শেষ হতে না হতে নানা ছোট্ট একটা মিস্তি নিয়ে ঢুকবেন। তার মাথা থেকে বাজারের ঝাঁকা নিজ হাতে ধরে নামাবেন। নানীকে সব বাজার বুঝিয়ে দিতে দিতে বলবেন, মুন্নী এক কাপ চা দাও না। নানা বড় বৌ মেজ বৌ সবাইকে নাম ধরে ডাকেন-ভালোবাসেন ঠিক নিজের মেয়ের মতন। বরং কখনো মৌমিতার মনে হয়, নানা বড়মামী আর মুন্নী মামীকে তাঁর নিজের মেয়ের থেকেও ঢের বেশি ভালোবাসেন।

মুন্নীমামী নানার হাতে চায়ের কাপ এনে দিলে নানা কাগজ পড়তে বসবেন। দু'খানা কাগজ আসে এই বাড়িতে, নানার পছন্দ 'ইত্তেফাক' আর বড় মামার 'আজকের কাগজ।'

বড়মামী চা শেষ করে স্কুলে চলে যাবেন। সরকারি প্রাইমারী স্কুলে পড়ান। এরপর বাজার কোটা-বাছা, রান্নার যোগাড় যন্তর করতে নানী, বুয়া, মুন্নীমামী এরা ঢুকবে। দু'একদিন মন চাইলে এষা আপাও দু'একটা পদ রান্না করে, নীপন ভাইয়া জানতে পারলে আর রক্ষা নেই, বিরাট হৈ চৈ বাধিয়ে বসে– খুনমুটি করে।

মৌমিতা, প্রমি, মৌটুসী যার যার স্কুল-কলেজের পথ ধরলে পরে সবার শেষে চোরের মত টেবিলে আসবেন নীপন ভাইয়া, নানী আর মুন্নী মামীর গালমন্দ হাসি মুখে হজম করে দিব্যি ঠাট্টা মস্করা করবে।

আমার কাব্যগ্রন্থ শেষ করতে দাও। তারপর দেখো কী হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড বাঁধে।

সোনা ভাই আমার. ওইসব হাবিজাবি লেখা ছাড়, একটা কামের কাম দেখ-দুইটা পয়সা যাতে আসে।


www.pathagar.com

নানা ঐঘর থেকে ফোঁড়ন দেবেন।

বলি তোমার নদের চান্দের সকাল হইছে? সকাল দশটা বাজে, চা খাইতে আসছে যাদু-এই ছেলে করব কাজ, ব্যাটা অকাল কুষ্মাণ্ড।

নীপন ভাইয়া তাও রাগ করবে না। নীপন ভাইয়া সহজে রাগেনা যদি রাগে সে এক মহা ধুন্দুমার কাণ্ড, তখন তাকে সামলাতে পারবেনা কেউ। একবার তো নানী দাঁত লেগে বেহুঁশ হয়ে পড়লেন, তবে যদি ঠাণ্ডা হয় নীপন ভাইয়া।

তার মা বাবা, দুইজনের কারো সঙ্গেই এই সকালে কিন্তু দেখা নাই, নীপন ভাইয়া সেই জন্য একদম ব্যস্ত না। একবার গলা বাড়াবে বোনদের কমনরুমে, কাউকে যদি পায় দু' এক পাতি ধার মেলে যদি।

কখনো মৌমিতা কখনো মৌটুসী একজন হলেই হ'ল।

এরপর বের হয়ে যাবে সে, আল্লাহ্ জানেন কোথায়। ফিরবে সবার খাওয়া দাওয়া শেষ হলে -এমনও দিন গেছে দু' চার দিনের জন্য বেপাত্তা হয়ে গেছেন নীপন ভাই। মামা বাড়ির লোকজন পাগল। নানীর অজ্ঞান অবস্থা। বড় মামীর নাওয়া খাওয়া বন্ধ। বড় মামা আর নানা থানা-পুলিশ, হাসপাতাল, আকাশ পাতাল এক করছেন এমন সময় নিতান্ত নিরীহ মুখে সহজ সরল এন্ট্রি করেন নীপন ভাইয়া, নানীকে উল্টা ধমক দিয়ে বলেন, এতো লাফালাফি কিসের! আমি বাচ্চা নাকি, দু'দিন কাজের ধান্দায়ও ঘুরতে পারব না নাকি-কী ভাবো তোমরা আমাকে?

নানী থ হয়ে যান। নীপন ভাইয়াকে দু' হাতে বুকে আঁকড়ে ধরে কাঁদতে বসেন তারপর। বড় মামী শোক ভুলে বোমার মত ফেটে পড়েন তোর কী আক্কেল হবেনা কোন কালে, একটা খবর দিতে কী হয়। বাসায় টেলিফোন আছে কি জন্য?

বড় মামা থাপ্পড় হাঁকাতে যান, নানা তাকে কোনমতে রাখেন।

এই কুলাঙ্গারটা শেষ করবে আমাকে। আমি কোনদিন হার্টফেল করব। ওমা! আমার মাথা ঘুরছে। কপাল চেপে অতঃপর সরে পড়েন বড় মামাও। বড় মামার নাকি হাইপার টেনশন আছে। বেশি রাগারাগি করতে পারেন না, রাগলে গুষ্ঠি সুদ্ধ সবাইকে শালা বলে গাল পারতে থাকেন তারপর যথা নিয়মে আমার মাথা ঘুরছে বলে রণেভঙ্গ দেন।

সবকিছু নিয়ম মত। এ বাড়িতে নিয়মের বাইরে কিছু নেই, যা কিছু অনিয়ম অ-শান্তি নীপন ভাইয়া মাঝে মাঝে করে, এছাড়া তো এই বাড়িতে প্রাত্যহিক জীবনের ছন্দ সব সময় একই রকম। আজ হঠাৎ বৈশাখী ঝড়ো হাওয়ার ঝাপ্টা এসে লাগে মৌমিতার মনে, সবকিছু সহসা এলোমেলো হয়ে যায়।

নানা নানীকে সঙ্গে নিয়ে বরিশাল গেছেন। নানীর বড় ভাইয়ের ছেলে মুন্না মামা এসেছেন সুইডেন থেকে, তার বিয়ে খেতে গেছেন নানী। বড় মামা অবশ্য বিশেষ খুশি হননি। নভেম্বরের শেষ প্রায়, বরিশালে নাকি জঘন্য শীত পড়ে।

একটা কিছু না বাঁধালে হয়, বুড়ো বয়সে এই শীতে জার্নির ধকল কী সহ্য হবে মা'র? আহা কী জার্নির! রাতে রকেটে ঘুমিয়ে থাকবেন, সকালে বরিশাল যাবেন। বড়মামী বলেন।


www.pathagar.com

– বরিশালে দারুণ শীত পড়ে, এই শীতে অসুখ বিসুখ না বাঁধালে হয়।

– তুমি বেশি বলো দাদা, কতদিন পরে মা কত খুশি মনে মামাবাড়ি গেছেন, শত হোক তাঁর বাপের দেশ রাজু মামা বলেন, আমার তো মরার সময় নাই, না হলে আমিও ঘুরে আসতাম-

– যা যা সবাই যা, বিয়ে খা, ফুর্তি কর, যত ঝামেলা সব আমার, বড়মামা গজগজ করেন।

রাজু মামা রাগ করেন না, হেসে ফেলেন।

– দাদা মেডিকেলে রিপ্রেজেনটেটিভের কাজ তো করনা, নাহলে বুঝতা। এই যে মাসের মধ্যে পনর দিন টুরে থাকি, হোন্ডায় দৌড়াতে দৌড়াতে আমার চৌদ্দটা বেজে যায়। খাওয়ার ঠিক নাই, যেখানে যখন যা মেলে খাই, শরীর যেন ভেঙ্গে পড়ছে, আর ভালো লাগেনা দাদা।

মৌমিতার অবাক লাগে, এই রাজু মামা কিন্তু খুব অল্প বয়সে পশ্চিম জার্মানী গিয়েছিলেন মাত্র আঠার বৎসর বয়সে। ঐ দেশেই একটা আমেরিকান ফার্মে প্রায় তিন চার বছর ছিলেন। রাজু মামার পাঠানো টাকায় নানা "ছায়া কুঞ্জের" ঋণ শোধ করেন। তারপর জোর করে খুঁজে বের করে ধরে ধরে এশিয়ান ছেলেদের ওদেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। যে সব বাংলাদেশী তরুণরা জার্মান মেয়েদের বিয়ে করে, টেকে কেবল তারা। মৌমিতাও একদিন বলেছিল-তুমিও কেন তা করোনি মামা। টুকটুকে একটি জার্মান পরী ধরে নিয়ে আসতে, তোমার চাকরিও থাকতো, আর আমরা জার্মান মামী পেতাম।

– খুব শখ তাই না, মুন্নী মামী ফোঁড়ন কেটে ছিলো, জার্মান পরী বেশি দিন টেকেনা, উড়ে চলে যায় সময় মতন, যেমন তোমার বাবা–

– আমার বাবা,

মুন্নী মামী থতমত খেয়ে থেমে যায়। বড় মামা এবং রাজু মামা কঠোর অগ্নি দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলো মুন্নী মামীর দিকে। আর একটাও শব্দ উচ্চারণ না করে ওদের সামনে থেকে ঐ সময় সরে গেলেন মুন্নী মামী। মৌমিতার মন বিষিয়ে ওঠে। এমন কেন করে তার সঙ্গে এঁরা? সে কচি খুকী না। এষা আপার থেকে মাত্র দু'বছরের ছোট সে, সব কথা তার জন্মের ইতিহাস, তার অস্তিত্বের প্রমাণ এরা কেন নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে চায়। কী অপরাধ তার মা বাবার।

তার প্লেটের খাবার মুহূর্তে বিস্বাদ হয়ে ওঠে। নাস্তা সরিয়ে রেখে উঠে পড়ে মৌমিতা। নিজেদের ঘরে চলে আসে। নানা-নানী নেই বলে দু'দিনেই সব ফাঁকা ফাঁকা লাগে। ভার্সিটি এখন বন্ধ। সন্ত্রাস আর গোলাগুলির আখড়া হয়ে উঠেছে এখন শিক্ষার পবিত্র অঙ্গন। মৌমিতার ভাগ্যে কি আছে বলা যায় না। এষা আপা এম, এ পাস করে বেরিয়ে এসেছে, বেঁচে গেছে।

এগারটার দিকে "ছায়াকুঞ্জে" আর এক দফা চা নাস্তার নিময় আছে। চা মুড়ি চানাচুর এইসব সামান্য কিছু -নানা নানী বরিশাল গেছেন, সারা বাড়ি নিঝুম। প্রমি সিক্সে পড়ে অগ্রণী স্কুলে, মৌটুসী পরীক্ষা দেবে সেইজন্য স্কুলে নেই, সে ডে-কয়ারে



www.pathagar.com

গেছে। বড় মামা রাজু মামা বড় মামী সবাই যার যার কাজের জায়গায়, মুন্নী মামী এষা আপাকে আজ রান্নার কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। দু'একটা পদ কর তো মা আজ, যা করবি তাই তাই শিখবি, সময় তো আর নেই, স্বামীর ঘরে গিয়ে সেই চুলা ঠেলতে হবে।

– বয়ে গেছে আমার। আমি চাকরি করব। মুখে প্রতিবাদের কথা বললেও ঠিক কোমড়ে আঁচল জড়িয়ে এষা আপা রান্না ঘরে গিয়ে ঢোকে।

মুন্নী মামী বলেন, নীচে আমার ঘরে একটু আসবি মৌ? – কেন মামী?

– আয়না, একটা জিনিস দেখাব তোকে, তুই কিন্তু কাউকে বলতে পারবি না, এই শর্ত থাকলো।

– ঠিক আছে মামী, টুসীকেও না?

– কাউকে না মানে কাউকে না।

– আচ্ছা মামী।

তারপর নির্জন এই নির্মেঘ নিঃশব্দ ছায়াকুঞ্জের একতলায় তার ছোটমামী, মুন্নী মামীর ঘরে ঐ ঝড়ের সংকেত পায় মৌমিতা।

মুন্নী মামী জীর্ণ রঙ চটা মলাট ছেঁড়া একটা হলদে হয়ে আসা ডাইরী তুলে দেন মৌমিতার হাতে। মনে হয় বীনু আপার ডাইরী, ফিস ফিস করে বলেন, মুন্নী মামী, – তোর রাজু মামার পুরনো ফাইল পত্র ঘাটতে ঘাটতে স্টোররুমে পুরনো টিনের বাক্সটার মধ্যে পেলাম সেদিন। লেপ তোষকের ভাঁজে রাখা ছিল। মনে হয় কেউ জানেনা এটা যে ওখানে ছিল।

ডায়েরীটার দিকে ক'মুহূর্ত নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে মৌমিতা। গলায় স্বরও বুঝি বন্ধ হয়ে গেছে। তোর মামা যদি জানতে পারে তাহলে কেটে ফেলবে আমাকে মৌ, খুব সাবধানে রাখিস, এষা বা টুসী কাউকে দেখাবি না, তোর এখন জানা দরকার, তুই জানবি, আর আল্লাহ যখন সে সুযোগ করেই দিলেন-

কেউ যেন মামীর বিছানার সঙ্গে তাকে আঠা দিয়ে জুড়ে দিয়েছে, একচুল নড়তে পারল না মৌমিতা, ডায়েরীটা হাতে নিয়ে সেই দিকেই বড় চোখ মেলে চেয়ে রইল।

এরপর খুব অনুচ্চ কণ্ঠে বলল– তুমি কী যাচ্ছ মামী?

– হ্যাঁ, এষা রান্নাঘরে একা, একটু গিয়ে দেখি

– আমি তোমার এখানে কিছুক্ষণ একলা থাকি মামী?

– ওমা, থাকনা, তোর মামা তো দুপুরে আসছে না। প্রমি আসতে আসতে তিনটা বাজবে, থাকনা তুই।

মামী দরজাটা নিঃশব্দে টেনে দিয়ে বের হয়ে যান। সবসময় মুন্নী মামী আলতু ফালুত ঝগড়া বাঁধানো কথা বলে, কিন্তু এই মুহূর্তে মৌমিতা অবাক হয়ে ভাবে, তার মুখরা স্বভাবের আড়ালে খুব গোপন একটি নিঃশব্দ কোমল মন আছে, সকলে তা জানে না, মৌমিতা এখন জানে।


www.pathagar.com

## ॥ তিন ॥

বড়মামার তিন মেয়ের মধ্যে ঈষিতা একটু অন্যরকম। বয়েস মাত্র এগারো কিন্তু সব সময় বড়দের মত ভাব নিয়ে ঘোরে, কথা বলে খুব কম, তিনটা প্রশ্ন করলে একটার জবাব দেয়– প্রমির সঙ্গে অগ্রনী স্কুলে একই ক্লাসে পড়ে, ঘুমায়ও তার সঙ্গে, অথচ প্রমির সঙ্গে মোটেও ভাব নেই যখন তখন ফ্যাসাদ লেগে যায় তাদের। মৌমিতার সঙ্গে যা সামান্য সদ্ভাব আছে ঈষিতার, অন্য কারো সঙ্গেই তার মেশে না। ঈষিতার প্রিয় ব্যক্তি তার নীপন ভাইয়া, নীপন ভাইয়ার সামান্য তম কাজে লাগতে পারলেও যেন ধন্য সে। মাঝে মাঝে বড়ো খাপছাড়া ব্যবহার করে ঈশিতা বলে, সময় করে সন্ধ্যার পর মৌমিতাই ওকে সাহায্য করে পড়াশুনায়।

আজও তাকে নিয়ে বসেছিল মৌমিতা, কিন্তু মন ছিল তার অন্য কোথাও। মায়ের ডায়রীটা হাতে পাবার অসহ্য উত্তেজনায় তার শরীর মন উদ্বেল ছিল। মাথাও কাজ করছিল না ঠিকমত। ঈষিতার ক্লাস সিক্সের অংক বোঝাতে গিয়ে সে নিজেই খাবি খেতে লাগল। বিরক্ত হয়ে বলল,

– অংক থাক ঈষি, বাংলা বই বের কর, একটা ব্যাখ্যা লিখতে দেই।

– তোমার কী হয়েছে মৌ' আপা?

– কী আবার হবে?

– তোমার চোখমুখ আজ অন্য রকম লাগছে আজ তুমি অংক ভুল করছ।

– তাতে কী হ'ল-

– কিছু তো হয়েছে ঠিকই, মৌ আপু তুমি যখন ছটফট করো তোমার মুখ লালচে লাগে,ভ্রূ কুচকে থাকে আর-

– তুই থামবি।

এই নাকি এগার বছরের মেয়ের কথা, মৌমিতা বিরক্ত হয়ে ভাবে, দিন দিন অসম্ভব ডেঁপো হচ্ছে মেয়েটা। মোটেও মৌটুসী বা প্রমির মতো না, একেবারে অন্যরকম ইচড়ে পাকা ধরনের। না, ঈষিতাকে বেশি প্রশ্রয় দেয়া যাবেনা।

– তুমি আমার উপর রাগ করছ মৌ' আপা?

– হুম, না।

– তুমি বলতে চাচ্ছ না।

আচ্ছা আমাকে পড়াতে হবে না, তুমি বরং একটুক্ষণ শুয়ে থাক, এষা আপাকে বলে আসি, তোমাকে এককাপ চা' করে দেবে।

মৌমিতা হেসে ফেলে। ভারী চালাক ঈষিতা, সে এই অদ্ভুত মেয়েটাকে মন থেকেই পছন্দ করে। ওর রেশম কোমল কোকড়া চুলগুলোতে একটা নাড়া দিয়ে বলে,


www.pathagar.com

– ঈষিতা, তুই দেখতে কার মত বলতো?

– আমার আব্বু, বলে, আমি দেখতে নাকি বীনু ফুফুর মতো।

– এ বাড়িতে আর কারো তার মত কোঁকড়া চুল নেই-তাছাড়া আমার চোখ জোড়া ও নাকি-

মৌমিতা ওকে কথা শেষ করতে দেয় না, হঠাৎ ঈষিতাকে তার বুকের কাছে টেনে আনে। ঈষিতা চমকে ওঠে না, শব্দও করে না, সে নীরবে মৌমিতার বুকের মধ্যে যে ঝড়ের দাপাদাপি চলছিল, সেই শব্দ কান পেতে মন দিয়ে শোনে।

অল্পক্ষণ পরে ওকে ছেড়ে দেয় মৌমিতা।

খুব অনুচ্চ কণ্ঠে ঈষিতা বলে,

– মৌ আপা, তুমি বীনু ফুপুকে খুব ভালোবাস।

– না দেখে কাউকে ভালোবাসা যায় ঈষি?

– খুব যায়। এই যে তুমি বাসছো।

মৌমিতা আর কথা বাড়ায়না, তার অনেকক্ষণ একলা চুপচাপ শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করে।

এই বাড়িতে সে সুযোগ নেই, সর্বক্ষণ হাট লেগে আছে। লোকজন আসছে যাচ্ছে চা খাচ্ছে, দু'জন কাজের মেয়ে আছে, তাও নানী এক মুহূর্ত অবসর পায়না। দুই ছেলের শ্বশুর তরফের লোক কেউ না কেউ আছেই, তারপর নীপন ভাইয়ার ইয়ার বন্ধু, বড় মামীর স্কুলের কলিগ, অন্তঃহীন মেহমানদের জন্য এই বাড়ির দরজা অবারিত-তাছাড়া বরিশাল থেকে নানীর বাপের দেশ থেকেও প্রায়ই লোক আসে, মহা হট্টগোল।

মৌমিতা নিজেদের কামরায় ঢুকে দেখে মৌটুসী খুব পড়াশুনা করছে, সামনে টেস্ট পরীক্ষা। প্রমি বড্ড ফাঁকিবাজ এই সন্ধ্যায় সে চুপে চুপে ঘুম লাগাচ্ছে। মৌমিতা প্রমির পাশে শুয়ে পড়ে কাত হয়ে। এখন আলো নেভাবার কোন উপায় নেই। এষা আপাকে দেখা যাচ্ছে না, মনে হয় রান্না ঘরে, ইদানীং রান্নার হাত পাকানোর জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন এষা আপা। ক'দিন থেকেই কানাঘুষা চলছে এষা আপার বিয়ে নাকি মোটামুটি স্থির, শিগগিরই বর পক্ষের লোকেরা তাকে আংটি পরাতে আসবে।

কোন ভাবনা বেশিক্ষণ তার মাথায় থাকছে না, নিজের মধ্যে সত্যি সত্যি একটা অদ্ভুত ছটফটানির ভাব চলে এসেছে। এখন বেশ বুঝতে পারছে মৌমিতা, মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছে। মন অন্য কিছুতে ছুটে যেতে চাইছে। মৌটুসীর শব্দ করে পড়া এখন ঠিক অত্যাচারের মতনই লাগছে। ছাদে গেলে মন্দ হয়না, সন্ধ্যার পরে মেয়েদের ছাদে যাওয়া একদম পছন্দ করেন না তার নানী। মেয়েদের নাকি নজর লাগতে পারে। খোলা অকাশের তলে কত কী ঘোরে, অসময়ে কারো নজর লাগলেই সাড়ে সর্বনাশ। মৌমিতা অবশ্য দুরন্ত সাহসী, এইসবে আদৌ বিশ্বাস নেই। নভেম্বরের শেষ প্রায় তাও শীত পড়ছে না এখনো, এই দেশটার সবকিছুই বদলে যাবে নাকি।



www.pathagar.com

– এখন, ক'টা বাজে দেখেছিস, সাড়ে সাতটা-

– তাতে কি হয়েছে, চলেন না মামী, মাথা কেমন ঝিমঝিম করছে, মৌটুসীর পড়ার শব্দে রুমে টেকা যায় না। ভাবছিলাম খোলা ছাদে কিছুক্ষণ বসলে ভালো লাগবে।

– ঠিক আছে চল।

– দাঁড়াও মামী, পাটি নিয়ে আসি।

বড় মামীকে সঙ্গে নেবে নাকি। এখন বড় মামীর তেমন করণীয় কিছু নেই, হয় টিভি খুলে বসে আছন, না হয় তো স্কুলের পরীক্ষার খাতা দেখছেন, এই বয়সেও সিনেমা, টিভি এইসবে বড় মামীর দারুণ ঝোঁক। বড় মামীকে ড্রয়িংরুমে পাওয়া গেল, টিভি দেখছিলেন, মৌমিতা বলল,

– বড় মামী, ছাদে যাবেন?

আকাশ দুধসাদা, পূর্ণিমার পরের দিকের সময়, চাঁদ এখনও যথেষ্ট বড়ো। ঝকঝকে নীল আকাশ কুয়াশার মসলিন সাদা ওড়নাতে ঢাকা, কী সুন্দর! কী সুন্দর! এষা আপা আর তার লাগানো টবের গোলাপগুলো ফুটতে শুরু করেছে। ছাদের এই গোলাপ বাগানের সব পরিচর্যা এষা আপা নিজ হাতে করেন। বিডিআর-এর রোজ কর্ণার থেকে মোট সাত রকমের গোলাপ এনেছিল, মৌমিতা। টকটকে লাল আর মেরুন রঙের গোলাপগুলো কিং সাইজ, তাদের সুগন্ধে এবং রঙে মন আপনি ভরে ওঠে, শত্রুকেও যদি এরকম দু'টা গোলাপ পাঠানো হয়, মৌমিতা নিশ্চিত সেও বন্ধু হতে চাইবে।

মৌমিতার মাথা এখনি পরিষ্কার হয়ে আসছে।

– দেখেছেন মামী, আমাদের ফুলগুলো? চমৎকার তাইনা?

– সেত বুঝলাম এষা তো হাত লাগাতেও দেয়না, বেডরুমের ফুলদানিতে রাখার জন্য চাইলাম তাও রাজি হলনা।

মৌমিতা আতঁকে ওঠে, --না মামী এগুলোতে হাত লাগাবেন না প্লীজ, গাছেই সুন্দর লাগে, যখন মন খারাপ লাগবে ছাদে চলে আসবেন, দেখবেন মন ভালো হয়ে গেছে, এইগুলো এষা আপার প্রাণ

– তোরও তো দেখছি তাই।

– মামী, একটা কথা জিজ্ঞেস করি,

– করনা, কি কথা-

– মা'কে কেউ ভালোবাসতেনা, তাইনা?

বড় মামী শাহানা বেগম- একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

– তোর খালি ঐসব পুরনো কথা।



www.pathagar.com

– জানি, কিন্তু মামী সে আমার মা, আমার খুব জানার ইচ্ছা, এখানে সবাই তাকে এমনভাবে ভুলে গেল কেন।

– আরে পাগলি তাকে কেউ ভোলেনি, বোকা মেয়ে এইটুকু সহজ কথা বুঝ না, তাকে সবাই খুব কষ্ট করে ভুলে থাকার অভিনয় করছে, ভান করছে, সে যে সকলের চোখের মনি ছিলরে-

– আপনি তো তাকে দেখেছেন, না মামী।

– দেখবনা? তোর বড় মামার চেয়ে বয়সে সে বেশ ছোট, মনে হয় ছ'সাত বছরের। বয়সে আমার চে' ছোট হবে হয়ত, কিন্তু খুব ভাব ছিলরে আমার সঙ্গে, আশকারা তো আমিই দিয়েছিলাম, আমার ভুলে সব নষ্ট হল।

– আমার মা কি করেছেন? কেন সবাই তাকে ভুলে থাকতে চায়? বলেন না মামী-

– এইসব কথা এখন থাক মৌ, ক'দিন পরে এষাকে দেখতে আসবে, পুরনো কথা তুলে কোন লাভ নাই' মাঝখান থেকে পাঁচ কান হলে বদনাম হবে তোদের, শেষে ভালো সম্পর্ক আসবে না।

– মামী! আমার যে খুব কষ্ট লাগে।

– সেই জন্যই তো বলি, এই সব কথা বাদ দে, ক'দিন পরে তোরও সম্বন্ধ আসবে- এইসব ব্যাপার জানাজানি হলে মানুষে নানা কথা বলবে, সত্য মিথ্যা যা নয় তাই, তারচে' এইসব ভুলে যাওয়া ভালো, নে নীচে চল, শীত লাগছে, কী ঠাণ্ডা বাতাস আসছে-

মৌমিতা বড় মামীর কোন কথার উত্তর করেনা এখন, সাড়াও দেয়না। ঠিক আছে সে আর কারো কাছেই কোন কথা জিজ্ঞাসা করবে না। যা করার সে একলাই করবে। তার মায়ের জীবনের সব রহস্য ভাঁজে ভাঁজে খুলবে সে, জানতে হবে কে ছিল তার বাবা।

প্রথম শীতের হিমেল উত্তরের এক ঝলক হাওয়া এসে ঝাপ্টা দেয় সহসা, সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত গোলাপের শিথিল কিছু পাপড়ি ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ে। আবছা অন্ধকারের মোহন সুন্দরতায় এই ছাদে মৃদুমন্দ গোলাপ গন্ধী হাওয়া আর আকাশের কোণে ভাঙা চাঁদের টুকরোখানার সঙ্গে সমস্ত রাত জেগে বসে থাকতে ইচ্ছা হয় মৌমিতার। জ্যোৎস্নার রূপালী জলে চন্দ্র বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে কাটিয়ে দিতে পারত যদি আজকের এই রাত, বেশ হত। বকা দেবার জন্যে নানাজান নেই, তিনি বরিশাল গেছেন নানীকে নিয়ে।

শাহানা বেগম এবার হাই তোলেন।

– চল নীচে চল মৌ, অনেক রাত হলো। তোর ছোট বোনদের ডেকে খাওয়া দাওয়া সেরে ফেল, সকালে স্কুল আছে আমার। পাটি গুছিয়ে নিয়ে উঠে পড়ে মৌমিতা। নিঃশব্দে বড়মামীর পিছন পিছন নেমে আসে।



www.pathagar.com

ছাদের নির্জন তন্ময় জগৎ থেকে তাদের ঘরের ঈষোদোষ্ণ পরিচিত এই কোলাহল তার কাছে অসহ্য লাগে, কিন্তু কিছুই করার নেই।

কতরাত অব্দী মৌটুসী পড়তে থাকবে তার ঠিক নেই কিছু।

মৌমিতা একতলায় নীপনের ঘরের দরজায় এসে টোকা দেয়। নীপন ভাইয়া আজ তাড়াতাড়ি ফিরেছেন দেখা যায়, এমনিতে তো দশটা এগারটার আগে তার টিকিও দেখা যায় না।

– কে, ওখানে?

– আমি।

– আমি মানে?

– মৌ, মৌমিতা।

– ভিতরে আয়। ব্যাপার কী?

চা এনছিস নাকি?

– না, এমনি। একটু বসব তোমার এখানে, উপরে আমাদের রুমে খুব গোলমাল, টুসীর পরীক্ষা, সারাক্ষণ চেঁচিয়ে পড়ছে-

– সমস্যা। আয়, ভিতরে আয়।

– ইস, কি করে রেখেছ ঘরের অবস্থা। ঘরে পা দিয়েই বিরক্তি বোধ করে মৌমিতা।

– ওঠো, সরে বাসা, বিছানাটা একটু ঠিক করি।

– আরে রাখ তো।

নীপন ভাইয়ার ঘরে আসবাব বলতে একখানা খাট, বেড সাইড টেবিল। পড়ার টেবিল চেয়ার আর একটা আলনা।

কাগজপত্র ম্যাগাজিন সব ছড়াছড়ি করে রাখা। নীপন ভাইয়ার পড়ার বাতিকও আছে। দু'টাকা পেলেই হ'ল। কাগজপত্র বই এখন খাটের নীচেও গাদা করে রাখা। ছেঁড়া কাগজের দলায় ঘর ভর্তি।

– এইসব কি, নীপু ভাইয়া, টেবিলের তলায় ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট রাখা আছে, তাও সারা ঘরে কাগজ ফেলেছ কেন? খামাখা বলেছে, বুয়া তিন তিন বার ঝাড় দিয়েও তোমার ঘর নাকি সাফ রাখা যায় না।

– তোর ব্যাপার বল, টু দা পয়েন্টে আয়।

– আমার ব্যাপার আবার কী?

– কী জানি। মুখ দেখে আষাঢ়ের মেঘের মতো ভরাট লাগছে, ব্যাপার কিছু আছে।

মৌমিতা কাগজপত্র গোছাতে গোছাতে বলে,-ব্যাপার কিছু না, তুমি কী করছ তাই দেখতে এলাম।



www.pathagar.com

বিছানায় একপাশে পা দুলিয়ে বসল মৌমিতা হাত ঘড়িটায় চোখ ফেলল একবার নীপন।

– চা, আনতে পারবি এককাপ মৌ, আদা দিয়ে। আগে আন, তারপর মজার একটা গল্প বলব তোকে, একদম সত্যি গল্প।

– তুমি ঠাট্টা করছ।

– না। সত্যি বলছি।

চা পান শেষ করে বহুক্ষণ চুপ করে বসে কী যেন ভাবে নীপন ভাইয়া, মনে মনে অধৈর্য হয়ে ওঠে মৌমিতা, ভাব দেখে মনে হয় সে ভুলে গেছে, একটু আগে সে কী বলেছে-তবু সে নিজে থেকে বলে কিনা তা দেখার জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে থাকে। একটু আগে চা আনতে যখন উপরে গেছে মৌমিতা, তখনি ধমক খেয়েছে বড় মামীর কাছে, কেন সে রাত ন'টায় চা নিয়ে যাচ্ছে নীপনের জন্য।

মৌটুসী ওরা খেতে বসেছে। এষা আপা ওকেও ডেকেছে, কিন্তু ও খেতে বসেনি। নীপন ভাইয়া সত্যিই কি তাকে কোন গল্প বলতে চায়, নাকি ঠাট্টা করেছে...

– ব্যাপার কী জানিস মৌ, আমার বীনু ফুপু মানে তোর আম্মু, চমৎকার সাহসী এক অদ্ভুত মেয়ে ছিলেন। তার জীবনের ঘটনাগুলো অদ্ভুত, এবং মারাত্মক। তিনি ছিলেন অসামান্য রূপসী এবং জিদি এক মহিলা, যদি সতেরো বছরের কোন বালিকাকে মহিলা বলা যায়-

– তুমি কী আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছো?

– আরে না না। বস। দরজাটা একটু ধাক্কা দে, কেউ আবার আড়ি পাতছে না তো-

– নীপু ভাইয়া,

– উম, বল।

– তুমি কেন হঠাৎ আজ এসব কথা বলছ, কারণ কী বলো তো?

– কারণ, আজ তিরিশে নভেম্বর, বীনু ফুপু ঠিক একুশ বছর আগে এই দিন মারা গিয়েছিলেন, তুই জন্মেছিলি মৌ।

– তুমি নিশ্চয় তখন জন্মে গেছ, সবকিছু দেখেছ ঠিক ঠিক,

– রাগ করিস না মৌ, তোর জানার আগ্রহ-

– আজ আমার জন্মদিন, তা আমি জানি, নানী বাড়ি নেই সেইজন্যেই হয়ত কারো মনে পড়েনি।

– কিন্তু আমার মনে ছিল। এই দেখ কী এনেছি তোর জন্যে,

নীপন ভাইয়া একটা সুন্দর এ্যালবাম ওর হাতে ধরিয়ে দেন।

– ধন্যবাদ। তুমি কিন্তু এ বিষয়ে আগে কিছু বলনি, আমি কথা বলার জন্য তোমার এখানে এসেছিলাম।



www.pathagar.com

– তুই না আসলে আমি তোকে ডেকে আনতাম।

– আমি সত্যি খুব খুশী হয়েছি। জানো নীপু ভাইয়া, আমি আজ দুপুরে সবচে সুন্দর উপহারটা পেয়েছি, আমার আজকের এই জন্মদিন সার্থক হয়ে গেছে।

– কে দিয়েছে?

– বলা যাবে না।

– কী উপহার তা বলতে অসুবিধা নাই তো?

– অসুবিধা থাকলে বলিস না।

কিন্তু এ্যালবামটা তুই খুলেও দেখলি না।

– খুলে দেখার কী আছে।

– দ্যাখই না।

এ্যালবামটার প্রথম পাতা খালি। দ্বিতীয় পাতায় এক কিশোরীর ফটো সাঁটা। মোটা মোটা দুটো কলা বেনী করা চুল, দুই ধারে সাদা বড়ো ফিতার ফুল, চুলের গড়ন দেখে বলা যায় কোঁকড়ানো, নিকষ কালো চুল, হাস্যোজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত দু'টি প্রখর চোখ, কপালের মাঝখানে একটি কালো 'আলিফ' আঁকা টিপ।

মৌমিতা থতমত খেয়ে তাকিয়েই থাকে। পলক ফেলেনা, কেউ তাকে বলে দেয়নি। বলার দরকারও করে না। ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইটে ওই আশ্চর্য সুন্দর সজীব কিশোরীটি কে, সে কথা মৌ জানে, অন্তত তার হৃদয় সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত। অনেকক্ষণ পর সে মুখ তোলে। দুই চোখে জলের আভাস চিকচিক করছে।

খুব শান্ত কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করে।

– কোথায় পেলে এটা?

– পেয়েছি। প্রায় নষ্ট হয়ে যাওয়া একখানা পাসপোর্ট সাইজ ফটো পেয়েছিলাম বাবার কাগজ পত্রের মাঝে নিউমার্কেটে 'অ্যাকস' এ তোলা, অস্পষ্ট হলেও নাম্বারটা ছিল, আমি তোর জন্মদিনে দেব বলে বড়ো করে করিয়ে আনলাম। মনে হয়' ৬১ এ তোলা, বীনু ফুপু যশোর বোর্ড থেকে এস. এস. সি-তে সম্মিলিত মেধা তালিকায় নবম হয়েছিল সেই সময় তুলেছিল মনে হয়-

– তুমি এতসব জানো কিভাবে?

– জানতে চেষ্টা করেছি তাই জানি। একদিন সব তোকে খুলে বলব কথা দিলাম।

– আর যে গল্পটা বলব বলেছিলে-

– সেটাও, আর একদিন, যা এখন ভাগ।

মৌমিতা রাগ করল না। নীপন এই মুহূর্তে তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ কিছু চাইলেও সে হাসতে হাসতে দিয়ে দিতে পারে।


www.pathagar.com

## ॥ চার ॥

রাত প্রায় এগারোটা। ঘুমিয়ে পড়েছে ঈষিতা, প্রমি আর এষা আপা। মৌটুসীর চিৎকার এখন বন্ধ হয়েছে, ইলেকটিভ ম্যাথ নিয়ে বসেছে এখন। এষা আপা কখনোই রাতজাগা পছন্দ করেন না, মৌটুসীর পড়ার ঠেলায় বিরক্ত হয়ে আজ দু'তিন দিন ধরে ক্রমাগত প্রমিদের কামরায় চলে যান। অল্প একটু আগেও– এষা আপা হালকা আওয়াজে রবীন্দ্র সংগীত বাজাচ্ছিলেন। এখন আর কোন শব্দই আসছে না।

– তুই ঘুমাবি না টুসী?

মৌমিতা তাকে নিরূপায় হয়ে জিজ্ঞাসা করে। এত রাত জাগলে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যাবে তোর।

– কী করব বলো, মৌ আপা, দিনে ডে-কেয়ারে যাই। সন্ধ্যায় ফাতেমাদের বাসায় যাওয়া লাগে, সময় কই আমার, আমি রাত্রেই যা পড়ি, রাতের পড়া আমার মনে থাকে।

– ফাতেমাদের বাসায় কি জন্যে, রে?

– বাহ্ তুমি যেন জানো না, ওর ভাই আমাকে ইলেকটিভ ম্যাথ আর কেমিস্ট্রি দেখিয়ে দেয় না– এম, এস, সি পড়ছে শহীদ ভাই।

মৌমিতা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল, অদ্ভুতভাবে হঠাৎ মৌটুসীর গালের রং কেমন লালচে হয়ে গেল শহীদ নামটা উচ্চারণের সময়।

মৌমিতার হাসি পেল, অকারণেই মৌটুসীর মুখ কেমন সুন্দর আর কোমল লাগছে। কবে এত বড় হয়ে উঠল মৌটুসী... সবে পনেরো পা দিয়েছে কি দেয়নি।

– মৌটুসী?

– উম, শহীদ অংকে বুঝি খুব ভালো?

– চমৎকার। এইচ. এস, সি-তেও একশ পেয়েছিল, তুখোড় ছাত্র-

– দেখতেও নিশ্চয় দারুণ।

– মৌ আপা, তুমি দুষ্টামি করছ।

– না, ঠাট্টা করছি না, সত্যি জিজ্ঞেস করছি, ফাতেমা মেয়েটাকে তো ভালই লাগে।

– ফাতেমার চে' অনেক অনেক বেশি সুন্দর।

– বুঝলাম।

– কী বুঝলে?

– তোর অংক মাস্টারের রহস্য।

– কোন রহস্য নেই মৌ আপা, ওই দেখতেই ভালো, ভারী অহঙ্কারী লোক, একটু ভালো ছাত্র বলে গর্বে মাটিতে পা পড়েনা, মানুষকে চোখ তুলে দেখেও না, পিঁপড়ে মনে করে সবাইকে-



www.pathagar.com

– বলিস কী?

– দেখলে বুঝতে।

– তা এত অহঙ্কারী লোক,

তোকে অংক শেখাতে রাজি হল-

– রাজি হল মানে। টাকা দিইনা আমি? মাসে গুনে গুনে ছ'শোটি টাকা, তাছাড়া আমাকে একলা শেখায়না, আমার ক্লাসের আরো ন'দশ জন আছে, সবাই মিলে ব্যাচে শিখি, বিকাল পাঁচটা থেকে সাড়ে ছ'টা। ভালো ছাত্রী না হলে নেয়না। দুষ্টু মেয়েদের দেখতে পারে না আরো কত নখরা, শহীদ ভাই মোটেই ফাতেমার মত নরম সরল লোক না-

– যাই হোক, তুই তাকে মোটামুটি পছন্দ করিস, তাও-

– কে বলল তোমাকে?

– বলার কি আছে, বোঝাই যাচ্ছে। এখন আমি বুঝতে পারছি, পরশু দিন বিকালে, অমন তরতাজা টকটকে লাল গোলাপ দু'টা কোথায় গায়েব হয়েছিল,

– আমি – আমি তার কি জানি?

– মৌটুসী, আর যেন কখনো গোলাপ গাছে হাত দিবি না, এষা আপা দুনিয়া মাথায় করেছিল কেঁদে কেটে তা জানিস।

– মৌ, আপা ফাতেমা চেয়েছিল সেই জন্য ঠিক আছে আর কখনো ছিঁড়বনা।

– ফাতেমা চেয়েছিল, ফের মিথ্যে কথা।

– সত্যি বলছি,

– মৌটুসী। আমি জানি, গোলাপ দু'টা তুই ফাতেমার হাতেই দিয়েছিলি, কিন্তু ওগুলো আসলে অন্যের জন্য ছিল, যে গোলাপ ভালোবাসে, এবং দেখলেই নিয়ে নেবে-

– গোলাপ সবাই ভালোবাসে।

– নীপু ভাইয়া ভালো বাসেনা। ভুলেও একদিন ছাদে পা' দেয়না, দেখতে ও চায়না কেমন আলো হয়ে সেগুলো ফুটে আছে-

– তুমি নীপু ভাইয়াকে দুটো গোলাপ দিয়েই দেখনা মৌ, আপা-

– তুই চুপ কর, খুব বখে গেছ না।

– আচ্ছা, মৌ আপা, এমন যদি হয় কাউকে দেখার জন্য তুমি মরে যাচ্ছ, সমস্ত দিন ঐ সময় টুকুর জন্য অপেক্ষা করে আছো, কিন্তু সে তোমাকে চোখ তুলে চেয়ে ত দেখলনা, বরং দশরকম কড়া কথা শুনাল, এখন তুমি কী করবে?

– তাকে সবচে' সুন্দর একটি লাল গোলাপ দেব, আর বলব, আপনাকে ধন্যবাদ। মৌটুসী পেন্সিল ছুঁড়ে ফেলল, মৌমিতার কাছে সরে এসে তাকে দুই হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে উঠল।

– টুসী। টুসী। এই টুসী।


www.pathagar.com

– মৌটুসী আর কোন কথা বলল না। অংক বই খাতা গুছিয়ে রাখল। হাত মুখ ধোবার জন্য বাথরুমে চলে গেল। মৌমিতা তার ডাইরী বের করল। তার মায়ের ডাইরী।

আজকের দিনটা পৃথিবীর সবাই' সুন্দরতম দিন। আজ মৌমিতার জন্মদিন। আজ তার মায়ের মৃত্যু দিনও, যদি নীপন ভাইয়ের কথা সত্যি হয়।

সারারাত এই ডাইরী আজ পড়বে মৌমিতা, হয়ত এটা তাকে তার মায়ের অনেক কাছে নিয়ে যেতে পারবে, তার মা ছিলেন অসামান্য রূপবতী এক কিশোরী। নীপন ভাইয়া আজ তাকে, তার যে ফটোটা দিয়েছে, সেটা হয়ত মৌটুসীর মতন বয়েসের, অমনি নিষ্পাপ তাজা সেই ফুলের মতন মুখ। অমন একটা গোলাপও ঝরে গেছে... এই হতভাগ্য পৃথিবীর মাটিতে। কোনদিন, কোন কিছু থাকে না, সবই নশ্বর, সবি ক্ষয়িষ্ণু। তবে মানুষ কেন বলে, ভালোবাসা অমর। দেহাতীত সেই আত্মীক অনুভব কখনো ক্ষয়ে যায় না, মিটে যায় না, তার ফুল্ল যুথিকার মতন অমল কিশোরী মায়ের ভালোবাসার গল্প তবে এই পৃথিবীতে কোথায় লুকিয়ে গেল? মৌমিতা কী তার সন্ধান পাবে না। সেই স্মৃতি মৌমাছি আবারও কী সঞ্চয় করে দিতে পারবে না তার হৃদয় মৌচাকের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে এক অমৃতময় মধু ভাণ্ডার? মৌমিতা তাকে অবিনশ্বর করে রাখতে পারতে পারবে কি? ঝাপসা হয়ে আসা অশ্রুসজল দুই চোখে ঐ ডাইরীর পৃষ্ঠায় আঁতি পাতি কারে খোঁজে মৌমিতা, একটি স্মৃতির মৌমাছি বুঝি উড়ে আসে।... ...

গোটা গোটা মেয়েলী হাতের অপটু লেখা কিন্তু সুন্দর, এখানো স্পষ্ট তার প্রত্যেকটা অক্ষর, পৃষ্ঠাগুলো যা পুরনো বিবর্ণ। ৩১ আগস্ট, ৬৯। সাতক্ষীরা। জীবনের সবচেয়ে বড়ো প্রাপ্তি যোগ হল আজ। আমি এস. এস. সি-তে মানবিক বিভাগে নবম স্থান পেয়েছি, চারটা লেটার পেয়েছি মোট। আব্বা দারুণ খুশি হয়েছেন। একমণ মিষ্টি আনিয়েছেন বিলাবার জন্য। দাদা ভাই আমাকে একটা দামী ঘড়ি প্রেজেন্ট করেছেন। শানু ভাবীও খুব খুশি আমাকে একটা সুন্দর শাড়ি কিনে দেবেন বলেছেন। দাদাভাই আর শানু ভাই রাতদিন খুনখুটি লেগেই আছে, খুব মজা লাগে আমার। দাদাভাইকে এত অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে আব্বা ভাল করেন নি– লেখাপড়া তাঁর মাথায় উঠেছে, এবার বি, এস. সিতে থার্ডক্লাস পেয়েছেন, এই জন্য শানু ভাবীর সে-কি কান্না।

মৌমিতা বুঝতে পারে দাদা ভাই বলতে মা নিশ্চয় বড় মামার কথা বুঝিয়েছেন। বড় মামা বাউন্ডুলে ছিলেন বলে নানাজান তাকে অল্প বয়সে বিয়ে দিয়েছিলেন, মাত্র একুশ বছর বয়সে বড় মামার সঙ্গে সতেরো বছরের মামী সংসারে আসেন। বড় মামার যেমন লেখা পড়ায় মোটেও আসক্তি ছিলনা, তেমনি বড় মামীর ছিল প্রচণ্ড আগ্রহ। সেইজন্য বি, এস-সিতে থার্ডক্লাস পাবার পরে বড় মামা পড়ালেখার ইতি টেনে ব্যবসায় নামেন। আর বড় মামী শ্বশুর বাড়ি এসেও পড়া ছাড়েননি ছেলেমেয়ে নিয়ে ঠিক বি. এ. অনার্স, বি, এড, করে প্রাইমারী স্কুলে এখনও শিক্ষকতা করেন। এইজন্য নানী বলেন বড় মামার মেয়েরা নাকি ওদের মায়ের বিদ্যা আর গুণ পেয়েছে খালি নীপন ভাইয়া তার বাপের মত পড়াশোনায় লবডঙ্কা।

www.pathagar.com

– মৌ আপা, বাতি নেভাবেনা?

মৌটুসীর প্রশ্নে চমকে ওঠে মৌমিতা, হাত মুখ ধুয়ে এসেছে, মুখে মনে হয় ক্রিম ও ঘষেছে, খুব ফ্রেস লাগছে এখন মৌটুসীকে, প্রত্যেকটা বোন ওরা সুন্দরী, তিনটা বোন তিন রকমের ফুল যেন। বিছানায় আধ শোয়া হয়ে সে পড়ছিল, এই নির্জনতা এবং নৈঃশব্দ চমৎকার লাগছে।

– তুই ঘুমা টুসী, অল্প একটু পরে আমি নিভিয়ে দেবক্ষণ।

– বারোটা বাজতে যাচ্ছে-

– ঠিক আছে। তুই শুয়ে পড়।

– তুমি কী পড়ছ মৌ, আপা?

– পড়ছি একটা জিনিস। প্লীজ বাগড়া দিস না আমাকে-

– তুমি কিন্তু কখনো কিছু লুকাও না আমাকে মৌ আপা। বলনা কী ওটা?

– টুসী, কিছু কিছু ব্যাপার থাকে কখনো কাউকে বলা যায় না, অসুবিধা আছে।

– আচ্ছা বলোনা, কিন্তু তোমাকে আগে কখনো এমন লাগেনি, মৌ আপা, তুমি কী, ইয়ে মানে তুমি কী কাউকে-

– টুসী!

– এই কান মলছি। ঠিক আছে আমি ঘুমাতে যাচ্ছি, ফজরে ডেকে দিও, গুড নাইট।

– গুড নাইট।

কয়েক মিনিটের মধ্যে মৌটুসী জমে একেবারে বেহুশ। তার ঘুমন্ত কিশোরী কোমল মুখে কেমন এক অনির্বচনীয় লাবণ্য ঝুলে থাকে। ফুটে ওঠে রহস্যাময় মাধুরী, ঘুমন্ত ত্বক অন্যরকম সৌন্দর্যে ঢলো ঢলো করে তার, দীর্ঘ পল্লব ঘেরা মুদিত ঐ চোখ জোড়াতে এখন কোন স্বপ্ন কাঁপন তুলছে, মৌমিতার জানতে ইচ্ছা করে। সুখের সুপ্তিতে নিঃসাড় মৌটুসীর কচি ধান পাতার মতো ঐ মুখমণ্ডল দেখে এই মহূর্তে কোন কিছু না জেনেও মৌমিতা বলতে পারে মৌটুসী এখন স্বপ্নের দেশে আছে পৃথিবীর ক্লেদ কষ্ট এবং বিষণ্নতা থেকে অনেক অনেক দূরে। মৌমিতার ইচ্ছা করে এমন স্বপ্ন তারও আসুক। কিন্তু অদ্ভুত হলেও সত্যি বড়ো একটা স্বপ্ন দেখেনা মৌমিতা। তার জীবনে স্বপ্নের নীল মাধুর্যের কোন স্থান নেই।


www.pathagar.com

## ॥ পাঁচ ॥

১৯৬৯, ২২শে অক্টোরব, ঢাকা।

আজ আমার জন্মদিন! মা বলেছেন আমি ষোল বছরে পা দিলাম, আজকের এই দিন খুব সুন্দর। অনেক দিন পর আমার লোকাল গার্জিয়ান, বড় ভাবীর চাচা, হারুন সাহেবের ধানমণ্ডি ১৯ নম্বরের বাড়িতে এসেছি। "মধুকুঞ্জ", মধু চাচীর নামে নাম বাড়ির। গতকাল সন্ধ্যায় হারুন চাচা নিয়ে এসেছেন আমাকে, কয়েক দিন থাকব, ওনাদের বড় মেয়ে ঝুমকী আপার বিয়ে সেই জন্য। কাউকে বলতে পারিনি যে আজ আমার জন্মদিন। গত পরশু দিন মা'র চিঠি পেয়েছি, মা লিখেছেন, আমি আজ ষোল বছরে পড়ব, যেন খুব সাবধানে থাকি, এই সময় মেয়েরা ভুল করে, বোকামী করে, গাধার মত কাজ নাকি করে, এসবই নাকি বয়সের দোষ, ধ্যাত। মা'র যত উদ্ভট চিন্তা। আমি খুব ভালো আছি এবং গাধার মতন কোন কাজও করছি না।

নীপন ভাইয়ার বলা কিছু কিছু তথ্য সত্য বলে মেনে নেওয়া যায়, মা তাহলে, ম্যাট্রিকে ভালো রেজাল্ট করার পর, ঢাকা এসে ছিলেন পড়তে, থাকতেন হোস্টেলে, আর তাঁর লোকাল গার্জিয়ান ছিলেন ধানমন্ডি ১৯ নম্বর রোডের "মধুকুঞ্জ" নামক বাড়ির জনৈক হারুন সাহেব, ধারণা করা যাচ্ছে তিনি সম্ভবত বড় মামীর কোন চাচা, যার স্ত্রীর নাম মধু, মৌমিতা কী ঐখানে একবার যাবে! কীভাবে, কোন উপলক্ষে কথা তুলবে।' ৬৯ সালের দিকে ঐ মধুকুঞ্জে ঝুমকী নামক একটি মেয়ের বিয়ের দিনে উপস্থিত ছিলেন, তার মা। এক অদ্ভুত উন্মাদনায় চঞ্চল হয়ে ওঠে মৌমিতা।

ঠিক আছে, সে একা খুঁজে বার করবে, সব হারানো বিচ্ছিন্ন সূত্র। তাকে যে জানতেই হবে। কী দারুণ মেধাবী ছিলেন তার মা, মফস্বলের সাধারণ এক স্কুল থেকে মানবিক বিভাগে নবম হয়েছিলেন, এসেছিলেন রাজধানী ঢাকার আলোকজ্জ্বল আধুনিক পরিবেশে তারপর... তারপর কী ঘটেছিল? কোন অশুভ মুহূর্তে তাজা গোলাপের মত সজীব সতেজ সেই ফুল ঝরে পড়ল চরম উপেক্ষায়। তাকে জানতে হবে।

এক রকম মন স্থির করেই মৌমিতা কাপড় পাল্টায়। এখন সকাল দশটা। আজ কোন টিউশনী নেই, এই দিনটাকে কাজে লাগাতে হবে। বিকালে বাসায় ঝামেলা আছে। সকালে নাস্তার টেবিলেই বড়মামী বলে দিয়েছেন। বিকালে বর পক্ষের লোকেরা আংটি নিয়ে আসবে। ঘর দোর যেন গোছগাছ থাকে। দুপুরে রসগজা পিঠা বানানোর ব্যাপার আছে। নানী বাসায় নেই বলে বড়মামী বেদিশা ফিল করছেন। বেশির ভাগ গোছানোর কাজ এষা আপাকেই করতে হবে। মেহমানরা যখন আসবে, মৌমিতাকে তখন তাদের সামনে যাওয়া বারণ, তার কাজ হবে বাকি তিনজন মানে ঈষিতা, প্রমি আর মৌটুসীকে সামলে রাখা। তাদেরও নতুন মেহমানদের সামনে যাওয়া নিষেধ। গেস্ট সামলনোর সব দায়িত্ব বড় মামী আর মুন্নী মামীর।


www.pathagar.com

নীপন ভাইয়াকে বিকাল চারটার মধ্যে ঘরে ফেরার কড়া নির্দেশ আছে। এই ব্যাপার তার মনে থাকলেই হ'ল।

সালওয়ার কুর্ত্তা আর কাঁচ বসানো ওড়নায় মোটামুটি তৈরি হয়ে বের হতে যাবার সময় নীপন ভাইয়ার সংগে দেখা, ব্যস্ত সমস্তভাবে বেরিয়ে যাচ্ছে। মৌমিতা ডাকল,

– কোথাও যাচ্ছ নাকি নীপু ভাইয়া?

– যাব একটু, একটা পত্রিকা অফিসে, দেখি যদি পার্টটাইম কিছু ম্যানেজ করতে পারি, এভাবে ফাঁকা পকেট নিয়ে আর পারা যাচ্ছেনা–

– বড় মামাকে বলনা কেন, হাত খরচের জন্য চাইলে দু এক'শ টাকা কী দেবেন না!

– হাসালি আমাকে মৌ, তুই তো জানিস তোর বড় মামাকে। ভদ্রলোক বেশ কঞ্জুস টাইপের। তাছাড়া আমার চেহারা নজরে এলেই তো তার মেজাজ ফোরটি ডিগ্রি চড়ে যায়, এরপর আবার টাকা চাইতে গেলে কী আর রক্ষা থাকবে!

খামাখা এসব বলোনাতো মামার নামে, দোষ তোমারই, পড়া ছাড়লে কেন তুমি? আর ছেড়েছ যখন, মামার সংগে ব্যবসার কাজও তো দেখলে পারো। বড় মামা প্রত্যেক দিন একা একা ধোলাইখাল গ্যারেজে যান, তুমি সংগে গেলেই পারো।

– ও মাই গড! মৌ, তুই ভেবেছিস কী আমাকে? স্কুটার ড্রাইভারদের সংগে গ্যাঞ্জাম আর খিস্তি খেউড় করব আমি–

– তোমাকে তা করতে বলছে না কেউ।

– ও সবই করতে হয়। রাবিশ ব্যাপার।

– সে তুমি যাই বলো, বড় মামার একারই যত দায় তাইনা?

এতবড়ো সংসারটা সে কীভাবে সামলাচ্ছেন!

– এই জন্যেই আমার বাবার নেক নজর তোর উপর। এই রকম তেল দিয়ে দিয়েই বুঝি বড় মামার প্রিয় পাত্রীটি বনে গেছিস।

– বাজে বোকনা, চলো আমার সংগে, এক জায়গায় যেতে হবে, ঠিকানাটা একটু খুঁজে দেবে চলনা।

– কোথায়? আমার যে একটু তাড়া ছিল।

– জানি আমি। কত রাজকার্য ফেলে এসেছ, আগে চল আমার সঙ্গে।

– কোথায়, আগে বল।

– ধানমণ্ডি, ১৯ নাম্বারে, 'মধুকুঞ্জ' নামের একটা বাড়ি খুঁজে বের করতে হবে।

–'মধুকুঞ্জ' 'মধুকুঞ্জু' নামটা যেন পরিচিত লাগছে।

– লাগতে পারে, সমস্ত দিন রাস্তা মাপো হয়ত কতবার ঐ বাড়ির সামনে দিয়ে গেছ, এই জন্যই তো তোমাকে সঙ্গে নিতে চাচ্ছি, বাড়ির নম্বর তো জানিনা, তুমি হয়ত ঠিক বের করে দিতে পারবে।


www.pathagar.com

– চল দেখি। হাত তুলে বাসার সামনের রাস্তা থেকেই একটা রিকসা থামায় নীপন। দু'জনে উঠে বসে।

– বড়মামী তোমাকে বিকালে তাড়াতাড়ি ফিরতে বলেছে, মনে আছে তো?

– বিকালের দেরী আছে।

সুলতানগঞ্জ রোডে তাদের এই 'ছায়াকুঞ্জ' থেকে উনিশ নম্বরের মধুকুঞ্জ কিন্তু বেশি দূরের কোন পথ ছিলনা। জায়গাটার নাম মধুবাগ, বাড়ির নাম মধুকুঞ্জ। এত মধুর ছড়াছড়ি কেন এখানে। ছ'টাকা মাত্র রিকসা ভাড়া লাগল। সাদা মার্বেল পাথরের উপর কালো অক্ষরে, বেশ ডিজাইন করে বাড়ির নামটা লেখা, তবে এইটাই সেই ৬৯ সালের হারুন সাহেবের "মধুকুঞ্জ" কিনা তা বোঝা যাচ্ছেনা।

নীপন মৌমিতার অপ্রতিভ ও কিছুটা দ্বিধান্বিত ভাব লক্ষ করে বলে,

– কারা কাছে এসেছিস, আমি আসব নাকি সঙ্গে?

– কারে কাছে আসিনি ঠিক, আবার এসেছিও, আমি তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারবনা নীপু ভাইয়া, আসলে ৬৯ সালে এখানে হারুন সাহেব বোধ হয় থাকতেন, তাঁর স্ত্রীর নাম মধু আর মেয়ের নাম ঝুমকী, ওই সময়ে ঝুমকীর বিবাহ উৎসব ছিল যখন–

– ব্যাপার কী মৌ, এসব কী বলছিস। ৬৯ সালে তুই তো ছিলিনা, কে বলেছে এসব তোকে?

– যে–ই বলুক। তুমি এখন যাও যেখানে যাচ্ছিলে, এই মামলা আমার একার।

– আচ্ছা। ঠিক আছে চলে যাচ্ছি, উল্টা পথে যেতে হবে এখন আমাকে–

– বুঝেছি।

মৌমিতা পার্স খুলে নীপনকে দু'খানা দশ টাকার নোট বাড়িয়ে দেয়। অম্লান বদনে সে তা পকেটস্থ করে বলে– ধন্যবাদ বিকালে তোর সঙ্গে দেখা হবে কেমন?

মৌমিতা সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ে। নীপনের রিক্সা চলে যায়। বাড়িটা দেখা যাচ্ছে দুর্দান্ত সুন্দর, আর চারতলা। এখন ঠিক কোন ফ্ল্যাটে গেলে ওই ভদ্রলোককে পাওয়া যাবে, কে জানে। ভালো গেট লক করা ছিলনা। সামান্য ধাক্কাতেই খুলে গেল। নীচতলায় দেখা যাচ্ছে গোটা ছয়েক গাড়ি রাখার মতন বিরাট গ্যারাজ। সেখানে কোলাপসিবল গেটের পাশ দিয়ে উপরে উঠার সিঁড়ি। চমৎকার টুকটুকে লাল সিরামিক ইটের তৈরি মোস্ট মর্ডান স্ট্রাকচারের বাড়ি।

কোলাপসিবল গেটের এক পাশে টুলে বসে একজন বুড়ো লোক ঝিমাচ্ছে, মনে হয় এই বাড়ির দারোয়ান হতে পারে। ওকে জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়।

– এই যে শোনেন, শুনছেন? বৃদ্ধ ধড়ফড় করে উঠে বসেন। দু'হাতে চোখ কচলে মিটমিট করে তাকায় এবার মৌমিতার দিকে। তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বলা যায়।


www.pathagar.com

– কী'কন আপা, চান কী?

– এটা তো হারুন সাহেবের বাড়ি তাইনা,

– জে, হ! কিন্তু উনি এহানে থাহেন না।

– কে থাকে এখানে তাহলে?

– উনার ছেলে থাকে, চাইর তলায়, মাসুম ভাইজান তো একলাই থাহেন সবসুমায়, তয় এহন রূমকী আফাও আছে, বেড়াইতে আইছে–রূমকী আফা আর হের ছেইলা আছে এহন।

– আর হারুন সাহেব কোথায় থাকেন?

– উত্তরা বড়ো বাড়ি করছে না, হেইখানে সাইবে আর আম্মায় থাহে, ছোট্ট ভাইজানও থাহে হেইখানে।

এখন মৌমিতা কী করবে। রূমকী এবং মাসুম এই দুই চরিত্র তো অপরিচিত এবং সম্পূর্ণ অজানা। ঠিকানা তো নির্ভুল তাতে কোন সন্দেহ নেই–উত্তরা বললেই তো উত্তরা যাওয়া যাবে না ঠিকমত বাড়ির নম্বর, রাস্তার নম্বর জেনে নিতে হবে আগে। মৌমিতা কী একটা চান্স নিয়ে দেখবে। এই রূমকী সম্ভবত ঝুমকীর ছোটবোন।

হারুন সাহেবের ঝুমকী ছাড়া অন্য ছেলে মেয়েও ছিল, দেখাই যাক না এরা তাকে কোন সাহায্য করতে পারে কিনা। আর কিছু না হোক তার মায়ের লোকাল গার্জেন হারুন সাহেবের উত্তরার বাড়ির এ্যাড্রেস তো নেয়া যাবে যদি অবশ্য দেয়। আজকাল লোক অপরিচিত কাউকে দেখলে সাধারণত তেমন উৎসাহ দেখায় না। লোকদের কোনই দোষ নেই। দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে দেশ কাল এবং সময়। মানুষের আন্তরিকতা, সহনশীলতা এবং সহযোগিতা করার সদিচ্ছাও সেই সাথে লোপ পেয়ে যাচ্ছে একরকম।

যদি দরকার হয় তাহলে বড় মামীর পরিচয় সে দেবে। বড় মামীর বাবা বরিশালের নামকরা উকিল মালেক খান সাহেবকে চেনে না এমন লোক খুব কমই আছে বরিশালে। যদি এরা বড় মামীর কাছের দিকের কোন আত্মীয় হন, তাহলে তো খুব বেশি অসুবিধা হবার কথা না।

বড় মামীর বাবা অবশ্য মারা গেছেন বেশ ক'বছর হল। মামীর আম্মাও নেই, বরিশালে ওনার ভাইরা, মামা, চাচারা আছেন।

সিঁড়ি ভেঙ্গে ভেঙ্গে চারতলা পৌঁছাতে হাঁফ ধরে যায়। দম নেবার জন্য পুরো এক মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে মৌমিতা। এখন সত্যি বেশ অসহায় এবং দ্বিধাগ্রস্ত লাগছে কাজটা কী ঠিক হল।

ওরা যদি মোটেও না চেনার ভান করে তখন?

তখন আর কী, পত্রপাঠ বিদায়।

বেশ ক'বার দিবে কি দিবে না করে অবশেষে মৌমিতার কৌতূহলী মনই জয়লাভ করে। সে কলিংবেলের বাটনে হাত রাখে। বেশ কয়েক সেকেন্ড কিছুই ঘটেনা, ভিতরে সুরেলা একটা মিউজিক বাজার শব্দ অস্পষ্টভাবে শোনা যায় ভরাট পুরুষ কণ্ঠের কিছু



www.pathagar.com

সংলাপ, দুর্বোধ্য ভাবে ভেসে আসছে, এখন কী অসময়! ঘড়িতে চোখ রাখল মৌমিতা, খুব সকাল তো না, এগারটা বাজবে কয়েক মিনিট পরেই, পুরুষ লোকদের ঘরে থাকার সময় এটা অবশ্য না। আর বেশি ভাববার অবকাশ পেলনা, দরজা খুলে গেল, একজন সুপুরুষ মধ্যবয়সী ভদ্রলোক, পরিষ্কার বাইরে যাবার পোশাকে মোটামুটি তৈরী, তাকে দেখে একটু থমকে, অনিশ্চিতভাবে প্রশ্ন করেন–

– আপনি কাকে চান?

– আমি, মানে আমি চাইছিলাম, আপনি কী মাসুম সাহেব?

– জী!

– আপনার সঙ্গে কিছু দরকারী কথা ছিল যদি এখন ব্যস্ত থাকেন, 'আমি না হয় পরে, অন্য এক সময় আসব।

এই ভদ্রলোকের এক বিশেষ উপস্থিতি আছে, ঠিক বুঝিয়ে বলা যাবে না। প্রখর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মার্জিত রুচিবোধ এবং সৌন্দর্য এসে একসাথে মিললে তা চূড়ান্ত রূপ লাভ করবে। অনুভব করার মতো এক উপস্থিতি, সহজে পাশ কাটিয়ে চলে যাবার মতন সুলভ ব্যাপার না। মৌমিতাকে মনে মনে স্বীকার করতে হয় বয়েসের সংগে ওর আছে ধারালো চৌকস সৌন্দর্য।

মৌমিতা বেশ অসহায় বোধ করছে এখন, অসহায় এবং অস্থির।

– আসুন, ভিতরে আসুন। এত কষ্ট করে যখন এসেই পড়েছেন –আসুন।

সে দরজা ছেড়ে দিল। প্রশস্ত হল কার্টেন দিয়ে দু'ভাগ করা, রক্তলাল দুর্লভ পার্সিয়ান গালিচায় পা ডুবে যায়, লেটেস্ট মডেলের সোফায় নিজে বসে, মৌমিতাকে বসার ইঙ্গিত করেন ভদ্রলোক। নিঃশব্দে আসন গ্রহণ করে সে।

ওরা বসার পরে একজন অল্প বয়সী বালক নিঃশব্দে কাছে এসে দাঁড়ায়, দেখেই বোঝা যায় বাসার কাজের লোক হবে। মাসুম সাহেব তাকে চা আনতে বলেন।

– এইসবের দরকার ছিল না।

– একথার উত্তরে সে প্রসন্ন হাসি খরচ করে কেবল, বোঝা যায় বেশ আগ্রহ নিয়ে সে অপেক্ষা করছে মৌমিতার ভাষা শোনবার জন্য।

– আমি, মানে ঠিক কীভাবে শুরু করব বুঝতে পারছি না, আমার কিছু সময় লাগবে, আপনার কোন দরকারী কাজ নেই তো?

– কাজ তো কিছু ছিল, বাট ইট কেন ওয়েট, নো প্রবলেম, আপনার কথা বলুন, আমি শুনছি, বাই দা ওয়ে, নাম কী আপনার? বাই এপিয়ারেন্স, ইউ রিমাইন্ড মি অভ সাম ওয়ান, সাম ওয়ান আই নিউ.... জাস্ট কে'নট রিমেমবার নাউ, হু...

– আমার নাম মৌমিতা। আচ্ছা, বাই এনি চান্স, আপনি কী বীনু, মানে বনানী চৌধুরীকে চিনতেন, তিনি ৬৯ এর দিকে এই বাড়িতেই আসতেন মাঝে মধ্যে, আমার ভুল না হলে হারুন সাহেব তার লোকাল গার্জেন ছিলেন, উনি হোস্টেলে থাকতেন তখন।


www.pathagar.com

– আপনা এই ঠিকানা পেলেন কিভবে?

– পেয়েছি। আমার প্রশ্নের উত্তির দেননি কিন্তু।

– হ্যাঁ চিনতাম। বাই গড, এত বছর বাদে হঠাৎ তাঁর কথা উঠল কিভাবে। আমার মনে হয় ঐ চ্যাপ্টার বহু বছর আগে ক্লোজ হয়ে গেছে।

– তার মানে আপনি সত্যি তাকে চিনতেন। মৌমিতার গলা কাঁপতে থাকে, এখন তার চোখ–জোড়া অবাধ্য হয়ে উঠতে চাইছে, কিন্তু না, মৌমিতা পর্বতের মতন অবিচল এবং শান্ত ঐ মানুষের সামনে এখন আনত হবেনা, এখন দুর্বলতা একটুও শোভে না।

– আমি বীনুকে চিনতাম। সে আমার খুব দূর সম্পর্কের একজন আত্মীয়া, গ্রামের স্কুল থেকে ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট নিয়ে সে হলিক্রশে ভর্তি হয়েছিল। হোস্টেলে থাকত, তবে প্রায়ই আমাদের এখানে বিশেষ উপলক্ষে বা অল্প দিনের ছুটি ছাটায় কাটাতে হত তাকে। চমৎকার মেয়ে। আর কিছু জানতে চান?

– আপনি কী কোন কারণে তাঁর উপর নারাজ?

– এত বছর পরে! না, না, তাছাড়া যে ধরা ছোওয়ার বাইরে চলে যায়, তার উপর কখনো কোন রাগ রাখতে নেই–কোন রাগ নেই আমার। আপনি হঠাৎ এত বছর পরে ওর কথা কেন জানতে চান বললেন না তো–

–আমি তাঁকে খুঁজছি। তার যাপিত জীবনের ছোট খাটো সব সুত্র জানা খুবই দরকার আমার। আমি আমার অস্তিত্বকে খুঁজছি বলতে পারেন, কারণ আমি এত বছর সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিলাম ।

–আপনি কে? বীনু কে হয় আপনার?

– আমার মা বনানী চৌধুরী। আমার ভুল না হলে আমার জন্ম হয়েছে ৩০ শে নভেম্বর ঢাকার এক ক্লিনিকে ১৯৭১ সালে, আর ঐ দিন সম্ভবত জন্মমুহূর্তে আমার মাকে হারিয়েছি–

– খুব আবেগাক্রান্ত হয়ে পড়েছ তুমি, একটু স্থির হও।

অবলীলায় মাসুম সাহেব আপনি থেকে তুমিতে চলে এসেছেন। এবং আশ্চর্যভাবে মনে হচ্ছে সে সহসা অনেক কাছে সরে এসেছে তার। ঐ ভরাট উদাত্ত কণ্ঠস্বরে সামান্য ভাঙাচোরা ছন্দপতন, কিছুই এড়াবে না এখন মৌমিতার ইন্দ্রীয়। হঠাৎ খুব সতর্কভাবে সে অনুভব করে সে এখন কাঁদছে, তার শরীর অল্প অল্প কাঁপছে, দুই হাতে মুখ ঢাকে মৌমিতা। একেবারে নিঃশব্দ এখন ঘরের ভিতরটা। সময়ের এক মহা সমুদ্র বুঝি পার হয়ে গেছে এতক্ষণে। ধীরে ধীরে মুখ তোলে মৌমিতা। মাসুম সাহেব ঠিক সেভাবেই বসে আছেন, তার ঠোঁটে এখন একটা জ্বলন্ত সিগারেট, সেটা এ্যাসট্রেতে গুঁজে দিলেন।



www.pathagar.com

– আমি আজ উঠব।

– বসোনা, আর একটু, এত দিন পর তোমার দেখা পেলাম, সত্যি খুব খুশি হলাম। তাদের সামনের টেবিলে এখন ট্রে, টি-পট, চায়ের কাপ এই সব।

মাসুম সাহেব নিজহাতে দুধ চিনি মিলিয়ে দু'কাপ চা করলেন। একটা প্লেটে সন্দেশ, অন্যটাতে বিসকিট। প্লেট এগিয়ে ধরলেন মৌমিতার দিকে। খুব সহজ স্বাভাবিক তাঁর আচরণ। কেউ দেখলে বুঝবেই না এরা দু'জন জীবনে এই প্রথম একে অন্যকে দেখছে।

– মৌমিতা চায়ের কাপ নিল। সন্দেশ বা বিসকিট স্পর্শ করল না। চায়ের চুমুক দিয়ে নিজেকে অনেকটা স্বাভাবিক লাগে। হঠাৎ এভাবে ভেঙে পড়া ঠিক হয়নি, কী ছেলেমানুষী।

কী ভাবলেন তিনি।

– আপনি জানতেন আমি মানে-

– আমি তোমাকে শাহেরা খাতুনের ক্লিনিক থেকে নিয়ে এসেছিলাম। আমার বোন ঝুমকী তখন বাংলাদেশে, এই বাড়িতেই ছিলো, সে তোমাকে পুরো এক সপ্তাহ যত্ন করেছে, আগলে রেখেছে, আমি টেলিগ্রাম করেছিলাম সাতক্ষীরায়, তারপর তোমার নানা নানী উনারা এসে তোমাকে নিয়ে গেছেন।

– আর আমার মা? তাঁর কী হল? তাঁকে সেই ক্লিনিকেই ফেলে আসলেন?

– না। তা কী সম্ভব! তাছাড়া তাকে আমার কোন নাম এবং আইডেনটিটি দিতে হয়েছিল, তাছাড়া তো তুমি পৃথিবীতে আসতে পারতেনা, তার সিজারীয়ান সেকশান হয়েছিল, দু'দিন দু'রাত কষ্ট করেছিল সে। আমাকে ঐ অপারেশানের বন্ড সাইন করতে হয়েছে-

আমার নানা নানী জানে এই সব?

-হ্যাঁ। আমি সবকিছুই তো খুলে বুঝিয়ে বলেছি, ওরা হয়ত বিশ্বাস করেননি। আমাকেই হয়ত কালপ্রিট ভেবে বসে আছেন, বাট ডোন্ট মাইন্ড-কী আশ্চার্য ব্যাপার বলোত, রঙিন তোয়ালে জড়িয়ে জুঁই ফুলের মতো একরত্তি তোমাকে, তোমাকে, তোমার নানীর হাতে তুলে দিয়েছিলাম, সেই তুমি এত বড়টি হয়েছো, নিজে থেকে আমার ঠিকানা খুঁজে বের করে ঠিক চলে এসেছ এইজন্যই বলে, হিস্টরি রিপিট ইট সেলফ।

-আমার বড়মামী, আপনাদের আত্মীয়, আপনি ইচ্ছা করলেই তো যেতে পারতেন, দেখে আসতেন কেমন আছি আমি।

– না, তা পারতাম না। ঐ ঘটনার পর তো সম্পর্কই চুকে গেল, উনাদের খুব বড় ধরনের ভুল ধারণা আছে আমার সম্পর্কে। ব্যাপার কী জানো, ওঁরা ওদের নিজের মেয়ের বডি পর্যন্ত দাবি করেননি, তোমাকেও তাই আমি প্রথম রাগ করে দেবনা ভেবেছিলাম।


www.pathagar.com

– কেন দিলেন?

– কী আর করা। তোমার নানী, বেচারা তার কান্না আমি উপেক্ষা করতে পারলাম না। মেয়ে তো তার খোয়া গেছেই, তুমি তাঁর স্মৃতি চিহ্ন.... বেঁচে থাকার অবলম্বন এই জন্য–

– আপনি যে এত সব করেছিলেন সেজন্য আপনার ফ্যামিলিতে অসুবিধা হয়নি।

– প্রচণ্ড। বাবা তো আমাকে প্রায় ত্যাজ্য পুত্র করেন আর কি, কিন্তু আমার মা একজন অসাধারণ মহিলা, তিনি আমার প্রত্যেকটা কথা বিশ্বাস করতেন। আমি আসলেই কখনো মাকে মিথ্যা কথা বলিনি, মিথ্যা আশ্বাস দেইনি। তিনি জানতেন, এবং আমার সব কথা সেজন্য মেনেও নিয়েছিলেন।

বাবা যখন আমাকে বাড়ি ছাড়া করার জেদ দেখিয়েছেন, মা তখন এক কাপড়ে আমার হাত ধরে চলে যাবার ভয় দেখালেন ব্যস বাবা ঠাণ্ডা।

– আমি না দেখেও বুঝতে পারছি, তিনি চমৎকার লোক। আমি আসলে তাঁর সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিলাম, অদ্ভুত ব্যাপার আপনাকে পেলাম। খুব ভালো লাগছে আমার।

মৌমিতা হাসলো। মাসুম চোখ ভরে দেখলেন কুড়ির বিকশিত হওয়া, মেয়েটা বীনুর চেয়েও অনেক বেশি সুন্দর, ভিনদেশী রক্তের মিশ্রণ ওর চামড়াকে এক অনন্য মাধুর্য দিয়েছে। কিছু কথা থাকে না বলা। তিনি এখনি ওকে এনুথনি রেমাসের পরিচয় দেবেন না। যদি সে অনুরোধ বা ধরাধরি না করে তিনি ঠিক এড়িয়ে যাবেন বলে ঠিক করলেন।

– আজ এই পর্যন্তই থাক। আমার অনেক কঠিন প্রশ্নের অনেক সরল উত্তর পেয়েছি। আপনাকে ধন্যবাদ দেবার কোন সুযোগই আমার নেই, আমি তো আমার অস্তিত্বের জন্যই আপনার কাছে ঋণী।

– তুমি আমার ঠিকানা পেলে কোথায়? তোমার ঘরের লোকেরা বলেননি নিশ্চয়?

– না।

– তাহলে?

মৌমিতা এক মুহূর্ত নীরব থাকে যেন মন স্থির করে নেয়।

– আপনার কাছে আমার কোন আড়াল নেই, আপনাকে কী লুকাব বলেন, আমি আমার মায়ের একটি ডাইরী খুঁজে পেয়েছি–

উনারা সেটা এখনও ধ্বংস করেননি দেখে আশ্চর্য হচ্ছি। মেয়ের জীবনের থেকে ওদের মান সম্মান ইজ্জত অনেক দামী, ওরা কেলেঙ্কারীর ভয়ে বীনুর দেহটাও নেয়নি–


www.pathagar.com

– আমার মা তাহলে–

– তাকে আমি আমাদের নিজেদের জমিতে রেখেছি, এক সময়, সময় নিয়ে এসো তোমাকে দেখাতে নিয়ে যাবো, মীরপুরে আমার নিজের কেনা একট প্লট আছে, এখনও বাড়ি করা হয়নি, ওয়াল করে রাখা আছে, সেখানেই আছে বীনু।

– এখানে আপনি একলা থাকেন? আপনার স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে ওরা?

– আমি বিয়ে করিনি। একলাই আছি, ভালো আছি। বোন আছে এখানে, বেড়াতে এসেছে।

মা বাবা আর ছোট ভাই মামুন উত্তরাতে আমাদের নতুন বাড়িতে আছে। মামুনের বিয়ে হয়েছে, ওর দুটো বাচ্চা আছে।

– কিন্তু আপনি বিয়ে করেননি কেন?

– মৌমিতা, আমি নিজের মত কাউকে পাইনি। আচ্ছা এসব কথা এখন থাক। তুমি বরং আর একটু থাকো, রূমকী এসে যাবে, বড় ব্যস্ত আছে কিচেনে, আমার এই বোনটা ভারী লক্ষ্মী, ওর ধারণা বাবুর্চির হাতে খাই বলে আমি বুঝি ভালোমন্দ কিছু খাচ্ছিনা। এসেছে কদিন, রোজ না রাঁধলেই তার চলছেনা। তুমি আজ আমাদের সংগে দুপুরে খাও।

– না, না, আজ না, অন্য আর একদিন, সত্যিই আমি আসব। আপনার নাম্বার দেন তো আমাকে।

– তোমাদের টেলিফোন আছে? – জী।

– আচ্ছা নাও, ৭০৫৬৩১, তোমারটা দেবে আমাকে।

– অবশ্যই।

মৌমিতা, এক টুকরো কাগজে তাদের ফোন নাম্বার টুকে দেয়।

– আচ্ছা আসি। খোদা হাফেজ।

দরজায় দাঁড়িয়ে হাত নাড়ে মাসুম সাহেব।



www.pathagar.com

## ॥ ছয় ॥

মা মৌটুসীকে বলে দিয়েছেন বাসায় যে সব মেহমানরা আসবে সে যেন তাদের সমানে না যায়। কেনই বা যাবে সে, তার যাবার দরকার কী। তার তো বিকালে অংক করা আছে। ফাতেমাদের ওখান থেকে ফিরতে ফিরতে সাড়ে ছ'য়টা সাতটা বাজবে, ততক্ষণে মেহমান তো চলেই যাবে। ভারী বিচ্ছিরি এই সব ব্যাপার, লোকের সামনে সেজে গুঁজে হাজির হও, ঘোমটা দিয়ে লক্ষী সেজে বসে থাকো, যতসব ন্যাকামী।

এষা আপা অবশ্য এমনিতেই লক্ষী। বাংলা সাহিত্যে এম, এ, পাস করেছে। মুখ দেখে লোকে তা বুঝবে না, তার আচরণের সরলতা ও শান্তভাব দেখলে মানুষ ভাবে সে বুঝি কলেজও ডিঙ্গায়নি, এষা আপা ঐ রকমই। এই পৃথিবী বড় কঠিন জায়গা, মৌটুসী এখনি অনেক কিছু বুঝতে শিখেছে, এষা আপার মত ভাল মানুষ মেয়েদের জন্য এই নচ্ছাড় দুনিয়া বড়োই কঠোর, সেকথা তাকে বোঝাবে কে?

এষা আপা ফুল ভালোবাসে। ছাদের গোলাপ বাগানটা যেন তার অন্তরাত্মা, একটা ছিঁড়লে আর রক্ষা নেই। আর ভালোবাসে গাদা গাদা গল্পের বই আর রবীন্দ্র সংগীত। পৃথিবীকে সে তার তৈরি ফুলকাটা সুন্দর রুমাল ভাবে। খোদা করুন তার জীবনে যেন কোন কঠিন ঝড় ঝাপটা না আসে, সে যেমন কোমল তেমনি কোন নরম সহৃদয় মানুষ যেন তার সঙ্গী হয়।

মৌটুসী কত কী ভাবে, তার ছোট্ট বুকে অসংখ্য প্রশ্ন আর দুর্ভাবনা এখন কষ্টের মতো জমে। মার কাছ থেকে রিকশা ভাড়া নিলেও সে তা কখনো খরচ করেনা, বলা যায় কখন কী কাজে লাগবে। তারপর তার বড় ভাই নীপন তো আছেই, সময় অসময়ে এসে হাত পাতবে। ভাইয়া যদি ভালো একটা চাকরি টাকরি কিছু পেত, কিছু না হোক সে না হয় অন্যদের মতন বিদেশ চলে যেত, তাও না। বিদেশ যাবার নামও শুনতে পারেনা ভাইয়া। মা আর বাবার মনে এই নিয়ে কত অশান্তি। নীপন ভাইয়া তা যদি একটু বুঝত। ভাইয়া এমন কেন হল। মৌমিতা আপা এখনও কিছু জানেনা, মাও জানেনা, বাবা তো এসবের খবরই রাখেনা কিন্তু মৌটুসী একটা ব্যাপার জেনে ফেলেছে ভাইয়ার বিষয়ে অথচ কাউকে তা সে বলতেও পারছে না। এইসব বুকে চেপে রাখতে তার খুব কষ্ট হয়। মৌ আপার কী উচিত না ভাইয়ার ব্যাপারে আরও একটু আগ্রহ করা। মৌটুসী কিভাবে যেন বুঝতে পারে ভাইয়ার মৌ আপার জন্য একটা আলাদা মমতা আছে। মৌ আপা কী তা জানে? না, জানলে তার জানা উচিত এখন।

নীপন ভাইয়ার ঘরটা আজ মৌটুসী নিজ হাতে গুছিয়ে রেখে এসেছে। খাটের নীচে একগাদা জঞ্জাল, কাপগজপত্র, ম্যাগাজিন এইসব, কিন্তু ওর মধ্যেই ঠেসে ঢুকিয়ে রাখা পনেরটা খালি ঔষধের বোতল পেয়েছে। মার চোখে পড়লে কী হত বলা যায়না। মৌটুসী কোন গাধা না। ওগুলো আসলে বাজে ঔষধ, মানুষের শরীর এবং স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এটা বোঝার বয়স তার হয়েছে। ভাইয়া কেন ঐ নিষিদ্ধ, বাজে


www.pathagar.com

ঔষধগুলো নিচ্ছে মৌটুসী জানেনা। চটের একটা বস্তার মধ্যে ওগুলো ঢুকিয়ে দূর করে ফেলে দিয়ে এসেছে সে নিজে। ফেনসিডিল'কেনার পয়সা কী তাহলে সে আর মৌ আপাই তাকে যোগাচ্ছে। মৌটুসী এখন কী করবে। সব কথা কী খুলে বলবে মৌ আপাকে।

আজ এই জন্য একটুকুও মন ভালো নেই তার। ভাইয়ার রুম গোছাতে গোছাতে বুক ঠেলে বার বার কান্না এসে যাচ্ছিল। তবু তার বইয়ের তাক বিছানা বালিশ আর কাগজপত্র সুন্দর করে গুছিয়ে রেখে এসেছে।

টেবিলের উপর কাচের একটা গ্লাসে সামান্য পানি ভরে দু'টো টকটকে লাল গোলাপ রেখেছে। মৌ আপা ভারী বোকা, ভাইয়াকে একটুও বুঝতে চেষ্টা করছে না।

এই গোলাপ ছেড়ার জন্য তাকে শাস্তি পেতে হবে হয়ত, কিন্তু মৌটুসী সে কথা ভাবছে না এখন। ভাইয়া এই গোলাপ দু'টো দেখলে কেমন আশ্চর্য ও খুশি হয়ে উঠবে, হয়ত ধরেই নেবে এটা মৌ' আপাই রেখেছে। তাকে ডেকে যদি জিজ্ঞেস করে সে বেমালুম অস্বীকার করবে।

মৌ' আপা এক আজব মেয়ে। এমনিতে তাকে মৌটুসী খুব পছন্দ করে কিন্তু ইদানীং তাকে কী যে ভূতে পেয়েছে, কোন কথা তাকে বলতে চায় না। কী যেন লুকানো গোপন ব্যাপার নিয়ে মেতে আছেন, মৌটুসীর চিন্তা এবং ধারণার বাইরে।

ডিসেম্বরের প্রথম দিকের আজকের এই বিকালটা চমৎকার। শেষ বিকালের আলোতে প্রসন্ন কোমল লাগছে এই যান্ত্রিক শহরকে। হাঁটতে ভালোই লাগছে মৌটুসীর আর সামান্য পথ বাকী। ফাতেমাদের বাড়িটা ভারী সুন্দর –একেবারে লেকের কোল ঘেঁষে ছবির সত সুন্দর একতলা ছোট্ট বাড়িটা।

বাউন্ডারী ওয়ালের মধ্যে নানা রকম গাছ ঠেসাটেসি করে দাঁড়িয়ে।

ফাতেমার বাবা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। অনেক কষ্ট করে বড় হয়েছে ওরা। সরকার থেকে থাকার জন্য ঐ বাড়িটা পেয়েছিল বলে রক্ষা।

ফাতেমা আর শহীদ ভাই এর এক চাচার সঙ্গে ওরা এই বাড়িতে থাকে। ওনাদের চাচাও যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন, কোনমতে বেঁচে আছেন। এখনও ভালোমত হাঁটা চলা করতে পারেন না। কাচে ভর দিয়ে চলাফেরা করেন। ফাতেমা বলে রফিক চাচা তাঁর বাবার সংগে একসাথে নাকি মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিল, পায়ে গুলি লেগে কোনমতে বেঁচে ফিরে এসেছেন, কিন্তু ফাতেমা তার বাবাকে কখনো দেখেনি। ওর বাবা যখন শহীদ হন তার তিনমাস পরে ফাতেমা জন্মগ্রহণ করে। ওর রফিক চাচা বিয়ে শাদী কিছুই করেননি, একলা মানুষ, কিন্তু তাকে ফাতেমা খুব ভালোবাসে। মৌটুসীরও খুব ভালোলাগে রফিক চাচাকে। পৃথিবীর কোন মানুষের উপর তার কোন রাগ বা অভিমান নেই।


www.pathagar.com

সব সময় হাসিখুশি থাকেন। অথচ এ জীবনে কি পেয়েছেন তিনি। কত কষ্ট করে বেঁচে আছেন তবু কারো বিরুদ্ধে কোন নালিশ নেই।

মৌটুসীর সঙ্গে একটু সুযোগ পেলেই কত গল্প করেন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের গল্প। ঐ স্মৃতি নিয়েই আছেন। যখন উনি যুদ্ধে যান তখন তিনি এইচ. এস. সি. দেবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন, ম্যাট্রিকেও খুব ভালো রেজাল্ট করেছিলেন। মাত্র উনিশ বছর বয়সে মেনে নিয়েছেন এই ভয়াবহ পঙ্গুত্ব.. অথচ তিনি সব সময় হাসছেন..। এই মানুষটাকে পছন্দ না করে পারা যায়না।

ফাতেমার আম্মাও ভারী নরম মানুষ, মৌটুসীকে খুব পছন্দ করেন। কিন্তু শহীদ ভাই ঐ একগুঁয়ে ভয়ঙ্কর অহঙ্কারী লোকটা হচ্ছে সব থেকে বাজে। একটু লেখাপড়ায় ভালো বলে মানুষকে মানুষ ভাবেন না, কী মনে করেন উনি মৌটুসীকে? মৌটুসী কী তার জন্য মরে যাচ্ছে? জী না, অত হ্যাংলা না মৌটুসী। মৌটুসীকে অবহেলা করে, দুঃখ দেয়, কারণে অকারণে সকলের সামনে বকে, হেনস্তা করে। তার জন্য বয়েই গেল মৌটুসীর। এইচ. এস. সি–তে আর যেন কেউ অংকে একশ পায়নি, মৌটুসীও এবার দেখিয়ে দেবে। সে তাকে ভাবে কী? মৌটুসী কী ট্যালেন্টপুলে ক্লাস এইটে বৃত্তি পায়নি? কৈ সেজন্যতো তার দুটো পাখা গজিয়ে যায়নি। মৌটুসী ম্যাট্রিকেও ভাল করবে। করবেই , করবে। তখন শহীদ স্যারের চেহারাখানা কেমন হয় দেখবে সে..।

ঘড়িতে চোখ রেখে চমকে ওঠে মৌটুসী, পাঁচটা বেজে সাত, ঢুকতে দেবে তো ক্লাসে, নাকি সকলের সামনে তাকে বের হয়ে যেতে বলবে। শহীদ স্যার লেট করা পছন্দ করেন না, হাসাহাসিও পছন্দ করেন না। বলতে গেলে একরকম কোন কিছুই তার পছন্দের তালিকায় নেই। মৌ আপা অবশ্য সেদিন ঠিকই ধরেছিলেন। ফাতেমা বলেছিল, শহীদ স্যার নাকি গোলাপ ফুল অসম্ভব ভালোবাসেন।

ঐদিন তার জন্মদিন ছিল, ফাতেমা তাকে বিকালে যেতে বলেছিল। ওরা অবশ্য জন্মদিন টিন কিছু করেনা। ফাতেমা তাকে যেতে বলেছিল সেই জন্য, তা না হলে কখনো যেত না সে। খালি হাতে কেমন লাগবে তাই সে হুমায়ুন আহমেদের "দারুচিনি দ্বীপ" বইটা আর দু'টা লাল গোলাপ নিয়েছিল স্যারের জন্য। তাকে সরাসরি হাতে তুলে দেবার মতো বোকামী সে অবশ্য করেনি, ফাতেমার কাছে রেখে এসেছিল, উনি তো বাড়িতেই ছিলেন না। খালাম্মা দুঃখ করেছিলেন, আমার এই ছেলেটা খাটতে খাটতে শেষ হয়ে যাবে। বাসায় এতগুলোকে ব্যাচে পড়াচ্ছে, তাতে কী হয় না। এখন বাইরেও টিউশনী করতে যায়। বছরের একটা দিন কত শখ করে ওর জন্য পায়েস করলাম... একটা জন্মদিন তাও ঘরে থাকতে পারল না।

– শহীদ স্যার বুঝি পায়েস ভালোবাসেন খালাম্মা?

– আর ভালোবাসে। খাওয়া দাওয়ার কিছু ঠিক নাই।

ঐ সময় ফাতেমার কাছে এই নতুন খবরটা শুনেছিল মৌটুসী।


www.pathagar.com

শহীদ স্যার বনানীতে একটা বিরাট বড়লোকের বাড়িতে টিউশনী পেয়েছে। ভাই ল্যাবরেটরীর ছাত্র আর বোন ভিকারুন নেসা নুন স্কুলে পড়ে। ওদের দু'জনকে সপ্তাহে তিনদিন করে অংক করাবেন শহীদ স্যার। গাড়ি এসে নিয়ে এবং দিয়ে যাবে আর মাসে দু'হাজার টাকা। এত ভালো টিউশানী না করে উপায় আছে। অথচ মৌটুসী এই সংবাদে মোটেও খুশি হতে পারেনি। ভিতরে ভিতরে অকারণে অসম্ভব রাগ উঠেছিল তার। বইখানা আর ফুল দুটো রেখে চলে এসেছিল সে। তারপর পর পর দু'দিন পড়তে যায়নি।

সে তার টেস্টের রেজাল্ট পেয়ে গেছে গতকাল। সেইজন্য আজ বেজায় ফুর্তি মনে নিয়ে শহীদ স্যারের সামনে যাবার একটা উগ্র ইচ্ছা ডানা মেলেছে তার সর্ব শরীরে, স্যারের সব বকা হাসি মুখে হজম করতে পারবে মৌটুসী।

ঠিক পনেরো মিনিট লেটে সে ড্রয়িং রুমের পর্দার পাশে এসে দাঁড়ায়, এই ঘরেই পড়ান স্যার। মোট তারা দশজন, বেশি দেরী করলে বসার জায়গা পাওয়া যায় না, স্যার তখন একটা বেতের মোড়া টেনে আনেন, আর প্রবল বিরক্তিতে তখন তাঁর চেহারা ঠিক বাঙলা পাঁচ এর মত দেখতে হয়, শহীদ স্যার তার মুখের ভাব ওরকম করলে হাসি চাপতে মৌটুসীর সাংঘাতিক কষ্ট হয়।

– স্যার, আমি?

– কে, ও মৌটুসী, আসো ভিতরে আসো, এত দেরী কেন, অংক করতে এসেছ নাকি তামশা দেখতে–

– জী, স্যার।

– বসো, বসবে কোথায়, দাঁড়িয়ে থাকো।

–আচ্ছা।

ফাতেমা অসহায়ভাবে একবার স্যারের দিকে তাকায় এই সময়, নিজের ভাই হলে কী হবে শহীদ স্যারকে ও খুব ভয় পায়, ফাতেমা দুবার এস. এস. সি–তে গাড্ডা মেরেছে এখন আবার মৌটুসীদের সঙ্গে দেবে। ও পড়াশুনায় ভালো না হলেও মৌটুসীর সবচে ভালো বন্ধু। মৌটুসী ওকে যথাসাধ্য সাহায্য করছে, যাতে এবার অন্তত সে উৎরে যায়। এস. এস. সি'র বেড়া ডিঙ্গাতে পারলেই হল, ফাতেমা আর পড়তে চায়না। কিন্তু শহীদ স্যার অত সহজে ছেড়ে দেবার চায় না, তিনি চান ফাতেমা কম পক্ষে বি, এ, পাস করুক।

–স্যার, আমার টেস্টের রেজাল্ট পেয়েছি।

–খুব ভালো কথা। প্লেস আছে?

– জী, স্যার তৃতীয় হয়েছি।

– তোমার কোন স্কুল যেন।

– অগ্রণী স্যার।

– টোটাল কত?

– আটশত পঁয়তাল্লিশ স্যার।


www.pathagar.com

– বলোকী, চমৎকার।

চশমার কাচের মধ্যে শহীদ স্যারের চোখ জোড়া জ্বলজ্বল করে ওঠে। '– অংকে কত পেয়েছ, জেনারেল আর ইলেকটিভে–

– স্যার জেনারেলে হানড্রেড আর ইলেকটিভে এইটটি থ্রি–

– খুব ভালো। ইলেকটিভে খারাপ করলে কেন? অন্য মেয়েরা এখন ঈর্ষার চোখে তাকে দেখছে। ভালো মেয়েরা সাধারণত স্টুডেন্টদের কাছে পড়েনা, তারা সবাই দলবেধে অগ্রণী, ল্যাবরেটরী আর হলিক্রশের প্রফেসনাল টিচারদের কাছে যায়।

বাবা তো তাকে প্রথম মাস্টারই দিতে চায়নি, মাকে বলে কয়ে সে নিজে শহীদ স্যারের কাছে অংক আর ফিজিকস কেমিস্ট্রি দেখে নেবার ব্যবস্থা করেছে। ফাতেমা তাকে বলেছিল, শহীদ স্যার ব্যাচে এস, এস, সি ক্যান্ডিডেটদের অংক করান। গত দু'বছর থেকে তিনি নিয়মিত নাইন টেনের ছেলে–মেয়েদের পড়াচ্ছেন। ছেলেদেরটা বিকালে। এই ব্যাচের মেয়েদের মধ্যে আরো ভালো ছাত্রী আছে তবে তারা কেউ মৌটুসীর ধারে কাছে আসতে পারে না। মোটামুটিভাবে প্রায় সব মেয়েই ভালো কিন্তু মৌটুসী তাদের থেকে আলাদা আর এই ব্যাখ্যাটা কখনো লক্ষই করতে চান না স্যার। একটুও পাত্তা দেন না তিনি মৌটুসীকে, এইজন্য রাগে বুক জ্বলে যায় তার।

এখন হয়তো তার টেস্টের রেজাল্ট শুনে স্যার যে বেশ খুশি হয়েছেন তা বোঝাই যাচ্ছে।

এতক্ষণে তাঁর খেয়াল হল মৌটুসী বসার জায়গা পায়নি, একধারে দাঁড়িয়ে আছে, তিনি যথানিয়মে বেতের মোড়াটা টেনে আনালন পাশের কামরা থেকে, বললেন, বসো দাঁড়িয়ে আছো, কেন?

মৌটুসী তাকে মনে করিয়ে দেয়না, একটু আগে তিনি তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছিলেন।

কোনমতে ঠাসাঠাসি করে সে টেবিলে তার খাতা রাখে। হঠাৎ স্যার সবাইকে সচকিত করে বলে ওঠেন।

– ধন্যবাদ মৌটুসী। তোমার জন্মদিনের উপহার আমার পছন্দ হয়েছে।

সব মেয়েরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করে দেখে মৌটুসী লজ্জায় এতটুকু হয়ে যায়। ওর দুই গাল কুচ ফলের মত টুকটুকে হয়ে ওঠে, খাতার উপর ঝুঁকে পড়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে। একটা ডেঁপো মেয়ে বলে ওঠে–কই স্যার আমরা তো কিছু জানিনা। মৌটুসীকে বুঝি একলা দাওয়াত করেছেন, আমরা কী দোষ করলাম।

– আমি কাউকেই ডাকি নাই। জন্মদিন টিন আমরা করি না। মৌটুসী হয়ত ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছিল–

– ফাতেমা আসতে বলেছিল আমাকে।

চোখে জল এসে যায় এইবার মৌটুসীর।


www.pathagar.com

## ॥ সাত ॥

মৌটুসী সন্ধ্যা হবার অল্প পরে ঘরে ফেরে। আসবার সময় তাদের পাড়ার অন্য আর একটি মেয়ে লতার সঙ্গে সে বরাবর রিক্সাতেই আসে। সন্ধ্যার পরে এই শীতের পথ কেমন গা ছমছাম লাগে তার। এমনিতে সে মোটেও ভীতু নয়, তবু সন্ত্রাসের দখলে এখন এই দেশ। রাতে নির্জন পথঘাটে একলা হেঁটে যাওয়াটা অল্প বয়সী মেয়ের পক্ষে বিশেষ শোভন কাজ না।

একদিন শহীদ স্যারই তাকে নিষেধ করেছিলেন রাত বিরাতে এভাবে একলা বের না হতে, বলেছেন।

– রিক্সা নাও, এখন বেশ অন্ধকার, এ সময় হেঁটে যাওয়া ঠিক হবে না।

– আমি যেতে পারব স্যার।

– রিক্সা নিতে তোমার অসুবিধা কি; নাকি সঙ্গে পয়সা নেই?

– তা না স্যার–

– তবে আবার কী? তর্ক করবে না। যা বলছি তাই করো, দাঁড়াও আমি রিক্সা ডেকে দিচ্ছি কোথায় যেন থাকো,

– সুলতানগঞ্জ, হাইস্কুলের কাছে।

সেদিন শহীদ স্যার নিজে রিক্সা ডেকে মৌটুসীকে তুলে দিয়ে তবে নড়েছেন। ব্যাপারটা মৌটুসীর মনে আছে, বেশ অবাক লাগলেও স্যারের ঐ মুরুব্বীগিরি তার মন্দ লাগেনি, স্যারকী তার নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তা করেন নাকি? ঐ দিনের পর থেকে ফেরার পথে আর কখনো হাঁটার সাহস করেনা মৌটুসী, লতার সঙ্গে ভাগাভাগিতে আসে।

বাসা এত চুপচাপ লাগছে কেন। মেহমানেরা কী এষা আপাকে আধটি পরিয়ে চলে গেছেন? এমন নীরব নিঝুম তো কখনো সন্ধ্যার পরে এ বাসা থাকেনা।

মৌটুসী প্রমিদের কামরায় উকি দেয়। বেশ ক'দিন পরে এষা আপা ঐ কামরায় স্থান নিয়েছে, কিন্তু ঘর অন্ধকার।

ব্যাপার কী। মৌটুসী হাত বাড়িয়ে দেয়ালের সুইচ টিপল, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার মতন এই অসময়ে শুয়ে আছে কেন এষা আপা ,আলো জ্বলে উঠতেই দেখে এষা আপা চোখে। হাত চাপা দিচ্ছেন। মনে হয় সে কাঁদছিল।

– কী হয়েছে আপা?

– কিছু না। তুই ওঘরে যা, আমার মাথা ধরেছে।

মৌটুসী আর তাকে ঘাটাতে সাহস করেনা। নিঃশব্দে বের হয়ে আসে।

যা ভেবেছি তাই, তাদের কামরায় সবাই মুখ গোমড়া করে বসে। কেউ কিছু বলছে না। কেউ যদি এদের মধ্যে তাকে সঠিক সংবাদ দিতে পারে সে হচ্ছে ঈষিতা। সে কোন কথা লুকাবে না, একটাও মিথ্যা বলবে না। হয় সে ঠিকঠিক পুরা ব্যাপার বলবে না হয় কিছুই বলবে না।


www.pathagar.com

– ঈষি, কী হয়েছে? এষা আপাকে আংটি দিতে বর পক্ষের লোকেরা আসেনি বুঝি।

– আসছে না আবার, সদল বলে, মোট ন'জন খেয়ে দেয়ে তারপর–

– তারপর?

– এখানে মনে হয় আপার বিয়ে হবে না।

– কেনরে ঈষি?

– কী জানি, ওরাতো আপাকে দেখে দারুণ খুশি। আংটি আর ঝুমকা এনেছিল –

তারপর কীজানি কী হল জানিনা, বড়দের ব্যাপার, মা ঐসব ফেরত দিয়ে ফেলেছেন, বলেছেন ঐখানে নাকি বিয়ে হবেনা।

– কেন?

– বললাম তো কিছুই বুঝতে পারছি না, তুমি মৌ আপাকে জিজ্ঞাসা করো, জানো টুসী আপা বরও এসেছিল, ইঞ্জিনিয়ার, আমেরিকা থাকে, দেখতে নাকি ভারী সুন্দর। ছোট চাচী বলেছিলেন রাজপুত্তুর ছেলে তবু মাও রাজিনা বাবাও রাজিনা। বেচারা এষা আপা–

– আচ্ছা তুই থাম। বেশি বকতে হবে না।

মৌ আপার চেহারাও আষাঢ়ের আকাশ হয়ে আছে, বোঝাই যাচ্ছে একটা অদরকারী বই সাংঘাতিক মনোযোগ দিয়ে পড়ছে। মৌটুসী খুব ধীরে মৌমিতার কাঁধে হাত রাখে।

– মৌ আপা?

– বল।

– বিয়ে ভেঙ্গে গেল কেন এষা আপার। সবাই তো খুব পছন্দ করেই – যৌতুক চেয়েছিল নাকি?

– ওসব কিছু না।

– তাহলে, আমেরিকাতে চাকরি করছে ইঞ্জিনিয়ার এ তো সুপার–এমন ছেলে আর কী পাওয়া যাবে?

– না পাওয়া গেলে না পাওয়া যাবে। তোকে এসব ভাবতে হবে না, বড় মামা, মামী দুই জনেরই মত নেই, কাজেই এখানে হবেনা।

– কিন্তু আমি যতদূর জানি মা'ই সব থেকে বেশি খুশি ছিলেন ঐ ঘটকী মহিলা যেদিন এই সম্বন্ধটা নিয়ে আসল।

– তখন বংশাবলি জানতেন না। যাক গে বাদ দে এসব টুসী, বড়দের ব্যাপার তারাই ভালো বুঝবে।

– কিন্তু এষা আপার মন ভেঙ্গে যাবে। এমনিতে কাউকে কিছু বলেনা, কিন্তু সত্যি বলছি মৌ আপা, এষা আপা আঘাত পাবে– তুমি তো জানোই সে কথা কম বলে কিন্তু–


www.pathagar.com

– রাত বেশ হয়েছে এসব বাজে কথা রাখ। ঈষি, প্রমি ওদের নিয়ে খাওয়াটা সেরে ফেল বোন, যা টেবিলে যা–

মৌটুসী আর তর্ক করেনা। কিন্তু ভিতরটা ওর বিস্বাদ লাগে।

ঘুম আসেনা মৌমিতার। মাথার ভিতরটা তীব্র যন্ত্রণায় ফেটে যেতে চাইছে ...খুব কষ্ট হচ্ছে তার। মায়ের ডাইরীটা শেষ করে ফেলেছে মৌমিতা। সে এখন মোটামুটি প্রজাপতির মত স্বপ্ন মাখা তার মায়ের ছোট্ট রঙীন হৃদয়ের খুব কাছে চলে এসেছে .. তার বোকা কল্পনা বিলাসী কিশোর মা, মস্তিষ্ক নয়, আবেগের তাড়নায় ভেসে যাওয়া ছোট্ট ভুলে সব কিছু হারিয়ে ফেলেছে। রঙের উজ্জ্বলতায়। ধাঁধিয়ে গেছে সেই কিশোরীর অবাক দৃষ্টি, তাই সে গ্রহণ করেছিল হীরে ফেলে কাচ। নিজের জীবন দিয়ে তার মাশুল তো তাকে দিতে হয়েছে.. মৌমিতা তবু তাকে ঘৃণা করতে পারল না, তাঁর ভ্রান্তির এই করুণ গল্প বরং তাঁর জন্যে এক অপার্থিব মমতার জন্ম দিচ্ছে...

আরো বেশি ভালোবাসতে ইচ্ছা করছে তাঁকে। তার মা বিনু নামের সতেরো বছরের এক বিভ্রান্ত কিশোরীকে! মৌ এর চোখ জ্বালা করে ওঠে .. তীক্ষ্ণ সুচালো কিছু ফুটে গেলে যেমন, তেমনি চিনচিনে যন্ত্রণা হতে থাকে। মনে মনে ঠিক করে সে তার মায়ের কবরটা দেখতে যাবে। নিঃশব্দে গিয়ে দাঁড়াবে তার পায়ের কাছে, একগুচ্ছ ফুল রেখে আসবে। মনে মনে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা জানাবে। শত বিপদ বাধা ঝড় ঝাপটার মুখোমুখি তার মা একদিন অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে গেছে, তাকে জন্ম দিয়েছে তার মা....এই সুন্দর পৃথিবী, আলো মাটি হাওয়া এইসব সবকিছু হাসিমুখে পেরিয়ে গিয়েছে শুধু তাকে জন্ম দেবে বলে... এই মাকে সে কখনো করুণা দেখাবে না আর তাঁর প্রাপ্য উপেক্ষা নয়, করুণা নয়, তাঁর প্রাপ্য সত্যিকার মোহন পবিত্র ভালোবাসা , মৌমিতা তাকে চিরজীবন তাই দেবে, তাই দেবে। আর সেই অদ্ভুত মানুষটা মাসুম সাহেব, কী আশ্চর্য এক প্রগাঢ় ব্যক্তিত্ব। মৌমিতার ইচ্ছা হয় আবার তাঁর পাশে গিয়ে বসে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক নান্দিত বিকেলে তাঁর পুরনো জীবনের গল্প শোনে। মৌমিতা যাবে। তাকে যেতেই হবে। তিনি জানেন তার কিশোরী মায়ের সব হারানো দিনের দিনপঞ্জি। তিনি যে মাকে খুব কাছে থেকে দেখেছেন। মা কেন এত অবুঝ হলেন, বোকা হলেন, মুহূর্তের ভুলে তাঁর সোনালী জীবনের সব স্বপ্ন তছনছ হয়ে গেল। মায়ের ডাইরীতেই আছে অগোছালো ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন সব সংলাপ।

ইডেন হোস্টেল নভেম্বর '৭০

মাসুম ভাইয়ার পত্রবন্ধু এনথনি রেমাসের সংগে পরিচয় হল। বাংলাদেশে বেড়াতে এসেছেন, মনে হয় কিছুদিন থাকবেন ...আশ্চর্য স্বাপ্নিক লোক। যেমন দেবদূতের মতন তাঁর নিষ্পাপ চেহারা, তেমনি সরল সাদাসিধা ব্যবহার। অবশ্য মাসুম ভাইয়া যেমন মানুষ তাঁর বন্ধু এমন লোক না হলে মানাবে কেন। জার্মান এম্বেসীতে রেমাসের বড়ভাই কাজ করছেন, এই জন্য এই দেশে আসতে তাঁর বিশেষ অসুবিধা হয়নি নাকি। কী অপূর্ব দুটি নীল চোখ তাঁর। পৃথিবীতে পুরুষ লোক এত যে সুন্দর থাকতে পারে তা ছিল


www.pathagar.com

আমার কল্পনার বাইরে। সবার জন্য ছোট ছোট প্রেজেন্ট নিয়ে এসেছেন। আজ হারুন চাচার বাড়িতে ওর সম্মানে মাসুম ভাইয়া ছোটখাটো একটি পার্টি দিয়েছিলেন, মাসুম ভাইয়া আমাকেও নিয়ে গেলেন। এসে ..না পেলেই ভালো করতাম... সে যেন শরৎ আকাশের জ্যোৎস্না ঝরানোর সোনালী রঙ চাঁদ দেখে দেখে আশা মেটে না। আমি যে অতি সামান্য, চন্দ্রমুখি শাপলা ফুল। রেমাস আজ মাসুম ভাইয়ের দেয়া পাজামা আর সিল্কের পাঞ্জাবী পরেছিল... সোনালী ফ্রেমের চশমার সাদা কাচের আড়ালেও কী প্রখর সুনীল ছিল তার দুই চোখ...তিনি আমাকে দেখে মন্তব্য করলেন... মিস অলিভ। জলপাই রঙ বালিকা নাকি আমি ... জলপাই রঙ মানে কী? তবে যে সবাই বলে আমি নাকি সিলেটি কমলা ...কোনটা ঠিক... সবাই ফুল না বলে আমাকে কেবল ফলের সংগে তুলনা করে কেন!

মৌমিতা মুগ্ধতার মায়া কাজল পরা। তার বিভ্রান্ত মায়ের, প্রজাপতির মত চঞ্চলা অথচ সংশয়াকুল চেহারা ঠিক বুঝতে পারে। শহীদ স্যারের নামে রক্তাভ হয়ে ওঠা মৌটুসীর মুখের সংগে এর যে বড় মিল। জার্মান দেশ থেকে বেড়াতে আসা ভিনদেশী এক যুবকের অপর্যাপ্ত রূপ দৃষ্টি বিভ্রম ঘটিয়েছিল তার মায়ের। সেদিনের সেই কিশোরী তার অনেক কাছে দাঁড়ানো প্রকৃত বন্ধুকে চিনতে পারেনি ...মোমের মত স্নিগ্ধ দীর্ঘ শিখার কোমল আলো ফিকে হয়ে গেছে সেই বিদেশী যুবকের চোখ ধাঁধাঁনো দুশো ভোল্টের অত্যুজ্জ্বল আলোয়। তার মা ভুল করেছেন। সে হলেও কী তাই করত না।

মাসুম ভাইয়া... মাসুম ভাইয়া, মায়ের ডাইরী জুড়ে সহস্রবার এই আটপৌঢ়ে নাম বারবার উল্লিখিত হয়েছে। অত্যন্ত দরকারি সাধারণভাবে এই নাম কোন আবেগের রঙে প্রগাঢ় ব্যঞ্জনা পায়নি কোথাও অথচ কত নিত্য নৈমিত্তিক কত অপরিহার্য ছিল এই যুবক তার মায়ের জীবনে, মৌমিতা অন্তর দিয়ে তা অনুভব করে অথচ তবুও মা কেমন করে এমন বিভোর আর উদাসীন হলেন তাও সে ভেবে পায়না। এক জায়গায় সামান্য কিছু স্বগতঃ সংলাপ মৌমিতার চোখে জল এনে দেয়.. হায়রে, মা এই কথাগুলি যদি লিখতেই পেরেছিলেন, এই নিয়ে গাঢ় ভাবে চিন্তা করেন নি কেন-

মধুকুঞ্জ ১৯ ডিসেম্বর- ৭০

এভাবে জড়িয়ে পড়ব আমিও ভাবিনি। কিন্তু সব কী আমার একার দোষ, আর কারো নয়? তাঁর এত কেন জ্বলে। আমি কি তাঁর বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছি। আজকাল অদ্ভুত ব্যবহার শুরু করেছেন, এই সব বাড়াবাড়ি আমি একটুও সহ্য করব না। আমিও আজ দিয়েছি মুখের উপর ঝামা ঘষে। এই ভারী আমার মুরব্বী। যেন হারুন চাচা নয়, সেই আমার আসল গার্জেন। আমি কি তাঁকে সেধেছিলাম তাঁর জন্মদিনে দাওয়াত দিতে? সেইতো হোষ্টেল থেকে নিয়ে আসল নিজে। রেমাস যে সবার সামনে ঐরকম যাচ্ছে তাই একটা কাণ্ড করবে আমি কী জানি। আফটার অল রেমাস, তাঁর বন্ধু..সে নিজেই তাকে ডেকে এনেছে। বলে কিনা চড়িয়ে ঠিক করবে আমাকে ইস সাহস কত দিয়ে দেখুক তো একটা চড়, আমি মধু চাচীকে বলে দেবনা।


www.pathagar.com

এখানে কোথায়ও মায়ের রাগ উদ্গিরণের ব্যক্তিটির নাম উল্লেখ নেই অথচ মৌমিতার মনে হয় যার নাম এখানে উহ্য সে মায়ের মধুচাচির মাসুম সাহেব।

মায়ের ডাইরী ঠিকমত লেখা নেই কোথাও বহু পাতা খালি। কিছু কিছু লেখা চোখের জলে ঝাপসা, পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় না। বহুদিন পর প্রগাঢ় সংশয়ের দোলায় ব্যাকুল বিভ্রান্ত কিছু সংলাপ।

ইডেন হোষ্টেল ফ্রেবুয়ারী ৭১।

নিউ মার্কেটে পিছনে পিছনে আসছিল সে আমার। ছোট্ট অভিমানী বালকের মতন ব্যাকুল ছিল তার আব্দার অনুনয়। সেই সময় নিজেকে ইচ্ছে করেই অনেক কঠোর রেখেছি আমি। ঈশ্বর জানেন বুক দুলছিল আমার, মন ভেঙে গুড়িয়ে যাচ্ছিল "লক্ষ্মীটি একটি বার শোন, একটি বার ক্ষমা করো লক্ষ্মীটি" যেন সে চির চেনা সহজ হাসিখুশি সেই লোকটা নয়, অনেক দুর্বল এক শিশু। যার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে প্রিয় খেলনাটি হারাবার আশঙ্কায়। কিন্তু হে ঈশ্বর আমি কি করতে পারি। তুমি সব জানো আমি তো তাকে আর সে যে অনেক দেরী করে ফেলেছে। সে যদি এতই আমাকে ভালোবাসে তা সরল ভাষায় কখনো কেন বুঝিয়ে বলেনি, তা হলে তো আর এমন হতনা। সে ধরেছিল উল্টাপথ যেন আমাকে জবর দখল করবে।

আমাকে আর তার প্রিয় বিদেশী বন্ধুকে জড়িয়ে বাবাকে পর্যন্ত লিখছে .. বাবা লিখেছেন আমার লেখা পড়া বন্ধ করে দেবেন, আমি নাকি গোল্লায় গেছি। সাহস কত তার। আমার নামে বাবাকে লিখে, এখন আবার ক্ষমা চাওয় ঢং কত। যেন তাহলে আমি গলে যাবো। তার কষ্টে আমার বুক সত্যি ফেটে যাচ্ছে..হে ঈশ্বর তুমি সত্যি জানো, আমি তো আর তাকে কোনমতেই হ্যাঁ বলতে পারিনা। আমি এখন রেমাসের কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ শুধু অঙ্গীকার না, আমার ওপর এখন একমাত্র এনথনি রেমাসের অধিকার। হে আল্লাহ। তুমি আমাকে মাফ করো। তুমি ফুলের মত কোমল মাসুম ভাইয়ার নরম বুককে আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা দাও। আমি আজ তার চোখে জল দেখেছি, হে আল্লাহ। আমাকে পথ দেখাও। আমাকে সাহস দাও।

ডাইরীটা হাতে পাবার পর এইসব অংশ কতবার যে পড়ল মৌমিতা .. মাসুম সাহেবের সঙ্গে পরিচিত হবার পরে নতুন করে আবার গুরুত্বপূর্ণ সংলাপ স্বগাতোক্তিগুলো খুলে পরতে পরতে যেন ঘ্রাণ নিলো। চোখ বেয়ে টপটপ করে জল গড়িয়ে পড়ে এখন মৌমিতার ..এখন আর তার মায়ের জীবনের ভালোবাসার কোমল অক্ষরগুলো জটিল কোন ধাঁধাঁ লাগে না, খালি ভুলে ভ্রান্তিতে কষ্টের ফাঁদে আটকে ব্যর্থ বিফল হয়ে যাওয়া এই দুই ব্যক্তির জন্যই বুক ফাটে তার।

নিদ্রাহীন রাতের প্রহর গড়িয়ে যায় নদীর মতন নিঃশব্দো, মৌমিতা টের পায়না সে এখনো অতীত দিনের হারিয়ে যাওয়া শুকনো বকুল ফুলটির সুগন্ধ খোঁজে ..রাত ভোর হয়।


www.pathagar.com

## ॥ আট ॥

সকালে নানাজান বরিশাল থেকে নানীকে সাথে করে নিয়ে আসেন। মৌমিতাই সবার আগে টের পায়, প্রায় ভোর বেলা সবে দুই চোখ এক করেছিলো বাসার সামনে স্কুটার থামার শব্দ শুনে সে তাড়াতাড়ি বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায় যা ভেবেছিল তাই, নানা নানী মুন্না মামার বিয়ে খেয়ে সহি সালামতেই ফিরে এসেছেন। দারোয়ান ভাইকে কোলাপসিবল গেট খুলতে বলে সে কাজের বুয়াকে তাড়াতাড়ি ডাক দেয়। নানার অভ্যাস তো জানে। এখন নানা গরম পানিতে গোসল করতে চাইবেন তারপর সাথে সাথেই চা। বড় মামী, মুন্নী মামী নীচে আছেন উঠে আসতেও অনেকটা সময় লেগে যাবে।

নানী উপরে উঠে আসতে আসতে ঈষিতা, মৌটুসী, প্রমি সবগুলো চোখ মুছতে মুছতে উঠে আসে কে কার আগে তাঁকে সালাম করবে। সবাই সমস্বরে চিৎকার করছে ক্রমাগত -দাদী কেমন আছেন, আমাদের জন্য কী এনেছেন।

নানী হাসতে হাসতে তাঁর আদরের নাতনীদের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। এইসব ক্ষুদে পরীগুলোকে ছেড়ে এখন যে তিনি নিজের বাপের দেশেও বেশি দিন টিকতে পারেননা সেই কথা আর ভাঙেন না। বলেন,-তোমাদের জন্য খেজুড়ের গুড় আর চিতই পিঠা নিয়া আসছি আমার বড় ভাবী কইরা দিছেন। ভিজাইন্যা পিঠা আর সেওই পিঠাও আছে,তাড়াতাড়ি সোনারা হাত মুখ ধুইয়া আসো।

এতক্ষণে নজর পড়ে সাধের নাতির কোন চিহ্ন ত্রিসীমানায় নাই এতগুলো নাতনী তাঁকে বেষ্টন করে আছে তবু তাদের কোন মতে ছাড়িয়ে নিয়ে তিনি গলা তুলে ডাকেন আরে নিপন কই আমার নীপু সোনাভাই কইরে উঠাইয়া আন ভালো থাকতে থাকতে কয়খানা পিঠা খাউক। সেই গত সন্ধ্যায় বানাইন্যা পিঠা। ও মুন্নী ও শানু আসো ছেলে পেলেরে পিঠা মিঠা দেও, আমি একটু কাত হই....।

বাস্তবিক নানীকে বেশ কাহিল দেখাচ্ছিল। তিনি যে এই শীতের মৌসুমে বরিশাল থেকে সুস্থ শরীরে ফিরতে পারছেন এই ঢের।

মৌমিতা নানীর সুটকেস বিছানা বালিশ খুলে গুছিয়ে ঠিক ঠাক করে দেয়। কম্বল টান টান করে মেলে, নানী কোন শব্দ না করে বিছানায় উঠে বসেন।

এই সময় এষা আপা ধীরে ধীরে ঘরে এসে নানীকে সালাম করেন। তার ভাবলেশহীন শান্ত সমাহিত মুখ দেখে বোঝার কোন উপায় নেই। যে ভিতরে ভিতরে তিনি কতখানি বেদনার্ত। মৌমিতা অবশ্য ঠিকই বোঝে, সদা প্রসন্ন এষা আপার শান্ত কমনীয় মুখের উপর কেমন শুকনো মলিন একটা ছায়া যেন ঝুলে আছে।

খুব শান্ত কণ্ঠে এষা আপা বললেন,-ভালো আছেন তো দাদী, পথে কোন কষ্ট হয় নাই তো?


www.pathagar.com

– ভালোই আছি। আর কষ্ট কিরে বোন। হাসতে হাসতে নানী বলেন কত বছর পরে বাপের দ্যাশে গেছি..বিয়ে শাদি হউক তখন বুঝবা বোন বাপের দ্যাশে নাইওর যাওন কী জিনিস, বড়ো শান্তি পাইছি বোন। বড়ো খুশী হইছি সবাইকে পাইয়া..তবু তোমাদেরও ছাইড়া থাকতে পারি কই... মাইয়ালোকের জীবন য্যান দুই নৌকায় পা কোন খানরে ভুইল্যা বেশিদিন থাকন যায় না।

– নানী আপনি কিছু খাবেন না এখন? মৌমিতা নম্রসুরে জিজ্ঞাসা করে।

পরে, নীপন আসুক, দুই একটা কথা কই তারপর খাবনে ওর সঙ্গে তুই যা বোন তোর মামীদের একটু ডাকদে–

– আমরা আসছি মা। মুন্নী মামী আর বড় মামী দু'জনে নানীকে এসে ছালাম করে। তারপর দুইজন এক সাথে কিচেনে ঢোকে।

ডাইনিং টেবিলে ততক্ষণে নানাজান এসে পড়েছেন। এষা আপা নানাকে চা নাস্তা দিচ্ছেন, নানা এত ভোরে ঠাণ্ডা জিনিস পছন্দ করেন না তাঁর চিরজীবন একরকম নাস্তা সেদ্ধরুটি ডিমপোজ আর মুগডালের চচ্চড়ি আর চা।

মুন্নী মামী টেবিলে পিঠা বেড়ে দিতে থাকেন। অনেক দিন পর হঠাৎ ঘর যেন ভরাভরা লাগে যেন কী উৎসব এই বাড়িতে।

মৌমিতা নাস্তার টেবিলে এখনি বসেনা। এক ফাঁকে সে ছাদে চলে আসে। বেশী ভিড় আজকাল কেন যে তার ভালো লাগেনা। ছাদে এসে সে চমকে ওঠে। খোলা ছাদে শীষ দিতে দিতে পায়চারী করেছেন নীপন ভাইয়া, রীতিমত আজব ঘটনা।

তুমি, এত সকালে, ভুল করে নাকি?

– কী আর করা, যে হট্টগোল শুরু হয়েছে বাড়ীতে, বিয়ে বাড়িও হারমানে। ঘুম ভেঙ্গে গেল মাথা টনটন করতে লাগল ভাবলাম ফ্রেস হাওয়াতে একটু যদি ভালো লাগে।

– ভালো লাগছে?

– মোটামুটি মন্দ না। ওহ তোদের গোলাপগুলো দারুন .. বাই দা ওয়ে থ্যাংকয়্যু ফর দোজ ফ্লাওয়ার্স-

– কোন ফ্লাওয়ার?

– কেন গত কালই তো, নাকি পরশু আমার রুমে কাচের গেলাসে যে দুটা রক্ত গোলাপ সাজানো ছিল?

– আমি তো জানিনা কিছু, নির্ঘাত টুসীর কাজ? বড় বাড় বেড়েছে কেচি দিয়ে ওর আংগুল যদি না কেটে দেই তো কি বললাম।

– যাকগে ধন্যবাদ দিতে গিয়ে মহা যন্ত্রণা হল দেখছি।

– তুমি দেখোনা নীপু ভাই, এই যে গাছগুলো আলো হয়ে এইগুলো ফুটে আছে, এগুলো ছেঁড়া উচিত, বলো? সত্যি কথা বলো ছাদে এসে এইসব দেখে তোমার মন ভালো হয়ে যায়নি?



www.pathagar.com

– আমার মন কিন্তু কখনোই তেমন খারাপ থাকে না–

– তা থাকবে কেন? ভূত ভবিষ্যতের কোন ভাবনা তোমার থাকলে তো?

– অত ভাবাভাবির কিছু নেই, জীবন ক'দিনের জন্য, কবি কী বলেছে জানিস না "জীবন যেন পদ্ম পাতায় জল।" কখন যে গড়িয়ে পড়বে ভরসা কি?

– বাজে কথা বলো না। এই সব হল কুঁড়েমি কথা, কখন মারা যাব, সেইজন্য হা করে বসে থাকব নাকি, মরতে হবে সবাইকে, যখন হবে তখন কিন্তু যতটুকু সময় আছে তাকে তো কাজে লাগাতে হবে নাকি?

– কত আর কাজে লাগাবি, সবাই কাজ করতে আসেনি তোর মার কথাই ধর, অমন ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট, হলিক্রসে ভর্তি হল সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ...কী, আসলে হল কী?

– সবসময় মা'র কথা বলে তুমি কেন আমাকে কষ্ট দাও নিপু ভাইয়া, মার জন্য মরে যাওয়াই ভালো হয়েছে হয়ত। তার ঈশ্বর তাকে পথ দেখিয়েছেন, তাকে শান্তি দেখিয়েছেন-এই দুনিয়াতে শয়তানী আর ভণ্ডামী ছাড়া আর কী আছে।

– মৌমিতা! ওহ আই য়্যম সরি। প্লিজ রাগ করিস না।

মৌমিতা চুপ করে রইল।

– ওয়েদার কেমন দেখলি, ক্লিয়ার আছে ত নাকি?

– মানে?

– তোর বড় মামা কী এরাউণ্ডে আছেন, নাকি তিনি অলরেডি গান–

– খেয়াল করিনি। তোমার কিন্তু নীচে যাওয়া উচিত, নানী বসে আছেন তোমাকে সংগে নিয়ে পিঠা খাবেন–

– হ্যা। সেই সংগে তাঁর বড় ভাইজানের সর্বশেষ অপোগণ্ড এক চোখ টেরা মেয়েটির এক কোটি গুণ বর্ণনা করবেন।

সবাই আমাকে ভেবেছে কী বলত?

– এই সর আবার কী রহস্য?

– রহস্য কিছু না। সর্বসত্য ঘটনা, তুই তাহলে কিছু জানিস না।

– নাতো, কী ব্যাপার বলোত নীপু ভাই?

– দাদীর বড়ভাইজান, মানে সম্পর্কে আমার দাঁড়াল গিয়ে দাদা তাইনা।

– হ্যাঁ।

ওনার একটি সর্ব সুলক্ষণা এক চোখ টেরা কন্যা রত্ন আছে বিয়ে হচ্ছেনা অবশ্য।

– বুঝলাম, তাতে কী হয়েছে সে তোমার খালা হয়।

– হ্যাঁ। দাদীর ইচ্ছা ওই খালা রত্নটিকে ঢাকায় এনে রাখবেন, পাত্র খুঁজব আমি, নাকের ডগায় মুলার মত ঝুলবে, – যিনি ইহাকে বিবাহ করিবেন তাহাকে সুইডেন পাঠানো হইবে। মুন্না মামাও তো সুইডেন থাকে সেইজন্য-



www.pathagar.com

– তোমার যত বাজে ঠাট্টা। নানীর তো মাথা খারাপ হয় নি? এষা আপারই বিয়েটা গেল নাকচ হয়ে সবার মন খারাপ.. এখন ঐ সব ঝামেলা কেউ চাইবেনা, বড় মামা তো নয়ই-

– সেই জন্যেই তো দাদী আম্মাকে ভজাচ্ছেন। বরিশাল যাবার আগেই বলে গেছেন ঐ মেয়ের পাত্র এনে দিলে আমি সুদ্ধ সুইডেন.. যেন সুইডেন ওনাদের পৈত্রিক হয়ে গেছে আরকি–

– রাখো বাদ দাও, ভালো কথা নীপু ভাই, তুমি কী ছিলে নাকি সন্ধ্যায়, পাত্র পক্ষ যখন আসলো, কাল।

– ছিলাম।

– কী ব্যাপার প্লিজ বলোনা আমাকে, পাকা কথা দেবার বদলে সবকিছু ভাঙচুর হল যে?

– মৌমিতা, শুনলে তুই দুঃখ পাবি। এষারও নিশ্চয় খারাপ লাগবে। এই ব্যাপার পুরো চেপে যাওয়াই ভালো।

– আমি কাউকে বলব না, প্লিজ নীপু ভাই?

– রূমকী নামের একজন মহিলার ছোট্ট দেবর হচ্ছেন আমাদের আমেরিকা প্রবাসী পাত্র।

– তাতে কী হল?

– ঐ মহিলা এমন এক পরিবারের মেয়ে, যাদেরকে তোর বড় মামা এবং মামী, বলা যাক আমাদের হোল ফ্যামিলি ডিজলাইক করে।

নীপু ভাই ভদ্রলোক রূমকীর ভাইতো নয়, দেবর। তাহলে সে সম্পূর্ণ অন্য পরিবারের ব্যক্তি–

– জানি। কিন্তু রূমকী থাকা মানেই কোন না কোন ভাবে এসে যাবে সেই পুরনো প্রসঙ্গ যেটা এরা ভুলে থাকতে চান।

– রূমকি ধানমণ্ডি ১৯ নম্বরের যে 'মধুকুঞ্জ' বাড়িটায় আমরা গিয়েছিলাম, সেই বাড়ির মাসুম সাহেবের ছোট বোন, নয়তো?

– য়্যু আর কোয়াইট রাইট!

– কী ভয়ানক ব্যাপার বলোত। একজনের একটা ভুলের জন্য কি বংশ পরম্পরায় এইসব চলতে থাকবে নাকি.. তাছাড়া রূমকী তাহলে বড়মামীরই চাচাত বোন ঠিকনা?

– আপন চাচাত বোন না। দূরের সম্পর্ক–

– কিন্তু বোনত ... তুমি এইসব মেনে নেবে নীপু ভাই? বেচারা এষা আপা মনে হয় খুব পছন্দ করেছিলেন ভদ্রলোককে -আমি ভাবতাম বড়মামীর মন বেশ নরম, এখন দেখছি, যাক এমন সুপাত্র আর পাবেন কোথায় শুনি?-


www.pathagar.com

এইসব চিৎকার করে কোন লাভ নেই। বীনু ফুপুকে বাঁচাতে গিয়ে ঐ ভদ্রফ্যামিলির অত্যন্ত ভদ্র একটা মানুষ নিজের নাম পর্যন্ত লিখে দিয়েছে তোর বাপের খাতায় তুই পরিচয় পেয়েছিস। এই বংশ বদনামী থেকে রক্ষা পেয়েছে... ওরা এইভাবে তার মূল্য পরিশোধ করছে একবার চিন্তা কর।

– তুমি জানো নীপু ভাই?

– আমি সব জানি। কিভাবে জানি তা জিগ্যেস করিস না, বলতে অসুবিধা আছে। তবে এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট .. তোর বাবার নাম সৈয়দ মাসুম আরমান ...তিনি একচুয়েলি লেট নন, পুরোপুরি এলাইভ এবং তিনিই রুমকীর বড় ভাইজান... প্রকৃত প্রস্তাবে যদিও তিনি তোর জন্মদাতা নয়, কিন্তু পেপারে তো তিনিই আছেন। কিন্তু তোর সার্টিফিকেটগুলোতে আমরা তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে লেট বানিয়ে রেখেছি ... যাতে কখনো বীনু ফুপুর অতীত কেউ খুঁচিয়ে না তুলতে পারে।

মৌমিতা বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে থাকে। মাসুম সাহেব .... সেই মায়ের ডাইরীতে যে ব্যাকুল যুবককে এক বুক প্রত্যাখ্যানের তিক্ততা এবং জ্বালা নত মস্তকে মেনে নিতে হয়েছিল... সেই এসেছিলেন বিপদের দিনে বন্ধু হয়ে।

– আমার ভালো লাগছে না নীপু ভাই, আমি নীচে যাচ্ছি–

– কি রকম? এই ছাদ আলো করে ফুটে থাকা গোলাপ বালারা তাহলে তোর অসুখী মনটাকে ভালো করে তুলতে পারছে না?

– আমার অসহ্য লাগছে, এখন ঠাট্টা কোরনা, আই য়াষ্ট কে 'নট থ্যাঙ্ক দেম এনি মোর।

– মৌ, মৌ শোন, শোন একটু প্লিজ।

– আমি দরজা লাগিয়ে ঘুম দেব, পীল খাবো যা ইচ্ছে তাই করব–

– ফরগেট ইট। তারচে নাস্তা টাস্তা খাওয়া হলে আমার সংগে বেড়াতে যাবি?

– হঠাৎ? এই সময়।

– এক বন্ধুর গাড়ি যাবে। ওরা অবশ্য সস্ত্রীক, নিউলি ওয়েডস তাতে কী, আমাকে সংগে নিতে চাইল, খুব ধরেছে– বোটানিক্যাল গার্ডেন, যাবি মৌ?

– তোমাকে একলা বলেছে।

– আমি একজন বন্ধুকে সংগে নিতে পারি বলেছি.. ওরা রাজি, ঢাউস গাড়ি ওদের। জীবনে অমন গাড়িতে চড়ার দ্বিতীয় চান্স পাবো কিনা বলা যায়না।

– সে তুমি যাও, মানুষের ঢাউস গাড়িতে চড়ার জন্যে আমি পাগোল না।

– মৌ, শোন মৌ গেলে ভালো করতি।

– আমাকে অত সেধোনা নীপু ভাই , আমি যাবনা।

মৌমিতা আর দাঁড়াল না। নীচে নেমে গেল তার পরেও কমলা রঙের অপূর্ব সেই রোদেলা সকালে অনেকক্ষণ বিবাগী ভ্রমরের মত একলা একলা ছটফট করতে থাকে নীপন। চতুর্দিক ঝলমল করে হাসিমুখে তাকিয়ে রইল গোলাপ কলিরা, কেউ চোখ খুলল কেউ খুলল না কিন্তু ভোরের বাতাস সুবাসে আশ্চর্য মদির ছিল।



www.pathagar.com

## ॥ নয় ॥

বেশ বেলা করে ঘুম ভাঙে মৌমিতার কতক্ষণ এভাবে ঘুমিয়েছে কে জানে। রাতে প্রচণ্ড মাথা ধরেছিলো, ট্যাবলেটও খাচ্ছিল না পরে নিজে নিজে দুটো বিষণ্নতার ওষুধ খেয়ে নিয়েছিল। আজ আর ক্লাসে গিয়ে কোন লাভ হবে না, সকাল সাড়ে ন'টার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধ্বনিতত্ত্বের ক্লাসটা এখন ধরার কোন উপায় নেই।

সমস্ত বাড়িটা নিদারুণ বিষণ্ন নির্জন আর থমথমে লাগছে। মৌটুসী, প্রমি, ঈষিতা কারোরই এতক্ষণে ঘরে থাকার কথা নয়। সম্ভবত নীপু ভাইয়া এখনও নাস্তা করেনি, সেত বরাবরের লেট রাইজার। আর এষা আপা হয়ত রান্না ঘরে নীরবে বড় মামীর নির্দেশ মতন কোন কিছু কোটা বাছা করছে। মুন্নী মামীর সংগে তার কিচেনেই থাকার কথা। বড় মামা ধোলাই খালের গ্যারেজে, মামী স্কুলে কিন্তু নানা নানী এদেরও কোন টু শব্দটি নেই, ব্যাপারখানা কী। কেউ তাকে জাগাল না কেন? নানী তো সব সময় ফজরের ওয়াক্তে তাকে ডাক দেন। যাকগে এই নিয়ে ভাবনা করার বেশী সময় নেই। তার মাথায় এখন অন্য একটি প্ল্যান এসেছে, বেশ ছটফট লাগছে ভিতরটা, আর বেশী সময় নষ্ট করা যাবে না। মৌমিতা হাত মুখ ধোয়া সারে বেশ ব্যস্তভাবে। আজ এই সকালেই সে শাওয়ার নেবে তার আগে একটি জরুরি টেলিফোন করা দরকার, এতক্ষণে ভদ্রলোক বেরিয়েও যেতে পারেন, আগে টেলিফোনটা সারা যাক।

– ৭০৫৬৩১ যেন সে ঠিক মুখস্থ করে রেখেছিল ওই নাম্বার ডায়ালে হাত রাখতেই অবলীলায় পরপর সংখ্যাগুলি এসে গেল মনে। সে তবে অবচেতনে মস্তিষ্কের কোষে তুলে নিয়েছিল ঐ সংখ্যাগুলো। বেশ দু'মিনিট রিং হবার পরে কেউ রিসিভার তুলল।

হ্যালো?

ভারী পরিচ্ছন্ন নির্ভুল সেই কণ্ঠস্বরের প্রবল উপস্থিতি মৌমিতা জানে, সে তিনিই তবু বলে, বলতে হয়।

– আমি মৌমিতা, মাসুম আরমান চৌধুরীকে চাইছিলাম।

– বলছি বলো, কেমন আছো তুমি?

– আমি ভালো আছি। আজ আপনি খুব ব্যস্ত থাকবেন কী?

– তা একটু থাকব, প্রায়ই ব্যস্ত থাকি। কিন্তু সে কোন নতুন কিছুনা, তোমার ব্যাপার বল, কিছু বলবে?

– হ্যাঁ, না, মানে।

– তুমি বলো মৌমিতা, আমার তেমন জরুরি কোন প্রবলেম নেই। ব্যক্তিগত জীবনে আমি একদম একা, সাংসরিক কোন ঝামেলা নেই, চাকর, বাকর, দারোয়ান, মালি, বয়, বেয়ারাদের নিয়ে আমার সংসার। বুঝতেই পারছ, সেই জন্যই আমি আমাদের ফ্যামেলি বিজনেসের একটা বড় অংশ নিজে সামাল দেই, দিতে পেরে খুশী


www.pathagar.com

থাকি। এমনিতে বই পড়া ছাড়া আমার করবার তো তেমন কিছু নেই যদি তোমার তেমন কোন কাজ থাকে আমার সংগে, ফ্র্যাংকলি বলছি সেটা খুব আনন্দজনক অভিজ্ঞতা হবে আমার জন্য।

সব দ্বিধা ঝরে গেল এইবার। এই নিঃসঙ্গ নিরিবিলি একাকী লোকটির জন্য বুকের একটা অচেনা গহণ প্রদেশ কঁকিয়ে উঠল যেন। মৌমিতার মনে হয় হৃদয়ের সেই গভীর গোপন আর্তরব সে স্বকর্ণে শুনতে পেল এই মাত্র। আর তো কোন সংশয় সন্দেহ নেই, সে জানে তার মন কি চায়। মৌমিতা বলে---

– আপনার তেমন ব্যস্ততা না থাকলে, আজকের দিনটা আমি আপনার সংগে কাটাতে চাই, অনেক কিছু বলার আছে আমার। তাছাড়া আমি মীরপুরে আপনার সেই প্লটটাও দেখতে চাই।

– আজ, হ্যাঁ দাঁড়াও এক মিনিট।

পকেট থেকে চামড়ার ছোট্ট নোট বইটাতে চোখ বুলিয়ে নিলেন মাসুম আরমান, না, বোর্ডের কোন মিটিং আজ নেই। তার টঙ্গী যাওয়ার কথা ছিল অবশ্য সেখানে তাদের একটা সুপার মার্কেট তৈরি হতে যাচ্ছে, সাইট ইঞ্জিনিয়ারের সংগে তার কিছু আলোচনা আছে, কিন্তু সেটা আজ ক্যানসেল করা যায়। মনে মনে সিদ্ধান্ত ঠিক করে তবে তিনি রিসিভার তোলেন আবার,

– হ্যা মৌমিতা, উইথ প্লেজার, আইয়্যাম এট ইয়োর সার্ভিস, কখন আসছ তুমি বলো।

– ঠিক আধঘণ্টা পরে, মানে দশটায়।

– ভেরী গুড। এসো তাহলে।

– আচ্ছা। মৌমিতা টেলিফোন নামিয়ে রাখে।

– কোথাও যাচ্ছিস নাকি মৌ?

মুন্নী মামীর সেই পুরনো ব্যাপার, সব সময় অন্যের মামলায় দখল দেবেই, ঘেঁটে বের করবে কি আছে কার পেটে।

– হ্যাঁ।

– নাস্তা তো করিসনাই এখনো।

– নাস্তা আর কি, চা খেয়ে নেব এককাপ। মামী গরম পানি পাওয়া যাবে একটু?

– দ্যাখ চুলায় আছে নাকি। এক ডেকচি তো সারাক্ষণই গ্যাসে দিয়ে রাখি, ব্যাপার কী? পিকনিকে যাবি মনে হয়?

– অনেকটা... ... পরে বলছি মামী, আমি এখন গোসলে যাবো। মৌমিতা মুন্নী মামীকে কাটিয়ে প্লাস্টিকের বালতি নিয়ে কিচেনে ঢোকে গরম পানি নেবার জন্য। এষা আপা চুলা থেকে গরম পানির ডেকচি থেকে প্রায় আধ বালতি পানি ভরে দেয়, কোন



www.pathagar.com

প্রশ্ন করেনা। তার উদাস করুণ চেহারা সকালের মলিন শিউলিটির মতন দেখাচ্ছে, তবু এই মেয়ে কখনো মুখ ফুটে তার বুক ফেটে যাবার কথা বলবে না। এমন কেন এষা আপা। সে তো জানেনা এ জগতে নীরবে মুখ বুজে যে যত সয়, তাকে সইতে হয় চিরজীবন ঠিক ঐভাবে। দুর্বল লোককে কষ্ট দিতে সবলের চূড়ান্ত আনন্দ। কিন্তু মৌমিতাও এর শেষ দেখে ছাড়বে।

দুই যুগ আগের এক নির্বোধ কিশোরীর ভুল ভ্রান্তির শাস্তি কেন ভোগ করবে অন্যেরা। মৌমিতা যদি এষা আপার ওই বিষণ্ন আনন্দহীন দুই চোখে আশা আর আলোর ফুল ফুটায়ে না তোলে তবে সে মৌমিতা নয়। এক মুহূর্তে এই এক প্রতিজ্ঞা তার বুকে জলে ওঠে। সে গরম পানির বালতি নিয়ে বাথরুমে ঢোকে।

নীপন ডাইনিং টেবিলে এসে বসে। দুই চোখ তার টকটকে লাল, চেহারায় দুর্বোধ্য এক কুয়াশা, মেঘলা বিষণ্ন আকাশের মত ঘোলাটে তার দৃষ্টি, ইতি উতি কাউকে খুঁজে না পেয়ে এষাকেই ডাক দেয়।

– চা হবে এষা।

– দিচ্ছি। আলুভাজা গরম করে দেই।

– গরম ঠাণ্ডা একটা দিলেই হয়। একটু তাড়াতাড়ি দে এষা, আমার দেরী হচ্ছে।

– আসলে তো এইমাত্র কিভাবে যে তুমি ন'টা দশটা ঘুমাও, এই নাও পরোটা আলুভাজা, একটা ডিম দেব তোমাকে ভাইয়া?

– না লাগবে না। মৌ কইরে এষা আজ নাকি ক্লাসে যায়নি? কি হয়েছে?

– বললো কে তোমাকে, স্বপ্নে দেখেছ নাকি, অবাক কাণ্ড, এই বাড়িতে সবাই সবকিছু অগ্রিম টের পেয়ে যায় – এষা বিরক্তভাবে বলল।

– কেউ বলেনি। ব্রেইন থাকলে জানা যায়। মৌ টেলিফোনে কাকে যেন বলল, সারাদিন কাটাতে যাচ্ছে ব্যাপার কি? সে ক্লাস ফাঁকি দিচ্ছে নাকি, ঘটনা কি?

– আস্তে বলো, তুমি তাহলে আড়ি পেতে অন্যের কথা শুনেছ, খুব খারাপ, মৌ শুনলে বিগড়ে যাবে।

– আড়ি পাতব কেন। ড্রয়িং রুমে টেলিফোন রয়েছে না, উপরে আসছিলাম, শুনলাম, সে ত এমন চেচিয়ে কথা বলছিল যে নীচতলা থেকে শোনা যায়, প্রেটি এক্সাইটেড মনে হচ্ছিল।

– অন্যের চরকায় তেল দিও না, তাছাড়া তুমি তো সে রকম মানুষ না বাদ দাও এসব, তোমার দেরী হচ্ছে বললে কোথায় যাবা ভাইয়া?

– দেখি।

– ভাইয়া?

– বল,



www.pathagar.com

– তুমি মৌকে এ নিয়ে কোন প্রশ্ন কর না। ও পছন্দ করবে না।

– দেখা যাক। প্রশ্ন করলেই আর সে সঠিক উত্তর দিচ্ছে না, এই বাড়িতে সবাই এখন মহা সেয়ানা। এক একজন ভার্সিটিতে যাচ্ছে, আমার মতন ঘোড়ার ঘাস কী কাটে, যে উত্তর দেবে।

– এভাবে বলছ কেন ভাইয়া। এষা হঠাৎ খুব অবাক হয়ে নীপনের দিকে তাকায়। তার সদা সহাস্য বাজে কথার ফুলঝুরি ছড়ানো খুব সহজ পাগলাটে ধরনের একমাত্র বড় ভাইটির মুখে এ জাতীয় কথা শুনতে মোটেই অভ্যস্ত নয়, যেন নীপন ভাইয়ার বুকের গহন কোণ থেকে খুব মৃদুভাবে যন্ত্রণার বুদবুদ উড়ে আসছে খুব শঙ্কিত বোধ করে এষা। সদ্যরাত। ফুল্ল যুথিকাটির মতন এই সময় ডাইনিং টেবিলে আসে মৌমিতা। এখনকার চলতি ফ্যাশনে কল্লি দেয়া প্রকাণ্ড ঘেরের কূর্তা পরেছে হালকা ঘি রঙের, ওর ভেতরে সোনালী জরী চুমকির খুব হালকা কাজ, চওড়া ফিনফিনে কালো ওড়না আর কালো পাজামা ম্যাচ করেছে দারুণ। স্যাম্পু করা রেশম কোমল ঘন কেশগুচ্ছ এখন খোলা। কোন প্রসাধন করেনি মৌমিতা, তবু তার চুলে খুব হালকা কী সুগন্ধ ছিলো, মুখে ক্রিমের কোমল পরিচর্যার সংগে চোখে সুরমার বঙ্কিম রেখা ছিল বেশ মনোরম।

আড় চোখে ওকে দেখল নীপন, কিছু বলল না। মৌমিতাকে দেখতে সত্যি ভারি স্নিগ্ধ মধুর লাগছে কিন্তু এই ব্যাপারটাই যেন এখন রীতিমত অসহ্য । মৌমিতা পট থেকে এক কাপ চা ঢেলে নিয়ে চিনি দুধ মেলাচ্ছিল, কিন্তু তার চার পাশের আবহাওয়া যে নিম্নচাপের পূর্ব লক্ষণের মত মোটামুটি থমথমে তা সে ঠিক আঁচ করতে পারে। পরিবেশ ঘোলাটে হয়ে উঠবার আগেই সে তা হালকা করে ফেলার জন্যে বলল,

– কাল তোমার সংগে বোটানিক্যাল গার্ডেনে যেতে পারিনি বলে পরে সত্যি খুব খারাপ লাগছিল জানো নীপু ভাই–

– তুই কবে থেকে বিনা দরকারে মিথ্যা বলা শুরু করলি, মৌ।

– কসম খেয়ে কাজ নেই, এতই যখন আপসোস আজ এখন তাহলে চল, যাবি?

– আজ আমার অন্য প্রোগ্রাম আছে।

– সারাদিনের মত।

– অনেকটা। তুমি জানলে কি করে?

– কোথায়, কার সংগে জানতে পারি? মৌমিতা চা শেষ করে কাপ নামিয়ে রাখল, খুব মৃদুস্বরে বলল।

– বলতে অসুবিধা আছে।

– অসুবিধা থাকবে জানতাম।

– সবকিছুই তো তুমি আগে থেকে জানো তবু কেন জিজ্ঞাসা করো, এত জেরা করলে আমার সত্যি অস্বস্তি লাগে–


www.pathagar.com

– লাগার কথাই, কিন্তু সবকিছু এড়িয়ে যাওয়াও ঠিকনা। খুব বিরাট বালিকা তুমি না, এখনো একুশ পার হওনি, ভাবখানা বিরাট কিছু হয়ে গেছো, এত আত্মবিশ্বাস ভালোনা।

নীপু ভাইয়া, তুমি রাগ করছ কেন হঠাৎ, কী করলাম আমি?

– মৌ, আর যাই করিস বীনু ফুপুর মত ডুবে ডুবে জল যেন খাসনা, তাঁর পরিণতি তো সবাই জানে–

বাক্য শেষ করার পরে নীপন বুঝল সে যা কখনো বলেনা বা পছন্দ করেনা, সেই রকম অশালীন মন্তব্য সে করে ফেলেছে। মৌমিতার ফর্সা মুখ এখন আগুনের মত লাল, সুরমা আকা দুই চোখ বিদ্যুৎ চমকের মত একবার জলে উঠেই নিভে গেল। সে অত্যন্ত ধীর অকম্পিত কণ্ঠে বলল– ভুল আমার নীপু ভাই।

তুমিও অন্য আর সবার মত। অথচ, অথচ আমি সব সময়ই ভাবতাম তুমি আলাদা একেবারে অন্যরকম তুমি হয়ত বোঝ আমাকে। কিন্তু এখন দেখছি আমার ধারণা ভুল। কাউকে দ্বিতীয় বাক্য বলার সুযোগ না দিয়ে মৌমিতা বের হয়ে গেল। এষা আর নীপন অনড় অচল হয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত, এষার খামাখাই কান্না পেয়ে গেল। নীপন তবুও নির্বাক, তার মাথা সামান্য ঝুকে গেল এক অন্ধ অন্যায় রাগে তার ভেতরটা অসহায় ভাবে জ্বলতে লাগল। নীপন উঠে পড়ল।

মৌমিতা যখন মধুকুঞ্জের সামনে রিকশা থেকে নামল তখন দশটা বেজে পনেরো। বাসার সামনেই ধূসর রঙের টয়োটা স্প্রিন্টার গাড়ী খানা দাঁড়িয়ে। ড্রাইভিং সীটেই মাসুম আরমান সাহেব বসে আছেন, কাজের ছেলেটা লাগেজ কম্পর্টমেন্টে কোন কিছু তুলে রাখছিলো, উনি নেমে এসে ডিগ্গি লক করে রাখলেন। মৌমিতাকে সরাসরি ইশারা করলেন তার পাশে উঠে আসবার জন্য। মৌমিতা তার কাঁধে ঝুলানো জিনিসের ব্যাগটা ছাড়া তেমন কিছু সংগে আনেনি। পাশের সিটে বসতেই উনি মৌমিতার হাতে এক প্যাকেট চুয়িংগাম দিলেন। মৌমিতা হেসে উঠল,

– আমি এখন আর খুকি নই।

– তবু তোমার চুয়িংগাম ভালো লাগে, আইসক্রীম ভালো লাগে, চাইনিজ ভালো লাগে, ঠিক তো?

– হ্যাঁ ঠিক। বীনুরও লাগত। বীনু কিন্তু এমন লাজুক নরম সরম লক্ষ্মী মেয়েটি ছিলনা তোমার মতন, সে ছিল ভারি জেদি একগুয়ে ঝগড়াটে–

আহত কণ্ঠে মৌমিতা বলল– আপনি বুঝি এখনও আমার মায়ের উপর অভিমান পুষে রেখেছেন।

– আরে না, না। বলে কি পাগলি মেয়ে, আমিত তোমার সংগে একটু মজা করছি তুমি কিন্তু এসব একদম মাইণ্ড করবে না।


www.pathagar.com

ওদের গাড়ি সাতাশ নম্বর দিয়ে ঢুকে মীরপুর রোডে এসে পড়ল, রাস্তাটার নাম এখন রোকেয়া স্মরণী রাখার দাবি আসছে। মনে মনে মৌমিতাও এই দাবির স্বপক্ষে। আধ খোলা জানালা দিয়ে ফুরফুরে হাওয়া আসছে সুন্দর উজ্জ্বল রোদ, ডিসেম্বরের এই সকাল অপূর্ব কোন শীত নেই, গরম নেই, কেমন একটা মধুর আবেশ জাগানো রোদ্রোজ্জ্বল প্রসন্ন দিন, মৌমিতার খুব ভালো লাগে মন ভরে ওঠে।

গাড়ি চালাতে চালাতেই ওর দিকে মাঝে মধ্যে দেখে নিচ্ছেন মাসুম আমরান। মোটেও তার বীনুর মতন নয়, এ যেন ভীষণ তাজা ভীষণ স্নিগ্ধ শরৎ কালের আকাশ। অথৈ অতল এই বালিকার শান্ত সৌন্দর্য। আজ বার বার তার বীনুকে মনে পড়ে, বীনু তার বনানী, কিন্তু তিনি তার নাম দিয়েছিলেন বনলতা, নাটোরের বনলতা সেন নামের সেই বিখ্যাত লাইন থেকে পছন্দ করে নিয়েছিলেন। কখনো বানু কখনো বীনু কখনো স্রেফলতা, কত নামে ডেকেছেন প্রথম জীবনের সেই সোনার প্রজাপতিকে তার। মাসুম আমরানের চোখ রাস্তায়, হাত ষ্টীয়ারিং এ কিন্তু তিনি চলে গেছেন অনেক দূরে অনেক পুরনো দিনে।

এখন বেঁচে থাকলে তাঁর বয়স হত চল্লিশ, মনে মনে হিসাব কষে মৌমিতা। আর মাসুম আরমান চৌধুরী কত হবে ওর বয়স এখনও পঞ্চাশে পড়েননি বোধ হয়, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দারুণ স্মার্ট সুদর্শন ভদ্রলোক।

হালকা নীল রঙ সার্টের ওপর সাদা হাতাকাটা সুয়েটার। সাটের থেকেও ডীম রঙের গরম একেবারে নিভাজ ক্রিজহীন প্যান্ট ক্লিন সেভড তার মুখ মণ্ডল থেকে হালকা মোলায়েম সুগন্ধ আসছে আফটার সেভ লোশনের।

নিখুঁত পরিচ্ছন্ন এক ব্যক্তিত্ব, তার উপস্থিতির আছে এক প্রচণ্ড এক আকর্ষণী শক্তি যা তার মা বনানী চৌধুরী কিভাবে এড়িয়ে গেলেন তাকে, কিভাবে। হয়ত সত্যি সত্যি প্রেমের দু'চোখ থাকে অন্ধ।

মাসুম আরমান ভাবছিলেন অন্যকথা, একরোখা এক দূরন্ত কিশোরীর ছেলে খেলার কথা। মুহূর্তের ভুলে সে যখন পিছলে গেল তখন জ্ঞান ফিরে এল তার। কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে, নিজের জেদ বজায় রাখতে গিয়ে হার স্বীকার করল না বীনু, জীবন দিল।

এক কুক্ষণে তিনি তার জার্মানী পত্র বন্ধু যুবক এনথনী রেমাসকে ডেকে আনলেন নিজের বাড়িতে পরিচয় হলো বীনুর সংগে ঐ ভবঘুরে পাগলা ছেলেটির।

তার অজানতে অনেক দূরে নিয়ে গেল বীনু নামের উচ্ছল সেই প্রজাপতিকে রেমাস। সে বীনুর ছবি এঁকেছিল, অপূর্ব অপার্থিব এক শিল্পকর্ম। সম্ভবত রেমাস ওই ছবিটা বীনুকেই উপহার দিতে চেয়েছিল... কিন্তু তিনি জানতেন এমনিতেই বীনুর উপর এক অস্বাভাবিক অশুভ প্রভাব পড়েছে, ভিনদেশী ঐ যুবকের নীল চোখের যাদু বীনুকে ক্রমেই তার কাছ থেকে বহুদূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সেই জন্য একদিন অকস্মাৎ তিনি


www.pathagar.com

যখন রেমাসের কাপড় ঢাকা বীনুর প্রায় সমাপ্ত ছবিটা আবিষ্কার করলেন, এক রকম জোর করে কেড়ে নিলেন সেটা। প্রথমে অবশ্য কিনতে চেয়েছিলেন। সেইদিন প্রথম তিনি জানতে পারলেন কতদূর গড়িয়েছে ওদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক-রেমাস তার শিল্প কর্মটি বেশ আগ্রহ ভরেই দেখাচ্ছিল তাকে।

– লুক, মাসু দিস ইয ফর বীনু, মাই সুইট হার্ট। লুক হাউ আই ক্রিয়েট হার, সী ইজ যাষ্ট লাইক এ্যান ত্র্যানজেল–

– ওয়েল ইটস বিউটিফুল রেমাস। বুকের মধ্যে যন্ত্রণার যে তীক্ষ্ণ শলাকা তাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিচ্ছে সেই তীব্র ব্যথা তিনি হাসির আড়ালে লুকিয়ে ফেললেন। প্রশংসা করলেন। ওকে বিভ্রান্ত করে এক রকম কেড়ে নিলেন সেই ছবিটা –

– আই ওয়ান্ট ইট রেমাস–

– বাট কেনট গিভ ইট মাসু।

– হোয়াই নট, প্লিজ রেমাস ..আই য়্যাম গোয়িং টু পেয়্যু এ ফরচুন ফর ইট।

– বাট ইউ সী, আই কেনট সেল ইট। ইটস ফর মাই ডার্লি বীনু, আই লাভ হার!

মনে হয় হৃদপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে যাবে তার, তার হৃদপিণ্ড তার গতানুগতিক রিদম বুঝি ভুলে যাবে, সব ভুলে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন–

– হাউ কেন ইউ রেমাস, সুন আই য়্যাম গোয়িং টু মেরি হার। ইটস অল সেটেল্ড লং এগো। ডোন্ট ডু দিস টু মী রেমাস, সী ইজ মাই ড্রিম।

– ওহ! আইয়্যাম সরি মাসু, রিয়েলি সরি। সী নেভার মেনশাণ্ড ইট টু মী।

– সী ডাজনট নো ইয়েট।

– হাউ ফানি।

– বাট ইটস টু বিলিভ সী।

আফটার অল ইউ আর এ ক্রিশ্চিয়ান। ইফ ইউ মেরি হার, হার পেরেন্টস উডনট পারমিট ইট; উই আর মুসলিমস।

– হোয়েন আই টোল্ড ইউ, আই স্যাল মেরি হার? সী ইজ মাই গার্ল ফ্রেন্ড, এণ্ড দ্যাটস অল। আই ডোন্ট বিলিভ ইন ম্যারেজ ইদার। আই স্যাল নেভার মেরি, আই য়্যাম এ ফ্রি ম্যান।

– দেন, প্লিজ ষ্টপ ইট ইয়ার। বীনু ইজ অনলি এ কিড, সী ইজ অনলি সিক্সটিন, সী ডাজনট নো হোয়াট সী ইজ ডোয়িং! প্লিজ রেমাস। সানডে সী ইজ গোয়িং টুবি মাই ওয়াইফ, আই থিংক ইউ উইল ষ্টপ সীয়িং হার-

– এ্যয ইউ উইশ, বাট আই ডু রিয়েলি লাভ হার। সী ইজ সো চার্মিং, সো সিম্পল এণ্ড হ্যাভেনলী।

– ইউ কেন ষ্টপ দ্যাট নাউ।


www.pathagar.com

সেটা ছিল একাত্তরের প্রথম দিকের দিন। তখনো হায়নাদের আক্রোশে বাংলাদেশের বুক রক্তাক্ত হয়ে ওঠেনি কিন্তু একটা প্রচণ্ড উন্মাদনার জোয়ার এবং উল্লাস ছিল দেশে। শেখ মুজিব নেতৃত্ব দেবেন এমন একটা স্বপ্ন ছিল সমগ্র দেশবাসীর চোখে, আসন্ন আক্রমণ এবং অরাজকতার চিহ্ন তখনো তেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। রেমাস ছবিটা তাকে দিয়েছিল অতঃপর কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন বীনুর দুর্বলতার সুযোগ নিতে একটুও দ্বিধা করবেনা রেমাস। তার নিষেধ সত্ত্বেও ওরা দুজনে ঠিকই একসাথে অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছিল গোপনে গোপনে।

একদিন তার জন্মদিনের বাড়িতে এসে রেমাস বাড়াবাড়ি রকম অসভ্যতা করল। সে বীনুর কপালে চুমু খেল তার চোখের ওপর দাঁড়িয়ে। বীনুকে একফাঁকে একলা একপাশে ডেকে নিয়ে এসে তিনি শাসালেন,

– এইসব কী লতা,-

– কী সব, সে ওরকম করল তার আমি কি জানি।

– তুই কিছুই জানিস না, না?

ওখানে রূমকী ছিল, আরো এক গাদা মেয়ে ছিল, ও তোর সঙ্গেই শুধু অসভ্যতা করল কেন?

– জানিনা, হাত ছাড়ো ব্যথা পাচ্ছি-

– এই ব্যথা কিছুইনা! চড়িয়ে তোমাকে ঠিক করে দেব বদমাস মেয়ে, আর যদি কোনদিন ওর সঙ্গে তোকে মিশতে দেখেছি-

– মিশব একশোবার মিশবো, তোমার তাতে কী?

– আমার তাতে অনেক কিছু

পরে জানতে পারবি গাধা মেয়ে-

– জানার দরকার নেই আমার।

– আচ্ছ!, দেখাচ্ছি মজা তোকে।

মিথ্যা আস্ফালন করেননি তিনি, সোজা বীনুর বাবাকে চিঠি লিখে দিয়েছেন, সে যে ক্রমেই নচ্ছার হয়ে উঠেছে এবং একটা বিদেশী যুবকের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করেছে, এইসব কথা কিছুটা সভ্যতার সঙ্গেই রেখে ঢেকে লিখে দিয়েছিলেন। বীনু তার বাপের কাছ থেকে ঐ সময় ওয়ার্নিং লেটার পেয়েছিল।

লেজে পা পড়া সার্পিনীর মত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল বীনু। তাকে নিউ মার্কেটে বই-এর দোকানের সামনে জরুরি কথা বলবে বলে ডেকে নিয়ে এসেছিল, তারপর আগুনের ফুলকীর মত ঝরে যাচ্ছিল রাগে আর অপমানে।

– লজ্জা করেনা তোমার মাসুম ভাই, ইতরামির তো একটা সীমা থাকে তুমি আমার নামে বাবাকে নোংরা চিঠি দিয়েছো, হাউ ডেয়ার ইউ?


www.pathagar.com

– প্লীজ, লক্ষ্মীটি লতা শোন আগে আমার কথা, - আমি তোর ভালর জন্যই।

চুপ করো। ভেবেছ কী তুমি। বাবা যদি আমার পড়া বন্ধ করে দেন, ঢাকা থেকে নিয়ে যান, কী লাভ হবে তোমার? আমি রেমাসকে ভুলে যাব? কোনদিন না। আই হেট ইউ... ছি ছি ছি! লতা, বীনু, আমার কথা শোন।

– চুপ করো কোন কথা শুনতে চাইনা তোমার, তুমি একটা নচ্ছার, একটা বজ্জাত, একটা ইতর।

– আমি মরে যাব বীনু।

– মরে যাও। তোমার মরে যাওয়াই ভালো-

– লক্ষ্মীটি। আমার লক্ষ্মীটি,...

বীনু সত্যি বলছি আমি তোকে ছাড়া বাঁচব না, আমি তোকে ভীষণ ভালোবাসি-

– তুমি থামবে।

– কোনদিন বলিনি, কিন্তু বিশ্বাস কর আমাকে। সেই যে তুই প্রথম যেদিন ঢাকা আসলি, সেই তোকে প্রথম দিন দেখার পরেই ঠিক করলাম।

– ঠিক করলে?

– হ্যাঁ ঠিক করলাম একমাত্র তোকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করব না।

– তুমি থামতো এখন। লোকে শুনবে... আর আমার পিছন পিছন কখনো আসবে না। আমিও ঠিক করেছি যদি জীবনে বিয়ে করি তবে শুধু তাকে-

– তাকে মানে?

তাকে মানে তাকে, রেমাসকে-

– পাগোল। রেমাস জীবনে বিয়ে করবে না, তাছাড়া সে কয়েকদিন পরেই ওয়েস্ট জার্মানিতে চলে যাচ্ছে, জীবনে আর কখনো দেখতে পারবি না তাকে।

– এইসব বলে লাভ নেই, আমি জানি তুমি মিথ্যা বলছ, আমাকে ভয় দেখাচ্ছ, কিন্তু রেমাস কখনো সেরকম লোক না।

– বীনু, আমি মিথ্যা বলছি না। তুই ওকে জিজ্ঞাসা করে দেখ। তোকে কেন, ও কখনো কাউকে বিয়ে করবে না, সে নিজে বলেছে আমাকে।

– তুমি চুপ কর, তোমার কোন কথা শুনতে চাইনা, হন হন করে চলে যাচ্ছিল দর্প ভরে বীনু। তিনি তবুও হতভাগিনী মেয়েটার পিছনে পিছনে অনুনয় করতে করতে যাচ্ছিলেন।

– লক্ষ্মীটি বীনু শোন, আমার কথা শোন।

বীনু শোনেনি তার সব অনুরোধ অনুনয় মাড়িয়ে চলে গেছে সে। কিন্তু তারপর সেই বীনুই ফিরে আসল একদিন...তিনি জানতেন আসতে তাকে হবেই। তিনি অপেক্ষায় ছিলেন, কিন্তু বীনু আসল তার বুকে বজ্রাঘাত করার জন্য।


www.pathagar.com

## ॥ দশ ॥

জ্বলন্ত অগ্নি শলাকা কারো বুকে অমূল ঢুকে গেলে কেমন লাগে? নীপুনের তেমনই লাগল। ড্রাইভিং সীটে বসা ভদ্রলোককে ঠিক চেনা গেলনা, তবে যে কোন শাঁসালো মক্কেল তা ধূসর তেল চক চক দ্রুত অপসৃয়মান গাড়িটার কিপিং এর চেহারা দেখেই আন্দাজ করা যায়। মৌ তাহলে তার মায়ের পথই অনুসরণ করতে যাচ্ছে। এসব কী ঠেকানো যায়। রক্তের ঋণ যে।

সে গিয়েছিল তার এক বন্ধুর কাছে প্রুফ রিডারের কাজ পাইয়ে দেবে বলেছিল, এখনো পাকাপাকি হয়নি কোনকিছু, তবে এই কাজটা হয়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা আছে। সে হেঁটেই আসছিল সাতাশ নাম্বার ধরে রিকশা নেবে কি নেবেনা এইরকম সাত পাঁচ যখন ভাবছে তখন পার হল গাড়িটা, মীরপুর রোডে উঠল, কোথায় যাচ্ছে মৌ? মীরপুরে তো তার চেনাজানা কেউ আছে বলে কখনো শোনেনি। ঘটনা কী? আর মৌ এমন সাজ সজ্জাই বা কেন করেছে। কী রঙ। কুর্তার সঙ্গে কালো ওড়না পরা উজ্জ্বল এক দীপ্র শিখার মত দেখাচ্ছে। মৌমিতা কবে এমন ফ্যাশন সচেতন উঠল! এক ঝলক মাত্র নজর পড়েছিল ওর হাস্য স্ফুরিত কমলকলি মুখের উপর, কোন খুশীতে সে আজ ষোলকলায় বিকাশ লাভ করল, ঠিক ধরা ছোঁওয়ার কোন বিষয় নয়, তবু গাড়ির ভিতর মৌমিতার যে আনন্দোজ্জ্বল হাসি মুখের দৃশ্য সে দেখল, নীপন জানে এ মৌমিতাকে বাস্তবিক সে কখনো দেখেনি। যেন তার চোখের সামনে কদমকুঁড়ির মতন যে মেয়ে একটু একটু করে পূর্ণতা পেয়ে আজ ভরা বর্ষার কদম হয়ে ফুটে উঠল সে মৌমিতাও নয়। ও তার অচেনা, সম্পূর্ণ অপরিচিত, এক ভিন্ন রমণী... তবে কী মৌমিতাও বীনু ফুপুর মত কোন অজানা আগন্তুকের প্রণয় পাশার খেলার পুতুল? কিন্তু নীপন তা হতে দেবেনা। কোন দিন না, কোনদিন না। হায় ঈশ্বর। মেয়েরা কেন এত অল্প বুদ্ধি নিয়ে জন্মায়? সারাটা দিন উদ্দেশ্যহীনভাবে চক্কর কেটে বেলা তিনটেয় বাসায় ফেরে নীপন। চেহারা তার ঝড়ো কাকের মত। দুই চোখ টকটকে লাল। নিজের ঘরে ঢুকে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল, শরীরটা কেমন গুলাচ্ছে, অতিরিক্ত ক্ষুধার জন্যও হতে পারে, সারাদিন খাবার মধ্যে পাঁচ কাপ চা আর দু'খানা সামুচা খেয়েছে। কিন্তু সিঁড়ি ভেঙে দোতলার ডাইনিং হলে যাবারও ক্ষমতা নেই। শরীর গুলাচ্ছে আর বমি বমি লাগছে : হয়ত ঘন্টাখানেক রেস্ট নিলে ভালো লাগবে।

– ভাইয়া, মা তোমাকে উপরে ডাকছেন।

নীপন সাড়া দেয়না।

– ও ভাইয়া শুনছ... মৌটুসী এবার ওর কপালে হাত রাখে।

– ভাত না খেয়ে হাত মুখ না ধুয়ে শুয়ে পড়লে যে! ওঠোনা ভাইয়া তিনটা বাজে, তোমার গা কিন্তু বেশ গরম, জর টর বাধাওনিতো?


www.pathagar.com

নীপন তাও উত্তর করেনা।

– ভাইয়া ও ভাইয়া, আমার সোনা লক্ষ্মী দাদা ভাই-

জালাতন করিস না টুসী। এখন, যেতে পারব না, শরীর খারাপ লাগছে, এক কাজ কর একগ্লাস পানি নিয়ে আয়।

– এমন কোর না ভাইয়া, কিছু খাবে চলো। না হয় আমি এইখানে নিয়ে আসি, মা কলাপাতায় চিংড়ির চচ্চড়ি করেছেন, তুমি তো খুব ভালোবাসো, আনি?

– আচ্ছা, যা আন। রেহাই দিবি না যখন, ভালো কথা মৌ ফিরেছে?

– না তো, কোথায় গেছে মৌ আপা?

– তার আমি কি জানি। সে কি আমাকে হিসাবে ধরে যে বলে যাবে। দেখলাম ছাইরঙ একখান টয়োটা স্প্রিন্টারে চড়ে হাওয়া হয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে মালদার একজন কেউ ছিলো।

মৌটুসী খিলখিল করে হেসে ওঠে।

– হাসছিস কেন? হাসার কী হলো?

– হাসব না, তুমি মৌ আপাকে ভেবেছ কী? সে কী বিনা দরকারে যার তার সঙ্গে চলে যাবার মতন মেয়ে? গেছে কোন কাজে হয়ত।

নীপন অবাক হয়ে তার ছোট বোনের মুখের দিকে স্থির চোখে তাকায়। কোন সংশয় নেই, কোন সন্দেহের সামান্যতম কণা মাত্রও নেই মৌটুসীর এই প্রত্যয়ী মন্তব্যে, সে মৌমিতাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে।

মৌমিতা সত্যিই কী তেমন বিশ্বাস যোগ্য মেয়ে। সেও বীনু ফুপুর মতো সহসা ভঙ্গুর তো নয়!

– এমনভাবে তাকাচ্ছ কেন, কী হয়েছে ভাইয়া?

– না কিছু না। মনে হচ্ছে প্রচণ্ড ক্ষিদে পেয়েছে আমার পেট পাকাচ্ছে, তুই আমার খাওয়া নিয়ে আয় টুসী, আমি হাত মুখ ধুয়ে নিচ্ছি।

মৌটুসী বের হয়ে যাবার পর নীপন ভালোমত চোখে মুখে পানি দিল। পুরো তিনমগ পানি ঢাললো বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মাথায়, বেশ ভালো লাগছে এখন। চুল আঁচড়ে নিয়ে একটু সেন্ট মাখলো, এ এক দুর্ধর্ষ সেন্ট, তার কনিষ্ঠফুপু নীলু এনেছিলেন আমেরিকা থেকে। ভারি একসোটিক, সেন্টের নাম 'হার্টবিট'। যতই নাম থাক, উৎকট ভয়াবহ তীক্ষ্ণ সুগন্ধ এই সেন্টের, একবার এই সেন্ট মেখে মহা ঝামেলা হয়েছিল, সিনেমা হলে তার পাশের সীটের একজন প্রেগনেন্ট মহিলার এলার্জি শুরু হয়ে শ্বাসকষ্ট দেখা দিয়েছিল। সে নাকি তার সেন্টের ঝাঁঝালো নিশ্বাস নিতে পারছিলো না। অগত্যা নীপনকে ঐ সীট ছেড়ে উঠে চলে যেতে হয়েছিল ফ্রন্টে। তারপর থেকে এই সেন্টের শিশি আর কখনো খোলেনি সে। আজ এই মুহূর্তে কী খেয়াল চাপল কে জানে বেশকরে সেন্ট মেখে নিল সে। ঘরে পা দিয়েই কঁকিয়ে উঠল মৌটুসী,

– এমা ছি! ভাইয়া সেই বিচ্ছিরি সেন্টটা আবার মেখেছ, মাথা ঘোরে এর গন্ধে।


www.pathagar.com

– মেয়েদের মাথা ঘোরানোর জন্যই তো এই মহামূল্য সুগন্ধি, নীলু ফুপু এটা কেন এনেছেন আমার জন্য বলত?

– তা কি জানি?

নীপনের টেবিলে মৌটুসী খাবারের ট্রে নামিয়ে রাখে।

– যাতে বাংলাদেশের তাবৎ কুমারী কুলের মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারি।

– এহ! ফাজলামি হচ্ছে, না! ভাইয়া আর আড্ডা দিওনা, সব গরম করে এনেছি এখন জলদি জলদি খাও।

মৌটুসীর ঐ ভারি সুন্দর একটা মন্তব্য এই শীতের পড়ন্ত বেলায় যেন ফাগুন ডেকে আনে,সহসা মন থেকে কুয়াশা কলুষ সন্দেহের কালো মেঘ কেটে গিয়ে যেন সুস্থ প্রসন্ন কিরণ উঁকি দেয়! বড় ভালো লাগে নীপনের, কিন্তু আজ সব খাবার তবু বিস্বাদ লাগে। মন যত তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠতে জানে, শরীর তা পারেনা। প্রচণ্ড ক্ষুধা থাকা সত্ত্বেও তার খাওয়া হল না, একটু নেড়ে চেড়ে সবি রেখেদিল সে। মৌটুসী দাঁড়িয়ে ছিল। বলল,

– ভাইয়া, তুমি কিছুই খাওনি। তোমার বোধ হয় জ্বর আসছে তাইনা, গা কিন্তু গরম গরম।

– কোন জ্বরনা। তাই এসব নিয়ে যা আমি একটু ঘুম দেব।

– তুমি তো দিনে কখনো ঘুমাও না ভাইয়া!

– ঘুমাইনা, আজ ঘুমাব, যা তুই বের 'হ। মৌ আসলে বলিস আমি একবার আসতে বলেছি। কথা আছে।

– আচ্ছা।

মৌমিতা একটা ফুলের দোকান দেখে বলল,

– আপনার অসুবিধা না থাকলে একটু থামবেন?

– শিওর।

মাসুম আমরান সাইড করে গাড়ি রাখলেন। মৌমিতা নেমে আসল। বেছে বেছে তাজা দেখে সতেজ শক্ত ডাঁটার একগোছা রজনী গন্ধার ষ্টিক নিল। দুটো লাল গোলাপও নিল। গাড়িতে উঠেই গোলাপ দু'টো তার দিকে বাড়িয়ে দিল।

– আপনার জন্য।

– থ্যাংক ইউ মাই চাইল্ড।

– নো মেনশান প্লীজ। ওখানে আপনার মীরপুরের প্লট কী খালি পড়ে আছে?

– না একজন কেয়ার টেকার থাকে। টিনের ঘর তুলে নিয়েছে একখানা, আমার জমি দেখে, বীনুর কবর দেখাশোনা করে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে।

– এখানে বহুদিন পর আসছেন তাই না?



www.pathagar.com

– না, গত মাসের তিরিশ তারিখে এসেছিলাম। এখন অভ্যাস হয়ে গেছে, ঠিক সময় মনে পড়ে যায়, মনের মধ্যে কেমন একটা অদ্ভুত টান অনুভব করি, মনে হয় অভিমানী মেয়ের মত সে পথ চেয়ে থাকবে, যদি তার জন্য কিছু ফুল আগর বাতি না নিয়ে যাই, একটু না দাঁড়াই কাছে গিয়ে যেন সে মাইন্ড করবে।

এই উত্তরে মৌমিতা নিথর হয়ে যায়। বেশ কিছুক্ষণ চুপ থাকার পরে বলে,

– ঐ দিন আমার জন্মদিন।

হ্যাঁ। তিরিশে নভেম্বর ৭১, অল্প কিছুদিন পরেই দেশ স্বাধীন হয়ে যায়।

– ইয়ে, যদি কিছু মনে না করেন, আমি কী দু' একটা প্রশ্ন করব আপনাকে, খুবই ব্যক্তিগত প্রশ্ন।

– বেশ তো করোনা। আমি আর ছেলেমানুষটি নেই, কোন ব্যক্তিগত প্রশ্নে ঘাবড়ে যাবার দিন আমি বহু আগে পার হয়ে এসেছি।

– আপনি, আপনি আমার পেপার্স-এ লেট হয়ে কেন আছেন? সেই ছোট থেকে জেনে আসছিলাম খুব ছোট বেলায় বাবা মাকে হারিয়েছি, কোন গভীর ক্ষত বা যন্ত্রণা যে ছিল না সেজন্য তা বলব না, কষ্ট ছিল, বাবা মাকে কখনো দেখেনি যে শিশু তার আশ্চর্য দীনতা অদ্ভুত অপারগতার কষ্ট সবাই বুঝবে না। কিন্তু তবু তার মধ্যে এক ধরনের স্বস্তি ছিলো এখন আমার কোন স্বস্তি নেই কেন জানেন?

– আমি বুঝতে পারছি মৌমিতা। "লেট" ব্যাপারটা অবশ্য তোমার বড়মামার উর্বর মস্তিষ্ক থেকে এসেছিল। তিনি নিষ্ঠুরভাবে আমাকে মৃত সৈনিকের ভূমিকা দিয়ে রেখেছেন, যাতে কখনো তোমার বিষয়ে আমি কোন কথা বলতে না পারি, কিন্তু আমি কি কথা বলব বলে এতো আশঙ্কা তাদের, আমি জানিনা। আমিও স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে বীনুকে অপারেশান থিয়েটারে নিয়ে যাবার আগে, সব ডকুমেন্টস তৈরি করে ফেলেছিলাম, ম্যারেজ রেজিষ্ট্রি অফিসে ঠিক নয় মাস আগের তারিখে আমাদের বিবাহের যে নিকাহ নামা তৈরি করেছি সেটা অসত্য কোন ব্যাপারনা, শুধু তরিখটা মিথ্যা। বীনু তোমাকে জন্ম দেবার আগে আমাকে তো সত্যি সত্যি তার স্বামীত্বের স্বীকৃতি দিয়ে গেছে।

– আশ্চর্য। এই কথা কখনো কেউ আমাকে বলেনি।

– কারণ এসব কথা তাঁরা বিশ্বাস করেন না। যদি তুমি দেখতে চাও স্বচক্ষে দেখতে পারো সব ডকুমেন্টস আছে আমার কাছে, চিরকাল তা থাকবে।

– তাহলে তিনি সত্যি আর কোনদিন বাংলাদেশে আসেননি?

– কে?

– এনথানি রেমাস।

– না।

– কোন যোগাযোগ করেননি?



www.pathagar.com

– না। তবে আমি তাকে বীনুর মৃত্যু সংবাদ দিয়েছিলাম এভাবে যে, আমার স্ত্রী বীনু হঠাৎ সিজিরিয়ান সেকশান করার সময় মারা যায় এবং আমার ফুটফুটে একটি বেবির্গাল হয়েছে।

– তবু তিনি যোগাযোগ করেননি?

– সে আমাকে কনডোলেন্স ম্যাসেজ দিয়েছিলো টেলিগ্রাম করে।

– ঠিক কবে তিনি জার্মানিতে ফেরত যান।

– ২রা মার্চ একাত্তরে।

– ওহ!

– তোমার নাম মৌমিতা কে রেখেছে বলত?

– জানিনা।

– তোমার মা। টেবিলে যাবার আগে অনেক কথা বলেছিলো, অনেক স্বপ্ন ছিলো তার, একসাথে আমরা সব ঝড় ঝঞ্ঝা পেরিয়ে বহুদূর চলে যাব এমন প্রতিজ্ঞা ছিল তার সেদিন। সে বলেছিল, একজীবনে যতটুক সম্ভব সুখ দেবে আমাকে। কারণ সে আমাকে অনেক দুঃখ দিয়েছিল তার আগে, কথা ছিলো... আচ্ছা থাক।

– না, আপনি বলুন শুনতে আমার ভারি ভালো লাগছে-

– এই জন্যই এই জীবনে আর কাউকে জড়াতে পারিনি, মনে হয় সে ছিল, সে আছে, তার যে সত্যিসত্যি নতুনভাবে জীবন সাজাবার প্রচণ্ড আগ্রহ ছিলো। সম্পূর্ণ -ভাবে আমার উপর আগ্রহ ছিলো। সম্পূর্ণভাবে আমার উপর বিশ্বাস রেখেছিলো সে শেষ মুহূর্তে, ভাবতে পারিনি আমি সেই শেষ, আর কখনো...।

– আপনার সঙ্গে আমার মায়ের কোন ছবি নেই?

– আছে। একটাই মাত্র। তোমাকে দেখাব একদিন কেমন? যেদিন সকালে তাকে শাহেরা খাতুনের ক্লিনিকে নিয়ে যাবো সেদিন সকালে স্টুডিওতে তোলা। তাকে বেশ বেঢপ লাগে কিন্তু। আমার জন্য সেইটুকুই যথেষ্ট। দেশে তখন জানোই তো ঢাকার মানুষের দুঃসহ স্ববন্দী জীবন, নিজের দেশে নিজেই আছি পালিয়ে, সে এক ভয়াবহ দুর্যোগের দিন গেছে।

– আপনি আমাকে রাখলেন না কেন, কেন, নানুকে দিতে গেলেন?

মৌমিতার গলার স্বর বুজে আসে। 'ওরা বাবা হিসাবে কেবল আপনার নামটা আমাকে দিয়েছেন, কিন্তু আপনাকে আমার কাছে মেরে রেখেছেন, এর শাস্তি হওয়া উচিত, আমি এটা সহ্য করতে পারছি না।

– ছি! নিজের গুরুজনদের এসব বলতে নেই। ঐ বাঁক পেরোলেই আমরা এসে যাবো। বলতে বলতেই এক বিশাল লাল ইটের বাউন্ডারি ওয়ালের কাছে গাড়ি রাখলেন। গাড়ির হর্ন কয়েকবার বাজানোর পরে কালো প্রকাণ্ড লোহার গেটটা দুভাগ হয়ে সরে গেল ভিতরে। লালসুরকী বিছানো অনেকটা মসৃণ পথ, ফটকের একধারে, পেতলের নেম প্লেটে বাড়ির নামটাও চোখে পড়ে এখন মৌমিতার 'বনানী' তার মায়ের নামে নাম, অকারণেই চোখ জ্বালা করে, সে বলে-



www.pathagar.com

– এই বাড়িটা করবেন না আপনি?

– কার জন্য করবো বলো, যার জমি সে এইখানে ঘুমিয়ে আছে। এইখানে একা একা থাকতে খুব কষ্ট হবে আমার।

– তবু– আমার মনে হয় বাড়িটা হলে বরং ভালোই হত।!

– আচ্ছা, ভেবে দেখি, চলো ফুল নিয়ে এসো, ঐ দিকে।

মৌমিতার মায়ের কবর বাঁধানো। সাদামার্বেল পাথরে, দুইধারে বেল, জুঁই আর গন্ধরাজ ফুলের গাছ প্লান করে সুন্দরভাবে লাগানো এমন পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে তকতকে একটা শুকনো পাতাও কোথাও পড়ে নেই। ফুল হাতে মৌমিতা তার শিয়রের দিকে দাঁড়ায়। এখন তার অশ্রুনদীতে বাঁধ দেবার সব চেষ্টা নিষ্ফল। কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকে মৌমিতা, বুক ভারে ভার লাগে, ব্যথা নাকি সুখ ঠিক বুঝতে পারে না।

কান্না গলে গলে মুক্তা বিন্দুর মত ঝরে। মনে হয় এক প্রবাসী শিশু বহুদিন পরে তার স্বদেশে নিজের জায়গাতে তার মায়ের কোলে ফিরে এসেছে।

যিয়ারত শেষ হলে হালকাভাবে মৌমিতার পিঠ একহাতে বেষ্টন করে ওকে একচালা টিনের এক শেডের নিচে নিয়ে আসেন।

যাদের কাছে এই জমি দেখা শোনার ভার দেয়া হয়েছে তারা যে সত্যিকারভাবে সঠিক এবং উপযুক্ত লোক তা এই পরিচ্ছন্ন শ্যামল ফুল, ফল ঘেরা কুঞ্জ কুঞ্জ জায়গা দেখলেই বোঝা যায়, রীতিমত পিকনিক স্পট আরকি। একধারে সারি করে লাগানো ইউক্যালিপটাস ঝাউ আর কৃষ্ণচূড়া। লম্বা লাল পথ গেছে সাদা বাঁধানো কবরটা পর্যন্ত, চারপাশ ঘিরে ফুলগাছ। এখনো অনেকখানি জায়গা ঘের দেওয়া ফাঁকা।

ছোট ছোট, দু'খানা টিনশেড। একটা বড়ো পানির চৌবাচ্চা। রির্জাভ ট্যাঙ্ক আর পানির মটর, অন্যপাশে অনেকখানি জায়গা জুড়ে মখমল সবুজ ঘাস।

আর একধারে ফল আর সব্জীবাগান। চোখে না দেখলে কখনো বিশ্বাস হত না মৌমিতার চমৎকার জায়গা। যেমন প্রশান্ত তেমনি নিরিবিলি। চলো মৌ, গাড়ি থেকে আমাদের জিনিসপত্রগুলো নামাবে।

ইউক্যালিপটাস আর কৃষ্ণচূড়ায় ছায়ায় সবুজ সঘন হয়ে ওঠা এই মনোরম নির্জনতায় নীরব হয়ে থাকার মধ্যেই প্রকৃতিরই স্নিগ্ধতার সত্যিকার অনুভব মেলে। মৌমিতা বাধ্য মেয়ের মতো আর কোন প্রশ্ন করে না। গাড়ির পিছনের লাগেজ কম্পার্টমেন্ট থেকে চাদর, ম্যাট, টিফিন ক্যারিয়ার, পানির গ্যালন, ফলের ঝুড়ি এটা সেটা সবকিছু নামায়। কিছু বিস্কিটের প্যাকেট আর টুকিটাকি মিলিয়ে আয়োজন বিশাল।

– এই এ্যাত্তোকিছু কি হবে এগুলো?

– কেন আজকের দিন এখানে কাটাতে চাওনি তুমি? দুপুরের লাঞ্চ বিকেলের নাস্তা সব কিছু নিয়ে এসেছি, তাছাড়া যা থাকবে আমাদের কেয়ারটেকার নিয়ে নেবে, অসুবিধা কিছু নেই।



www.pathagar.com

– আপনি এখানে এইভাবে এসে থাকেন কখনো?

– মন খারাপ লাগলে চলে আসি, এই নির্জনতা আমার খুব ভালো লাগে। দৈনন্দিন কোলাহলের বাইরে এই একাকীত্বের স্বাদ অন্যরকম, এখানে আমার কখনো নিঃসঙ্গ নিঃস্ব লাগে না, এইটা বেশ আশ্চর্য ব্যাপার!

মৌমিতা বলার মতন কিছু খুঁজে পায় না। তারা ম্যাট আর চাদর বিছিয়ে মোটামুটি পরিষ্কার একটা গাছের নিচে ছায়া শীতল কোনায় বসেছে।

পানির ফ্ল্যাস্ক অন্য সব কিছু কাছেই সাজিয়ে রেখেছে। কী যেন বলার অসম্ভব এক আকুতি ভিতরটা তোলপাড় করছে, তবু কিছুতেই তা উচ্চারণ করতে পারছে

না মৌমিতা, অনভ্যস্ত লজ্জা এবং দ্বিধা তাকে এগোতে দিচ্ছেনা। আনমনে নখ দিয়ে আঁচড় কাটে চাদরের ফুলগুলোতে মৌমিতা।

তুমি কিছু বলতে চাও মৌ?

– হ্যাঁ, না, মানে, আপনি কিছু মনে না করলে বলব।

– বলোনা, আমি কিছু মনে করব না। অনেক বছর পরে এইযে তোমাকে কাছে ফিরে পেয়েছি এ আমার জন্য বিরাট ব্যাপার! সত্যি বলছি মৌ, হয়ত মনে মনে আমি এই দিনের অপেক্ষাতে ছিলাম। তোমাকে একদিন উত্তরা বেড়াতে নিয়ে যাবো, সেখানে তোমার সঙ্গে পরিচয় হবে আমার বাবা মা, ছোট ভাই-

– আপনাকে আমি কি-

– কী বলো– বলোনা!

– আমি কি বাবা বলতে পারি?

মৌমিতা কোন রকমে উচ্চারণ করল, তারপর তাড়াতাড়ি মাথা নীচু করল তার দুই চোখ এখন ঝাপসা, জল প্লাবিত, তার মায়ের ভুল, দুঃখ অনুতাপ আর অনুশোচনার অংশ সেও যে নিতে চায়, দিতে চায় ভালোবাসার একটু প্রতিদান।

মাসুম আরমান কাছেই তো বসা ছিলেন। আনমনে একটা কমলার খোসা ছাড়াচ্ছিলেন, তার হাত থেমে গেল। অপরিমিত উজ্জ্বল আনন্দে ঝকমক করে উঠল তার দুইচোখ। তিনি কিছু বললেন, না, খুব আস্তে বুকের কাছে টেনে নিলেন মৌমিতাকে। কোন বাধা দিলেন না একুশ বছরের একটি তৃষ্ণিতা শিশু হৃদয় যখন ব্যাকুলভাবে হাপুশ নয়নে কাঁদল খুব আপনজনের প্রিয় সান্নিধ্যের নিশ্চিত নির্ভরতা খুঁজে পেয়ে।

অল্পক্ষণ পরে মৌমিতা কিছুটা ধাতস্থ হয়ে বলল'-ছি! কি করেছি! আপনার জামার এই খানটা নোংরা করে ফেলেছি।

– খুব ভালো করেছ। এখন এই কমলাটা খাও।

– বাবা?

– উম!'

– আমি আপনার কাছে চলে আসব। আর একলা থাকতে হবেনা আপনাকে, আপনার সবকিছু গুছিয়ে দেব, আপনার জন্য রান্না করব আর



www.pathagar.com

– পাগলি মেয়ে! ওইসব কিছু করতে হবেনা। তুমি আমার সঙ্গে থাকলে সেই যথেষ্ট– কিন্তু আমি ভাবছি ওঁরা কী রাজি হবেন?

– সে ভাবনা, আমার। আমি জানি আমি আপনার সঙ্গে এসে থাকলে আমার মায়ের আত্মা শান্তি পাবে... তিনি চিরজীবন এইরকম একলা নিঃসঙ্গ জীবন আপনার হোক. তা কখনো হ'তে দিতেন না-

– তুমি ঠিক ধরেছ মৌ!

– তাহলে আর কি, আপনার আপত্তি না থাকলেই হলো বাকী সব আমি ম্যানেজ করব।

– পারবে?

– আমি পারব। ভালোকথা রূমকী, মানে আপনার ছোট বোন, উনিকি এখনো আছেন, নাকি চলে গেছেন?

– না যায়নি, হয়ত থাকবে আরো কিছু দিন, ও অবশ্য ওর শ্বশুরের বাড়ি মগবাজার থাকছে, ওর দেবরের বিয়ে এইসব কিছু কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছে।

– আপনি জানেন ওঁর দেবরের বিয়ে কোথায় ঠিক হয়েছিল?

– না, আমাকে কিছু বলেনি এখনো, ডেট হয়ে গেলে বলবে হয়ত।

– আমার বড় মামার বড় মেয়ে এষা 'আপার সঙ্গে পাকা কথা হয়ে যাবার পরেও এখন সব ভাঙতে বসেছে-

– কেন?

– আপনি বুঝতে পারছেন না কেন?

ঃ রূমকী আপা যে আপনার বোন, সেইজন্য। কিন্তু এত ঢাকঢাক গুড়গুড় এইবার ঠিক হয়ে যাবে! এষা আপা খুব ভালো মেয়ে, বাবা। আমি তাঁর মন কাউকে ভাঙতে দেবনা, সে ঐ ইঞ্জিনিয়ার পাত্রকে খুব পছন্দ করেছিল।

– কী করবে তুমি?

– আমাকে নিয়েই তো সব। আমি আমার বাবার কাছে চলে যাচ্ছি, ব্যস! আর কাউকে ভাবতে হবেনা আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে।

– খুব একগুঁয়েত তুমি, ঠিক তোমার মায়ের মতন!

– আমি কেমন তা জানিনা বাবা-তবে যা ঠিক তাই হবে। একের দোষে অন্যে কেন শাস্তি পাবে, আপনি বলেন!

– ঠিক বলেছ।

সূর্য মাথার উপর চড়ে গেছে, বেলা অনেক হয়েছে, এখন বোধ হয় আমরা লাঞ্চ সারতে পারি, কি বলো মৌ? মৌমিতা ঘাড় নাড়ল।


www.pathagar.com

## ॥ এগার ॥

বাসায় ফিরতে বেশ একটু রাত হয়ে যায় মৌমিতার। সে জানে ঠিক বারান্দার মুখে নানাজান বেতের চেয়ার নিয়ে বসে আছেন, দোতলায় গ্রিল ঘেঁষে। যেখান থেকে 'ছায়াকুঞ্জ'র বোগেনভিলা ছাওয়া বেশ উঁচু কালো রঙের লোহার গেট, আর ল্যাম্পপোস্টের উজ্জ্বল ফ্লোরেসেন্ট টিউবের আলোয় উদ্ভাসিত সামনের মোটামুটি প্রশস্ত রাস্তার বেশ অনেকখানি অংশ নজরে পড়ে। বকা লাগানোর মত তিরিক্ষি মেজাজ নিয়ে বসে আছেন সম্ভবত। কেউ রাত করে বাড়িতে ফিরলে রক্ষে নেই। মোটামুটি সমূহ বিপদেরই সম্ভাবনা, সে তাই ভাবে খুব চালাকি করে খুব নিঃশব্দেই ঢুকবে, আর সাথে সাথে দো'তলায় যাবে না, নিচে মুন্নী মামীর রুমে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করবে, বলবে- ওমা সেই কখন এসেছি। প্রমীটাকে একটু পড়া দেখাচ্ছিলাম। এই জন্য দেরী হয়ে গেল। আজ মাসুম সাহেব, তার বাবা, ঠিক দোর গোড়ায় নামাতে চেয়েছিলেন তাকে, কিন্তু সে নিজেই রাজি হয়নি। বলেছে- আমাকে কয়েক দিন সময় দিন বাবা, আমি আপনাকে ডাকব, তখন আসবেন ছায়াকুঞ্জে। সটান ঢুকবেন গেট দিয়ে, পের্টিকোতে গাড়ি থাকবে। সেদিন কেউ আপনাকে আটকানোর দুঃসাহস দেখাবে না। কিন্তু আজই না।

মৌমিতা পনের নম্বরের মোড়ে নেমে রিক্সা নিয়েছে। মনটা কী অসম্ভব হালকা লাগছে। এত সুখ তার ছোট বুকখানাতে লুকাবে কি করে! কেন যেন বার বার অদ্ভুত একটু অনুভব আসছে, কেউ বুঝি সস্নেহ পরিতৃপ্তির এক পালকের মতন কোমল হাসি নিয়ে তার দিকে চেয়ে আছে অলক্ষ্য থেকে, এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতির অর্থ কী! মা কি তবে সত্যি সত্যি সবকিছু দেখতে পাচ্ছে, সে কি সুখী আজ! মৌমিতা কী সঠিক কাজটিই করছে না?

আবেশ উদ্বেল তার ছোট্ট সুখী হৃদয়ের নরম এক ঝলক আলো এসে পড়েছে যেন তার চেহারাতেও, ঘরে প্রবেশ করতেই দেখে মুন্নী মামী এক গ্লাস দুধ হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। বিরক্তি এবং বিরাগে কুচকে আছে মুখমণ্ডল তার। মৌমিতাকে সহসা দেখে সেও চমকে ওঠে,

– কিরে মৌ, সারাদিন ছিলি কোথায় বলত?

– ছিলাম এক জায়গায় পরে সব খুলে বলব তোমাকে, দুধ কার জন্য মামী?

– আর কার জন্য, এ বাড়িতে তো একজনই আছে নবাব নন্দন, দেখত রাতে কিছু খায়নি, তোর নানীকে তো চিনিস, পেয়ারের নাতি কিছু খায়নি বলে সবার উপর চটে আছেন। বড় ভাবী কত সাধ্য সাধনা করলেন তা নীপু কখনো কারও কথা কি শোনে? ভাবলাম দেখি যদি একটু দুধ অন্তত খায়-



www.pathagar.com

– সে এমন করছে কেন মামী? সে কী দিনদিন আরো বাচ্চা হচ্ছে নাকি? দুধটা দাও তো আমাকে মামী।

– লাভ হবে না। ঘরেই ঢুকতে দিচ্ছেনা। কত চেঁচালাম ধাক্কালাম। দরজা খুললে তবেতো?

– আমি দেখিনা মামী।

যা দেখ গিয়ে, আমার অত ঢং ভালো লাগে না, বুড়ো মর্দ ছেলে কোথায় সংসারের জন্য কামাই রোজগার করবে তা না, কবিতা লেখে, আর সারাবাড়ির লোককে জ্বালিয়ে মারে।

– মামী, সে কিন্তু কখনো এমন করে না! সে কখন কাকে জালায় বলোত? পেলে খায়, না পেলে চায়না, কই আমিতো তাকে কোনদিন কাউকে বিরক্ত করতে দেখিনি।

– নে তার গুণকীর্তন রাখ, পারলে দুধটা ওকে গিলিয়ে আয়, আমি উপরে যাচ্ছি, তাড়াতাড়ি আসিস, সবার খাওয়া শেষ শুধু তুই বাকি, বুয়ারা বসে আছেন।

– মামী আমিও আজ কিচ্ছু খাবো না, অনেক কিছু খেয়েছি গলা পর্যন্ত ভরে আছে।

– দাওয়াত ছিলো নাকি?

– না

– তাহলে?

– আমার এক আত্মীয়ের সঙ্গে চুংকিং এ চায়নিজ খেয়েছি।

– ও আচ্ছা! বলে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ান সোহানা রহমান ওরফে মুন্নী-তোর আবার এমন কে আত্মীয়, মৌ?

মৌমিতা শুধু হাসে। জবাব দেয় না, দুধের গ্লাস হাতে নিয়ে নীপনের বন্ধ দরজার ওপর হাত রাখে। তিনবার মাত্র নক করে, কোন চিৎকার করতে হয়নি মৌমিতাকে, সে কেবল একটু শান্ত স্বরে বলে, - নীপু ভাইয়া দরজাটা একটু খুলবে, আমি মৌ।

দরজা খুলে যায়।

নীপন বিছানায় গিয়ে বসে। চোখ মুখ কেমন উদভ্রান্ত লাল লাল দেখায়। মৌমিতা বিনাবাক্য ব্যয়ে দুধটা শুধু এগিয়ে দেয়। নীপন দুধের গ্লাস শেষ করে সাইড টেবিলের উপর নামিয়ে রাখে। কেউ কয়েক মুহূর্ত কোন কথাই বলেনা নীরবে দু'জন দু'জনকে কেবল চেয়ে দেখে। প্রথম কথা বলে মৌমিতাই।

– কি সব পাগলামি করছ বলোত, কী হয়েছে তোমার, কেউ ছ্যাঁকা ট্যাকা দিল নাতো?

নীপন সামান্য হাসল।

www.pathagar.com

– শুধু বলেছি খিদে নেই, রাতে খাবো না ব্যস, পুরো সংসার আমার পিছনে লাগতে এসেছে, এরা পেয়েছে কী আমাকে বলত?

– তুমি যে এ বাড়ির বহু দূর্মূল্য দুষ্প্রাপ্য সবেধন নীলমনি। তুমি এই বাড়ির পাঁচ পাঁচটা অপয়া মেয়ের রাজত্বে, একমাত্র পুত্ররত্ন।

– তুই আমাকে টিজ করিস মৌ?

– কী বলব বলো? এই পুরুষ শাসিত সমাজে অকাল কুষ্মাণ্ড হলেও পুত্র পুত্রই, তার মর্যাদাই আলাদা। আর মেয়ে ফু! শত কেন মেধাবী, একস্ট্রা কোয়ালিটি তার থাকুক না কেন, তার যদি সামান্যতম ত্রুটি ধরা পড়ে তো মনে করো দুধের মধ্যে যেন গোবর পড়ল।

এইসব কি বলছিস তুই!

– আমি সত্যি কথা বলছি নীপন ভাইয়া। এ বাড়ির তুমি একমাত্র ছেলে, তুমি উপোস করলে সবার রুচি চলে যায় কিন্তু-

সহসা গলা ধরে আসে মৌমিতার। সে চুপ হয়ে যায় কিন্তু চোখ দুটি অশ্রু ভারে টলমল করে ওঠে।

– আমি জানি মৌ, তোর কষ্ট সব বুঝি আমি। আমি মানি আমার দাদা দাদী এবং আমার বাবা বীনু ফুপুর 'ডেডবডি' টা দাবি না করে ভয়াবহ অন্যায় করেছিলেন, তুই তাদের ক্ষমা করে দে মৌ, আসলে তারা সবাই এখনো তাকেই খুব বেশি ভালবাসে, তুই তা বুঝিস না।

– আমি সব কিছু জানি এবং বুঝি। এই সমাজ সহজেই কী বদলাবে? ছেলে মহামূল্যবান এক চিজ, আর মেয়ে কানাকড়িও না।

– ভারি বাজে কথা বলিস তুই, কিসের মধ্যে কী! পুরনো দিনের ঐসব কথা ভুলে যা, দেখবি আর কোন ঝামেলা নেই।

মৌমিতা এবার নীপনের বিছানার সামনে রাখা টুলটাতে বসে পড়ে। বলে,

– তোমার সংগে অনেক কথা আছে আমার।

– আমারও মৌ।

– তোমারটা আপাততঃ থাক, আজকে শুধু আমারটা শোন, প্রথমেই একটু সরল তথ্য, গত এক সপ্তাহে একবারও চেয়ে দেখেছে কেউ এষা আপার মুখের দিকে?

– কেন, তার আবার হল কী?

– তার জীবনটা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে, কিছুই জানোনা যেন। একবার পছন্দ ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে জোশ করে ভেঙে দাও! কী পেয়েছে বড় মামা? এষা আপা মুখ


www.pathagar.com

খোলার মেয়ে না, কিন্তু এই একটি সপ্তাহে তার কী অবস্থা হয়েছে মামীরা সবাই দেখেছেন কিন্তু দেখেও না দেখার ভাণ যেন কিছুই হয়নি। এসব কেন বলত? কারণ সে সামান্য একটি মেয়ে। তার মন ভাঙ্গা না ভাঙ্গায় বা বাঁচা মরায় কারও কিছু এসে যায় না। কিন্তু তাদের পুত্র একটি বেলা না খেয়ে থাকলে যেন দুনিয়া রসাতলে চলে যাবে।

এক সঙ্গে অতগুলো কথা বলে মৌমিতা হাঁপাতে থাকে। দুই গাল আরক্ত হয়ে উঠেছে তার উত্তেজনায়। এক মুহূর্ত নীরব থেকে খুব শান্ত কণ্ঠে মৌমিতা বলে---।

– তুমি কিছু কর নীপু ভাই। চুপ করে চেয়ে দেখোনা, এষা আপা বড় অভিমানী, সে বুঝতে পেরেছে এই সংসারে তার চোখের জলের কোন মূল্য নেই, তাই সে এক ফোঁটা কাঁদেও না। কিন্তু তাকে আমি খুব ভালো করে চিনি।

– কী করতে পারি আমি বল।

– সব কিছু পারো। আমার কথা কী তুমি শুনবে?

মৌমিতা সারাদিনে সব রহস্যের জট খুলে ধরে এবার। কোন কিছুই বাদ দেয় না, তার মায়ের এবং মাসুম সাহেবের সব গল্প আদ্যোপান্ত বলে বাক্যহীন হয়ে শোনে নীপন। এই দুঃসাহসী দুরন্ত জেদি মেয়ের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা শুনে কপালে ঘাম ফুটে ওঠে। সবশেষে নীপন হঠাৎ মৌমিতার হাত নিজের হাতে তুলে নেয়। সামান্য চাপ দিয়ে বলে,

– আচ্ছা। আমি আছি তার পাশে।

– ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাবে নাতো?

– না।

– ঠিক বলছ?

– হান্ড্রেড পার্সেন্ট।

দরজা হালকাভাবে ভেজানো ছিলো কেবল।

পর্দার ওধারে কেশে ওঠে কেউ। নীপন ডাক দেয়।

– টুসী, ভিতরে আয়, আড়ি পাতছিলি নাকি?

– না দাদা, মাত্র এসেছি দাদাজান মৌ আপাকে ডাকছেন।

– সাইক্লোন শুরু হবে এখন, তাই তো?

– বোঝা যায়না। ছোট চাচী বললেন, মৌ আপা তোমাকে পটাচ্ছেন দুধ গেলানোর জন্য, মনে হয় আবহাওয়া খুব খারাপ না।

– বলেছি না, তোমাকে দুধ খাওয়াতে পেরেছি আজ আমার সাত খুন মাপ।

– ফের ওই সব।


www.pathagar.com

– কী ব্যাপার মৌ আপা, মৌটুসী ঠিক বুঝে উঠতে পারে না কী ধরনের বিষয় নিয়ে এই দুজনের এমন গভীর শলা -

– পরে বলব, এখন চল, নানা জানকে সামাল দিই আগে।

মৌমিতা আর মৌটুসী একসাথে দুধের শূন্য গ্লাস তুলে নিয়ে চলে যাবার পর নীপন বহুক্ষণ সাদা দেয়ালের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে- সমস্যা ঘোরতর, নতুন সমস্যা জন্ম নিতে যাচ্ছে, সবচেয়ে মেইন ব্যাপার হলো মৌমিতা মাসুম সাহেবের সাথে পাকাপাকিভাবে চলে গেলে, তার বাবা বা দাদা কী তা সইতে পারবে? মৌমিতা আজকাল অদ্ভুত কঠিন আর কঠোর হয়ে উঠছে ক্রমশ: সম্ভবত তাকে টলানো যাবে না।

কিন্তু নীপনের সত্যিই কী কিছুই করার নেই? সে কি বিনা যুদ্ধে হেরে যাবে!

অসম্ভব।

বেশ ক'দিন থেকেই যা হচ্ছে, নাভিমূলের ঠিক উপরের অংশে চিনচিনে একটা ব্যথা, থেমে থেমে ধীরে ধীরে প্রকট হতে থাকে, সেটা শুরু হলো এখন।

কেমন অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি, বমি বমি লাগে নীপনের। এটা কী টেনশন থেকে আসছে, নাকি শারীরিকভাবে ভিতরে ভিতরে অসুস্থ সে। উল্লেখযোগ্য তেমন কোন অসুখ কখনো হয়নি তার। সামান্য সর্দি কাশি জ্বর এইসব, তাতেই তার মা এবং দাদী বাড়িতে মহা হাঙ্গামা শুরু করে দেন, সেটা মোটেই পছন্দ না তার। মৌমিতা হয়তো ঠিকই বলে। অকালকুষ্মাণ্ড হওয়া সত্ত্বেও সে এ বাড়ীর একমাত্র পুত্র হবার সৌভাগ্যে বরাবরই অতিরিক্ত খাতির যত্ন পায়। অন্যের চোখেও ব্যাপারটা পড়ে তাহলে, মৌমিতা কী তাকে ঈর্ষা করে? না, তার রাগ গোটা ঘুণে ধরা সমাজ ব্যবস্থার উপর। একথা তো আসলে ঠিক, যদি বীনু ফুপুর জায়গায় এমন কাজ তার বাবা, বা সে নিজে করত তাহলে, তাহলে কী হ'ত? ছেলেরা কোন পাপ কাজেই নষ্ট হয় না, তাদের কুমারীত্বের পবিত্রতার প্রশ্ন ওঠে না। সে সবই তো জানে। বীনু ফুপুর অবাঞ্ছিত বাচ্চাটা যাতে লাঞ্ছিত বা কলঙ্কিত না হয় সেইজন্য মোটামুটি মহাপুরুষ গোছের ঐ ভদ্রলোক বিয়ে করেছিলেন বীনু ফুপুকে, তাকে অপারেশন টেবিলে তুলে দেবার আগেই, সব কাগজ পত্র এমনভাবে তৈরী করিয়ে ছিলেন যাতে কেউ আংগুল না তুলতে পারে। বীনু ফুপুও শেষ মুহূর্তে চিনতে পেরেছিলেন তাকে, খুশী মনে আত্মসর্মপণ করেছেন তার কাছে.... সে বেঁচে থাকলে হয়ত দু'জনের চমৎকার সংসার হত কিন্তু সবকিছু অন্যরকম হয়ে গেল। ঐ মাসুম সাহেবের কথা কেউ বিশ্বাস করেনি। দাদী কেড়ে নিয়েছেন মৌমিতাকে, যেন ঐ লোকের কোন ছায়া এ সংসারে কখনো না পড়ে, সেই জন্য ছোট্টটি থেকে মৌকে ভোলানো হয়েছে মিথ্যে কথায়। তার কোন শেকড় নেই— খুব


www.pathagar.com

ছেলেবেলাতেই মা বাবা দু'জনেই গত হয়েছে তার। কিন্তু কোন লাভ হল কী। পাশার পুরো দানই যে এখন উল্টে যেতে বসেছে। দাদা, দাদী এবং তার মা বাবা, বলতে গেলে এ সংসারের প্রত্যেকেই তিল তিল স্নেহ মমতার সোনালী যত্নে বড় করে তুলেছে ঐ শিশু মৌমিতাকে। এখন তো সে বজ্রাঘাত হানবে বলে বদ্ধপরিকর। হয়ত এটাই ঠিক কাজ। মৌমিতা মাসুম সাহেবের আইনের মেয়ে, মহানুভবতার ঔরসে জন্ম যে কোরকের, কত কাল প্রবঞ্চনা করা উচিত একজন ভালো মানুষকে। ঐ লোক চাইলেতো বহু আগেই জোর খাটাতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি.. বীনু ফুপুর অতীত যাপিত জীবনের গ্লানি হয়ত ঘেঁটে তুলতে চাননি। অথচ নিজেদের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও এ বাড়ীতে বীনু ফুপুর নাম সযত্নে মুছে ফেলা হয়েছে। মরে গিয়েও পার পাননি, ক্ষমা পাননি এ বাড়ীর নিষ্ঠুর হৃদয়হীন মানুষদের কাছে। তার স্মৃতিকেও কবর দিয়েছে এরা। তিনি যে নষ্ট মেয়ে, তাই।

তবু নীপন জানে খুব গোপনে সকলের চোখ এড়িয়ে এখনও কোন কোন দুর্বল মুহূর্তে তার দাদী ছাদে চলে যান, একলাই অশ্রু বির্জন করেন মৃত নষ্ট মেয়ের জন্য, কিন্তু ভুলেও প্রকাশ্যে নয়, সেই জন্য মৌমিতা তার চোখের মণি। ওকে ভালবেসে সব দীর্ঘশ্বাস সহজে লুকাতে পারেন।

নীপন খুঁজে পেয়েছিল বীনু ফুপুর ডাইরী বহু বছর আগে, তারপর পুরনো কাপড়ের বাকসে লেপের গাদায় লুকিয়ে রেখেছিলো। বড়ো অদ্ভুত ছিল সেই ডাইরীর নাম "স্মৃতি মৌমাছি"। সে প্রথম ভেবেছিল কোন গল্প উপন্যাস হয়ত। ঝকঝকে হাতের লেখায় গোটা গোটা অক্ষরের মুক্তায় সাজানো। সবশেষে সে বুঝতে পেরেছিল... সে বীনু ফুপুর জীবনপঞ্জী, প্রাত্যহিকের সেই দুর্লভ গল্প জেনে ফেলেছে কী ভাবে সম্ভব হলো এটা! হতেও পারে। মৌমিতা তো তাকে অল্প আগেই খুলে বলেছে, সে তার বাবার সঙ্গে এক অপার্থিব শান্তির জগতে পুরো দিনটা কাটিয়ে এসেছে। সেখানে তার মায়ের কবরে দিয়ে এসেছে পুষ্পাঞ্জলি। মৌমিতা ছায়াকুঞ্জে আর থাকবেনা, কোন ভালোবাসার সোনালী সুতায় আর বাঁধা যাবে না তাকে, পাখী এবার উড়াল দেবে। আর এক সম্পর্কের জালে তাকে জড়িয়ে নেবে সে, তখন মৌমিতা পালাবে কোথায়!


www.pathagar.com

## ॥ বার ॥

শেষ বিকেলের সোনালী নরম আলো এখন ধানমন্ডি লেকের জলে, অদ্ভুত সুন্দর লাগে! হালকা হাওয়ায় একটু একটু দোলে নিস্তরঙ্গ লেকে শান্ত জল, মৌটুসী নিষ্পলক হয়ে যায়। কয়েক দিন পরেই আসবে নতুন বছর, পাতা ঝরার দিন, শীতের হিমেল হাওয়া, কমলা রোদের আলো ফুরিয়ে যাবে, বসন্ত আসবে দশদিক রাঙিয়ে, মৌটুসী বসন্ত ভালোবাসে। ঢাকার রাস্তাগুলো লাল লাল দেখাবে কৃষ্ণচূড়ার আগুন রঙের ফুলের উজ্জ্বল সমারোহে। এই ধানমণ্ডির ১৬/১৭ নম্বরের রাস্তায় দু'ধারে শহীদ স্যারদের বাড়ীর কাছে অজস্র লাল ফুলের গাছ কষ্ণচূড়া পলাশ আর বেগুনী রঙের এক ধরনের ফুল, মৌটুসী সে গুলোর নাম জানে না। কিন্তু নির্জন গভীর প্রশান্তির এই এলাকা, পথ আর বাড়িগুলো ভারি ভালোলাগে তার। কতবার ভাবে ঈস এইসব কোন একটি বাড়িতে যদি সে থাকতে পেত আর কোথাও না হোক, ফাতেমাদের ভাঙাচোরা মলিন পুরনো দিনের গন্ধ মাখা আম পেয়ারা আর কামরাঙ্গা গাছের সবুজ জঙ্গলে ঠাসাঠাসি ঐ বাড়িটা, মৌটুসীকে কী এক আজব আর্কষণে টানে! লেকের কোল ঘেঁষে শান্তির আর নির্জনতার ছোট্ট এক টুকরো বাসা। পুরনো হলে কি হবে চারদিক পরিচ্ছন্ন! একজন মালী আছে ফাতেমাদের সেই যত্ন করে। গাছ গাছড়ার তিনটে নারিকেল গাছও আছে ওদের, সবকিছু মিলিয়ে স্বপ্নের মতো বাড়ি। অথচ মৌটুসীদের 'ছায়াকুঞ্জ' এর থেকে বিশাল, কালো লোহার গেটে বেগন ভেলিয়ার উজ্জ্বল ঝালর। সাদা আর নীল রঙা দো'তলা সুলতানগঞ্জের ভালো সুন্দর দেখতে বাড়িগুলোর মধ্যে একটা। কিন্তু মৌটুসীর মন পড়ে থাকে ফাতমাদের নৈঃশব্দের খিল আঁটা সবুজ প্রাঙ্গণে। ওখানে ছুতায় নাতায় ছুটে যাবার কী যে আকুতি। আজও সে কলাবাগানে তার এক বান্ধবী যে মিশাও কোচিং এ পড়ে, ওর কাছে নোটস আর সাজেশান আনতে গিয়েছিল, ফেরার পথে রিকশা নেয়নি। শেষ শীতের সোনালী বিকালে ঠাণ্ডা হাওয়ার ওড়নাতে শরীর জড়িয়ে চলেছে... আর যেতে যেতে লেকের ধারে থমকে থেমে যায়। অনিচ্ছায় অজানতে কিভাবে যেন ফাতেমাদের বাড়ির কাছাকাছি চলে আসে, যদিও আজ তার এখানে অঙ্ক শেখার কোন ব্যাপার নেই। শহীদ স্যার সম্ভবত এখন বনানীতে, সেই বিশাল আলীশান বাড়িটায় দুই ভাই বোনকে পড়াচ্ছেন, যারা তাকে গাড়ী পাঠিয়ে নিয়ে যায়।

বনানীর এ বড়লোদের অসহ্য লাগে তার, মোটামুটি কোন করাণ ছাড়াই সেই দুই ছাত্র ছাত্রীকে না দেখেই অপছন্দ তার, ঐ সব মনে পড়তেই মনটা বিস্বাদ হয়ে ওঠে তার। মৌটুসী ভাবে এখনও বেশ বেলা আছে, ফাতেমার সঙ্গে খানিক গল্প করা যাক। শহীদ স্যার বাসায় থাকলে অবশ্য ভুলেও একাজ করা যেত না, পরীক্ষা সামনে রেখে এই বিকালে আড্ডা দেওয়া দেখলে বকুনির চোটে ভূত ভাগিয়ে দেবেন। বকতে ভারি পছন্দ শহীদ স্যারের, বিশেষ করে তাকে, এটা মৌটুসী সব সময় লক্ষ করেছে। অন্য মেয়েদের ভুলত্রুটি নিয়েও কথা বলেন সেটা তেমন কিছুই না, মৌটুসীর কোন খুঁত


www.pathagar.com

পেলে আর রক্ষা নেই, হয়ত শহীদ স্যার তাকে একদম দেখতে পারেন না, কিন্তু কেন! সে কী দেখতে এতই জঘন্য। মৌ আপা খালি খালি বলে, 'টুসী আমাদের সকাল বেলার সাদা গোলাপ ফুল'। একবার তার এক জন্মদিনে মৌ আপা তাকে জীবনানন্দ দাশের "রূপসী বাংলা" কবিতার বই প্রেজেন্ট করেছে। প্রথম পাতায় লিখেছে, "টুসী! আমাদের সকাল বেলার সাদা গোলাপ, তোকে!" ঐ লাইনটা পড়ে গাল লাল হয়ে গেছিল তার। আর কী যে ভালো লেগেছে। ঐ লাইন মৌটুসী মুখস্থ করে রেখেছে। একবার ইচ্ছা হয় ফাতেমার মাধ্যমে বইটা স্যারকে দেখায়। দেখুক সে লোকে মৌটুসীকে কী ভাবে। কিন্তু সব সময় সবকিছু করা যায় কী, ঐ ভাবা পর্যন্তই, অমন কাজ করতে সাহস হয়না তার। এর ফল উল্টাও হতে পারে।

ভাবতে ভাবতে কখন ওদের গেটে ঢুকে পড়েছে মনেও পড়েনা, ফাতেমারা গেটে তালা দেয়না, হালকাভাবে ভেজানো থাকে শুধু। ধাক্কা দিতেই সামান্য আওয়াজ করে খুলে যায়। সামনে বাগান, অল্প একটু লাল সুরকীর পথ নরম দুর্বাঘাসের মাঝখানে, তার পরেই প্রধান দরজা। কলিং বেলে হাত রাখতেই, ফাতেমা দরজা খুলে দেয়। ফাতেমা মৌটুসী কথা বলার আগেই ঠোঁটের উপর আঙ্গুল তোলে, মৌটুসী নিঃশব্দ নির্বাক হয়ে যায়। ফাতেমা ওকে ঘরে ঢুকতে না দিয়ে বরং ওর হাতধরে বাইরে বাগানে পেয়ারা তলায় নিয়ে আসে। এইবার যেন নিরাপদ দূরত্বে এসেই ফাতেমা মুখ খোলে।

টুসী, দাদা ভাইয়ের ভয়ানক জ্বর। সারা দুপুর কী যে ছটফটানী, মাথায় পানি ঢালতে হয়েছে সারাক্ষণ। এইমাত্র ঘুমালেন।

মৌটুসীর মুখ মুহূর্তে ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

– ডাক্তার ডাকাসনি ফাতেমা?

– হ্যাঁ, বলেছেন তেমন কিছু না। কিন্তু বললে হবে কী, প্যারাসিটামল কোন কাজ করছে না। জ্বর ১০৫-১০৬ এরকম উঠছে, পানি ঢালতে ঢালতে হাত পা অবশ হয়ে গেছে আমার। কাল সারারাত কেউ ঘুমাইনি। মা দাদাভাইকে ঘুমাতে দেখে একটু শুয়েছেন।

– এই অবেলায় ঘুমাবে, ফাতেমা আমি কোন শব্দ করব না একটু উঁকি মেরে দেখি?

– দেখবি, আচ্ছা আয় চল, জেগে গেলে ভারি মুস্কিল হবে কিন্তু। দুপুরে জ্বরের মধ্যে কি সব যে ভুল বকেছে।

– ভুল বকছিল। আমার ভয় লাগছে ফাতেমা, জ্বর এখন কত?

– জ্বর এখন কমই, একশ'র মতন।

কিন্তু হলে কী হবে ফট করে উঠে যায় আবার, ভোররাতেও জ্বর কমছিলো, দুপুর হতে না হতে সাঁই করে একশ পাঁচ হয়ে গেল, কী যে বকাবকি, মাগো আমি লজ্জায় মরি আরকি।


www.pathagar.com

কেনরে কি বলছিলেন স্যার, যে তুই লজ্জা পেলি।

– শুনলে তুইও লজ্জা পাবি, জেনে শুনেও বলেনি ভুল বকেছে তবু মা সামনে ছিলেন, আমি আর নেই।

বলনা ফাতেমা।

চুপ পরে। আগে দাদা ভাইকে দেখবি চল,একটুও আওয়াজ করিসনা, আয়।

ফাতেমা হাত ধরে তাকে নিয়ে আসে। নিঃশব্দে প্রবেশ করে তারা।

এটা শহীদ স্যারের কামরা। মোটামুটি সাদামাটা। বিছানা, সাইড টেবিল সিলিঙ, ফ্যান আর বই এর কেসে গাদা গাদা বই। একটা লেখা পড়ার টেবিল চেয়ার এক কর্ণারে জানালা ঘেঁষে, জানালা খোলা। হাস্নাহানা গাছটা স্পষ্ট দেখা যায়, জানালার গাঁঘেষে দাঁড়িয়ে সেটা। একটা ফুলদানি, একগুচ্ছ প্লাষ্টিকের ফুল তাতে। সাইড টেবিলে পানির গ্লাস ঢাকা দিয়ে রাখা, থার্মোমিটার, ট্যেবলেট, একখানা কলা এইসব। স্যার নিঃসাড় পড়ে আছেন একটু কাৎ হয়ে। কী অসহায় ভঙ্গি। জ্বরতপ্ত চেহারা করুণ অথচ দারুণ দেখাচ্ছে তাকে এইভাবে। সিনেমার হিরোরা যখন বিরহি বিরহি দুঃখের সীন করে সেই রকমই অনেকটা। মনে মনে মৌটুসী ভাবে শহীদ স্যার দেখতে আর একটু পচা হলে কী এমন ক্ষতি হত। ছেলেদের এত সুন্দর হওয়ার দরকার কি।

– দু' এক মিনিট দাঁড়িয়ে দেখে ওরা বাগানে ফিরে আসে সেরকমই নিঃশব্দে। মৌটুসী বলে, কালও আমি আসব ফাতেমা, কালতো আমাদের অঙ্কের দিন।

– ফাতেমা অবাক হয়ে বলে,- তোর মাথা খারাপ নাকি টুসী দাদা কাল পড়াবে কিভাবে?

– আমি কী পড়তে আসব, একটু দেখতে আসব, তুই বলে দিসনা ফাতেমা যে আমি আজ এসেছিলাম।

– ব্যাপার কি তোর বলত। দেখতে আসতে চাইলে আসবি, এতে বলাবলির কী আছে?

– না মানে স্যার যদি কিছু মনে করেন, আজ এসেছি আবার কালও-

– তাতে কী, কারো অসুখ হলে লোকে দেখতে আসেই। তুই আসিস।

মৌটুসী চলে যাবার জন্য পা বাড়ায়। হঠাৎ ফাতেমার মনে পড়ে তার দাদা ভাইয়ের আজব বকা বকানিগুলো, সে ফিক করে হেসে ওঠে আনমনে। মৌটুসী চমকে তাকায়।

– হাসলি কেন?

– হাসলাম। জ্বরের ঘোরে দাদাভাই কী বলছিল জানিস?

– কিরে? আগ্রহ নিয়ে চোখ তোলে মৌটুসী।

– আজ দুপুরে ভুল বকছিল, মৌ, মৌটুসী লক্ষ্মী মেয়ে, তোমার এ সব দস্যিপনা আমার খুব ভালো লাগে। আমার জন্য আর একটা লাল গোলাপ নিয়ে এসো কেমন?

– ছি! ছি! ছি!


www.pathagar.com

– হ্যা এইসবই, আরও কতকী, একবার কাকে যেন কান ছিঁড়ে দেবে বলছেন, একবার আমার ঠ্যাং ভেঙ্গে দেবেন বলছেন, সবশেষে বলছেন মা, আমি মৌটুসীকে বিয়ে করব।

– যাহ! বাজে বকিস না ফাতেমা তুই এক নম্বরের মিথ্যুক।

মৌটুসী আর দাঁড়ায় না। এক দৌড়ে রাস্তায়। হাত তুলে একটা রিকশা থামায়। এখন আর হাঁটার সাধ্য নেই তার। দুই হাঁটু কেমন অবশ লাগছে, কান গরম আর লাল হয়ে উঠেছে, ফাতেমাটা ভারী বজ্জাত। সে কসম কেটে বলতে পারে শহীদ স্যার জাগরণে বা স্বপ্নে অমন কথা কখনও বলেনি। ভুল বকেছে। ভুলে ভুলে এমন কথা কেউ কখনো বলে। শহীদ স্যার অমন কথা ভুলেও বলবেন না, মৌটুসী তাঁকে ভালোই চেনে। ফাতেমাই তার সংগে ইয়ার্কি দিয়েছে, নিশ্চয় তাই। কিন্তু সত্যি যদি সে ঐসব ভুল বকে। মৌটুসী আবারও লাল হয়ে যায়।

উল্টো দিক থেকে হুড়মুড় করে ছুটে আসে একটা দানব মাইক্রোবাস, মৌটুসী একটুও লক্ষ করেনা তার মন প্রজাপতির মতন। ছন্দে উড়ে চলে গেছে কোন স্বপ্নের দেশে। তার রিকশাটা তখন সেই মুহূর্তে রাস্তা ক্রস করে পনেরো নম্বর সড়কে ঢুকতে চেয়েছিল কিন্তু পারলোনা।

মৌটুসীর দুই চোখে স্বপ্নের সোনালী আলোক, ততক্ষণে তাকে নিয়ে উড়ে চলে গেছে সব অনুভবের বাইরে এক অন্য ভুবনে। রাস্তায় একটা চিৎকার ওঠে মাত্র পথচারী জনতার। মাইক্রোবাস উধাও। দু'নম্বর সড়কের প্রশস্ত বুকের ওপর তখন জমাট রক্তের লাভা। রিকশাওয়ালা আর মৌটুসী দু' জনেই শুয়ে আছে সেই রক্তস্রোতের মধ্যে ঝরা কৃষ্ণচূড়া ফুলের মতন, নিঃশব্দে।

অনেক রাত, কোথাও কোন শব্দ নেই। এখন এই দুর্ভাগা বাড়িটাতে কবরের নৈঃশব্দ। খুব বেশী কাঁদেননি বড় মামী। নিশ্বাস ফেলে বলেছেন বেঁচে গেছে হতভাগা। এই হতচ্ছাড়া দেশে মেয়ে হয়ে জন্মানো যা, তাতে বেঁচে থাকা না থাকাতে এমন আর ফারাক কি। আরো আগে গেলে ভালো হত জন্ম মুহূর্তেই।

কাঁদতে কাঁদতে বেহুশ হয়েছেন মুন্নী মামী। ছোটরাও প্রমি, ঈষিতা। ওদের থামাতে খুব চেষ্টা করেছেন এষা আপা। ফুলের মত লাল টুকটুকে রক্ত গোলাপের মতো আমাদের মৌটুসী, কত কী স্বপ্ন ছিল তাকে নিয়ে।

নীপন ভাইয়া, নানা আর বড়া মামা সবাই মিলে ওকে রেখে এল আজিমপুরে। মৌটুসী কী স্বপ্নে অমন বিভোর ছিল। মৃত্যুর পরেও বিশেষ করে একটা চাকার নীচে দুমড়ে গেছে যার কিশোরী শরীর, তার বন্ধ দু'চোখ আর ঈষৎ বঙ্কিম লালু ওষ্ঠ জোড়াতে আঘাতের কোন চিহ্নই ছিলনা বরং শান্ত একটা সুখের পবিত্র আলো ফুটে ছিলো সেই মুখে। মৌমিতা ভাবে তার বিদ্রোহ এখন আরও সুকঠোর এবং কঠিন হয়ে উঠবে। মৌমিতা এখন কী করবে?


www.pathagar.com

## ॥ তের ॥

মৌমিতা এখন ঈষিতাকে তার সংগে শুতে নেয়। এই ঘর বড় নিঃশব্দ নির্জন আর ফাঁকা লাগে। রাতভর কারো পড়ার শব্দের উচ্চকিত নিনাদ নেই যেন প্রাণ চলে গেছে এই কামরাটার। ওর পড়ার বই খামোখাই খুব সামলে যত্ন করে তোরঙ্গে তুলে রেখেছেন মুন্নী মামী। এস. এস. সিটা দেয়া হলনা টুসীর, দিলে একটা কেলেঙ্কারী হত!' নীপন ভাইয়া বলেছেন।

মৌমিতা কিছু বলতে পারেনি। মানুষের জীবন এমন অনিত্য, এমন নশ্বর! নিশ্বাস ফেলতে নেই হয়ে যায়। স্বপ্নের নীল প্রজাপতি ডানা মেলতে না মেলতে সেই স্বপ্ন ফুরিয়ে যায়, কিছু তো থাকেনা। প্রায় তিনদিন পরে একটি কিশোরীকে সংগে নিয়ে এক সুদর্শন যুবক এসেছিল। কিশোরীটি তার পূর্ব পরিচিত আর যুবক, তাকে আগে কখনো না দেখেও সহজেই শনাক্ত করতে পারে মৌমিতা। এ টুসীর অঙ্কের মাষ্টার শহীদ।

বিষণ্ন ভারাক্রান্ত চশমার কাচে ঢাকা সেই তরুণ চোখ কোন কথা না বলে, সবকিছু বলে বিশদভাবেই বলে।

শিশিরবিন্দুর মতো নিটোল নিখাঁদ অশ্রুবিন্দু টলমল করে ওঠে সেই চোখে। মৌটুসী বলেছিল, 'খুব কঠিন বাজে লোক আমাদের শহীদ স্যার, মানুষকে পিঁপড়ে মনে করে।' মৌমিতার তা মনে হলনা।

ভদ্রলোক শুধু একলা মৌটুসীর কামরায় অল্প কিছু সময় বসবার অনুমতি চেয়েছিলেন আর কিছু না।

ফাতেমা চোখ লাল করে এসেছিল। যতক্ষণ ছিলো রুমালে চোখ মুছতে মুছতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, এক সময় নিঃশব্দে চলে গেছে দু'ভাইবোন।

মৌটুসীর বইপত্র খাতা নোটস এসবই তুলে রাখা হয়েছে, সেজন্য টেবিলটা একরকম শূন্য। ঈষিতার কিছু খাতা পত্র এনে সাজিয়ে রাখে, ঐ টেবিলটা শূন্য থাকা একদম মানায় না। প্রমীও এখন একলা থাকতে একটুও রাজিনা, তাই এষা আপা থাকেন এখন প্রমীর সংগে।

সহসা মাঝরাতে একদিন ঘুম ভেঙে ঈষিতা বলে কী, মৌ আপা, মৌ আপা। খুব আস্তে ফিসফিসিয়ে তার কানে কানে। মৌমিতার ঘুম ভেংগে যায়।

– কিরে।

– কেউ এসেছিল, মনে হয় সে,

– সে?

– টুসী পা।



www.pathagar.com

– ছি। সে কোথা থেকে আসবে সোনা, তুমি স্বপ্ন দেখেছ, এখন ঘুমাও।

– আমি স্বপ্ন দেখিনি মৌ আপা, ঘরের হালকা নীল আলোতে তার সাদা কামিজ আরও সাদা দেখাচ্ছিল, মনে হল কী জানো, চেয়ারে বসে একটা বই হাতে নিয়ে বসেছে, জানালা দিয়ে বাতাস আসছিল, আর তার নীল রঙের ওড়নাটা ফরফর শব্দ করে উড়ছিল আমি অনেকক্ষণ জেগে আছি মৌ পা, ভয়ে শব্দ করিনি-

ভয়! কিসের ভয় ঈশী?

– ভয়। সে যদি চলে যায়, আমার মন চাইছিল অনেকক্ষণ সে থাকুক, তারপর যেই চুপে চুপে তোমাকে জাগাতে গেছি দেখি সে আর নেই-

– ঈষিতা, মানুষ মরে গেলে আর কখনো ফিরে আসেনা, তুমি স্বপ্ন দেখেছো মনি।

– মৌ আপা, ইস সত্যি দেখেছি।

– আচ্ছা জিদ করেনা, এখন ঘুমাও। ভোর হতে এখনও বাকী, আর শোনো বড় মামীকে আবার এসব কথা বলতে যেওনা কেমন?

– আচ্ছা।

অল্প একটু পরে তাকে বুকে আকড়ে ঈষিতা ঘুমিয়ে পড়ে কিন্তু মৌমিতার আর ঘুম আসেনা বাকী রাত টুকুতে। সে খুব ভালো করেই জানে একফোঁটা হলে কী হবে, ঈষিতার মধ্যে কোন ছল চাতুরী নেই। মিথ্যে করে বা বানিয়ে বানিয়ে কখনও কোনকিছু বলার মেয়ে সে নয়। তবু এসব কী মেনে নেওয়ার মতন কিছু? হয়ত স্বপ্নই দেখেছে, ঘুমভেঙ্গে যেতেও ঘোর কাটেনি।

বড়মামা মামী নানা নানী সবাই এই আকস্মিক আঘাতে মুহ্যমান,এরমধ্যে দ্বিতীয় বজ্রটা কি করে যে ফেলে মৌমিতা।

শোকের চল্লিশটা দিন তো যেতে দেবে অন্তত এর মধ্যে তার বাবার সংগে একদিন টেলিফোনে কথাও হয়েছে তার, সে মৌটুসীর কথা তাঁকে জানিয়েছে। ইনিও তাকে ধৈর্য ধরতে বলেছেন। এমন একটা সময়ে আর যাই হোক এষার বিয়ের প্রসঙ্গ তোলা উচিত হবেনা কোন ক্রমেই। এষা আপাও এই নতুন শোক পেয়ে, পুরনো শোক প্রায় কাটিয়ে উঠেছেন বোঝা য়ায়।

সবচেয়ে নিঃশব্দ হয়ে গেছেন বড় মামা, আর কোন ব্যাপারেই যেন কোন আগ্রহ নেই তার। কোন উল্টা পাল্টা ব্যাপার দেখলেও চেপে যান কোন শোরগোল তোলেন না।

সেদিন সকালে বাড়ির সামনে গাড়ির শব্দ শুনে দোতলার ব্যালকনির গ্রিলে এসে ঝুঁকে পড়ে যা দেখে, তাতে মৌমিতার চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস। নানা এবং বড় মামা দুজনেই এখন বাসায় বর্তমান। আর একটু দেরী হলে



www.pathagar.com

ভালো হত, বড় মামা ধোলাই খাল চলে যেতেন। নীপন ভাইয়া সবে এসে চায়ের টেবিলে নাস্তা করতে বসেছেন-ক্যাম্পাসে গোলাগুলির জন্য ইউনিভার্সিটি এখন বন্ধ, এইজন্য মৌমিতা বাসায় আজ, কিন্তু এমন বুদ্ধিমান জ্ঞানী লোক হয়ে তার বাবা একী ভুল কাজ করলেন। বাড়ি বয়ে অপমান সইতে এসেছেন কোন যুক্তিতে। সে সিঁড়ি ভেঙ্গে ছুটে নিচে নেমে এসে তাকে আটকানোর চেষ্টা করার আগেই তিনি উপরে ওঠা শুরু করেছেন, বিমূঢ় দৃষ্টিতে বিব্রতভাবে তাঁর দিকে তাকায় মৌমিতা। কিন্তু তিনি অল্প হেসে তাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেন। নিজে নিজেই ড্রয়িং রুমে ঢুকে যান। সোফায় আরাম করে বসে বলেন, যাও তোমার নানা, মামা এঁদের সবাইকে ডেকে নিয়ে এসো।

– কিন্তু এখন, এই সময়ে?

– ভয় পেওনা মৌ, ওরা আমাকে খেয়ে ফেলবে না।

– আচ্ছা।

মৌমিতাকে কিছু বলতে হয়না। ততক্ষণে নাসতার টেবিল থেকে উঠে এসেছে নীপন, মৌমিতা অসহায়ভাবে তার দিকে তাকায়। নীপনের প্রতিক্রিয়া ঠিক স্পষ্টভাবে কিছু বোঝা যায়না, যেন কোন মামুলী ব্যাপার ঠিক এভাবে নীপন তার বাবা এবং দাদা কে খুব শান্তভাবে ডাক দেয়।

ঃ বাইরের ঘরে একজন ভদ্রলোক এসেছেন। আপনাদের সংগে কথা বলতে চান!

ঃ ভদ্রলোক, কে সে, নাম নেই? তার দাদার প্রশ্ন।

ঃ নাম থাকবেনা কেন। উনি আমাদের পরিচিত, আত্মীয়, বড় ফুপা-

মৌমিতা তার মায়ের বিবাহের প্রথম সরব স্বীকৃতি ঠিক এভাবে শুনবে কখনো ভাবেনি।

ঃ বড়ফুপা মানে, বড়ফুপা মানে কী? নিপন তার বাবাকে সামান্য উত্তেজিত হতে দেখলো কিন্তু আমল দিলনা এই ব্যাপারকে, সে আগের মতন কোমল স্পষ্ট স্বরে বলল।

ঃ বড় ফুপা মানে, বড়ফুপাই বাবা। আমি সব জানি। মৌমিতাও সবকিছু জানে ঝামেলা না করে ড্রয়িং রুমে আছেন কথা বলেন ওনার সাথে। মৌমিতাও অনড় হয়ে ঐ খানে দাঁড়িয়েছিল। নীপন তাকে বলল,

ঃ কী রে মৌ, তোর বাবাকে নাসতা পানি কিছু দিবি, নাকি সং এর মতোন এইখানেই দাঁড়িয়ে থাকবি। মৌমিতা তবু শঙ্কিত চোখে একবার নানা একবার মামার দিকে তাকায়, তার চোখে হয়ত এতক্ষণে জল চলে এসেছে। হঠাৎ কী যেন, বড়মামার ভিতরে, বুঝি বহু বছরের পুরনো একটা জমানো বরফের হিমবাহ লুকানো ছিল সেটা সহসা ধ্বসের মতন উচ্ছ্বসিত আবেগে নেমে আসে। মৌমিতার কাছে সরে আসেন, একহাতে প্রায় বুকের কাছে টেনে আনেন তাকে, ভাঙ্গা গলায় বলেন,-সব আমার ভুল মা, সব আমার ভুল, তোর এই মামাকে কি কোনদিন মাফ করতে পারবি মা?



www.pathagar.com

মৌমিতা, জবাব দেয়না, একবার ফুঁপিয়ে ওঠে কেবল।

ঃ মৌটুসী আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। তুইও চলে যা, আমাকে তোরা এইভাবে শাস্তি দে, দিতে থাক, আমি বীনুকে অনেক আঘাত দিয়েছি, মরার পরেও মেনে নেইনি তার কোন সিদ্ধান্তকে, তাকে ক্ষমা করিনি আমি, সেইজন্যই ঘটছে এসব আমি জানি।

ঃ মামা তুমি চুপ করো, ও ঘরে একজন বসে আছেন। বহুকাল পর এসেছেন, নিজের থেকে তাঁকে অন্ততঃ এইবার আপ্যায়ন করো-নানাজান কেমন হতবুদ্ধি হয়ে কিছুক্ষণ মৌমিতার দিকে তাকিয়ে থাকেন, তারপর তিনিও বড় মামার অনুগামী হন।

মৌমিতা রান্নাঘরে আসে। এষা আপার কানে কানে কিছু বলে বিষণ্ন ব্যথিত কান্না ক্লান্ত তার দুই চোখ সূর্যের মত জ্বলে ওঠে, কোন প্রশ্ন করেন না তিনি। শান্তভাবে সবকিছু বিনা প্রশ্নে মেনে নিতে শিখেছেন। তিনি ত্রস্থ হাতে ডিমের হালুয়া বানাতে বসেন। কাজের ছেলেটাকে ডেকে মুন্নী মামী হুকুম করেন রসমালাই আর সন্দেশ নিয়ে আসার জন্য। নীপন এগিয়ে আসে।

ঃ ও কি ছাই আনবে, টাকাটা দাও আমি এক্ষুণি আসছি।

মৌমিতার হঠাৎ খুব খুশী লাগে, আর সেই জন্য বারে বারে চোখ ছেপে ঢল নেমে আসে। বড় মামী সবকিছু দেখেন শোনেন, হয়ত স্পষ্টভাবে বুঝতেও পারেন কি ঘটছে, কিন্তু আজ খুব নিঃশব্দ থাকেন, আপত্তি জানানোর কোন জোর খুঁজে পাননা। মৌমিতা আশ্চর্য হয়ে দেখে স্বয়ং নানী ডাইনিং টেবিলের উপর নতুন ধবধবে লিলেনের টেবিল ক্লথ পারছেন একটা,বহু পুরনো কিন্তু এখনো চমৎকার সুন্দর, কারো হাতের সযত্ন সূচিকার্যে সেই টেবিল ক্লথের কোণগুলোতে যেন সুতার ফুল ফুটে আছে। মৌমিতা ম্যাট সাজাতে সাজাতে নানীর কোল ঘেঁষে দাঁড়ায়, হঠাৎ আহলাদি গলায় প্রশ্ন করে, "এই চাদরটা এতদিন কোথায় ছিল নানী, কখনো দেখিনি তো, এমন সুন্দর"!

ঃ এইটা আমার বীনুর নিজের হাতে করা। এত দিন তোলা ছিল, আজকেই মনে হল এক বার বিছাই-কী বলো সোনা? ঠিক করছিনা। মৌমিতা অবাক হয়ে নানীর দিকে তাকিয়ে থাকে, নানী আঁচলে চোখ মোছেন। সেই চোখে এখন কান্নার আড়ালে হাসিও লুকানো আছে। মৌমিতা দু'হাতে নানীকে বুকে চেপে ধরে। নিঃশব্দে কাঁদে। কেন এমন কান্না পায় এখন, সে তা জানেনা।



www.pathagar.com

ISBN : 984-8613-48-X